# তালাক ও তাহলীল

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

# তালাক ও তাহলীল

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

**তালাক ও তাহলীল**

**প্রকাশক**

**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৯

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

**الطلاق والتحليل**

**تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب**

**الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية**

**الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش**

**(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)**

**প্রকাশকাল সমূহ**

২০০১, ২০১০, ২০১৭

**৪র্থ সংস্করণ**

রবীউল আউয়াল ১৪৪২ হি./কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/নভেম্বর ২০২০ খৃ.

**॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥**

**মুদ্রণে**

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

**নির্ধারিত মূল্য**

৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র।

---

**TALAQ O TAHLEEL** (Divorce & Hilla Marriage) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob: 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org

# সূচীপত্র (المحتويات)


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| লেখকের ভূমিকা | ০৫ |
| **ইসলামে তালাক বিধান** | ০৭ |
| শানে নুযূল | ০৮ |
| আয়াতের ব্যাখ্যা | ০৯ |
| ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব | ০৯ |
| বিভিন্ন ধর্মে তালাক | ১১ |
| ইহূদীদের নিকটে তালাক | ১১ |
| খ্রিষ্টান মাযহাব সমূহে তালাক | ১১ |
| জাহেলী যুগে তালাক | ১২ |
| হিন্দু ধর্মে তালাক | ১২ |
| ইসলামে তালাকের পদ্ধতি; হুকুম | ১৪ |
| রাজ‘ঈ তালাক | ১৪ |
| বায়েন তালাক | ১৭ |
| এক মজলিসে তিন তালাক | ১৮ |
| সুন্নী ও বিদ‘আতী তালাক | ১৮ |
| ‘খোলা’ | ২১ |
| এক নযরে বায়েন তালাকের অবস্থা সমূহ | ২৬ |
| ইদ্দত; ইদ্দত পালনের কল্যাণকারিতা | ২৭ |
| ইদ্দতের প্রকারভেদ | ২৭ |
| অসিদ্ধ তালাক | ২৮ |
| (ক) ক্রোধান্ধ ব্যক্তির তালাক | ২৮ |
| (খ) পাগল, মাতাল বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির তালাক | ২৮ |
| (গ) যবরদস্তি তালাক | ২৮ |
| উপসংহার | ৩১ |

**তাহলীল** ৩৩
তাহলীল-এর হুকুম ৩৭
তাহলীলের পক্ষে দূরবর্তী তাবীল সমূহ ৩৯
তাহলীল-এর কারণ ৪০
সমঝোতার বিধান ৪০
**একসাথে তিন তালাক পর্যালোচনা** ৪২
১ম পক্ষের দলীল সমূহ ৪২
২য় পক্ষের দলীল সমূহ ৪৪
ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর রায় পর্যালোচনা ৫০
যুক্তির দলীল ৫১
বিদ'আতী তালাকের পক্ষে যুক্তি সমূহ ৫৩
চার ইমামের প্রতি সম্বন্ধ পর্যালোচনা ৬২
৩য় পক্ষের দলীল সমূহ ৬৪
৪র্থ পক্ষের দলীল সমূহ ৬৫
সার্বিক পর্যালোচনা ৭১
একটি বিচারের নমুনা ৭৩
উপসংহার ৭৩
ফিরে চলুন কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ৭৪
তালাক ও তাহলীলের বিভিন্ন মাসায়েল ৭৬
এক নযরে তিন তালাক ও হিল্লা ৮৬

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

## লেখকের ভূমিকা (كلمة المؤلف)

হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, মিলন ও বিচ্ছেদ মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য সাথী। সবকিছুকে সমন্বয় করেই মানুষ তার মৃত্যুর চূড়ান্ত ঠিকানার দিকে এগিয়ে চলে। এভাবে চলার পথে তার জীবনের চাকা যাতে পথ হারিয়ে গতিহীন হয়ে না পড়ে, সেজন্য সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সরল পথের সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ প্রেরিত হয়েছে। সেই পথনির্দেশ বা হেদায়াত মেনে চললে জীবনের গাড়ী সঠিক পথে চলবে। নইলে পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংস হবে।

মানুষের পারিবারিক জীবন দু'জন অচেনা নারী-পুরুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসার অদৃশ্য বন্ধন দৃঢ় হয়। আর তার মাধ্যমে মানুষের বংশ বৃদ্ধি হয়। বস্তুতঃ সৃষ্টির স্বাভাবিক গতি হ'ল সেটাই। কিন্তু কখনো কখনো সেখানে ঘটে যায় ব্যত্যয়। যার পরিণতিতে আসে বিচ্ছেদ। যেটি আল্লাহ্র কাম্য নয়। কিন্তু তিনি সেটা হ'তে দেন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও তার সুস্থ জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এবং তা থেকে অন্যদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

আল্লাহ্র অপসন্দনীয় বস্তু সমূহের অন্যতম হ'ল স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ বা 'তালাক' ব্যবস্থা। তিনি তালাককে সিদ্ধ করেছেন এবং তার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রদান করেছেন। সেই নিয়মের বাইরে গেলেই দেখা দেয় বিপত্তি। পারিবারিক জীবনে নেমে আসে অশান্তি। বস্তুতঃ প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে। তালাক ও তাহলীল অমনিভাবে দু'টি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার নাম। তিন তালাক তিন মাসে ভেবে-চিন্তে না দিয়ে এক মজলিসে একসাথে তিন তালাক বায়েন দেওয়ার মন্দ প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে হারামকে হালাল করার নোংরা কৌশল হিসাবে 'তাহলীল' বা হিল্লা

প্রথা। জাহেলী যুগের আরবরা এ কাজ করত। ইসলাম এসে তা নিষিদ্ধ করে। অথচ উম্মতের কিছু বিদ্বানের ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে সেই ফেলে আসা জাহেলিয়াত পুনরায় মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। যা অদ্যাবধি টিকে আছে স্রেফ মাযহাবী গোঁড়ামীর কারণে। ফলে অসংখ্য মুসলিম নারী-পুরুষ আজ এই অন্যায় ও অত্যাচারী প্রথার অসহায় শিকার হচ্ছে।

বক্ষমান নিবন্ধে আমরা এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা পেশ করেছি। যাতে মানুষ জানতে পারে যে, প্রচলিত 'হিল্লা বিবাহ' কখনোই ইসলামী প্রথা নয়। বরং এটি জাহেলী কুপ্রথা মাত্র। যার মূলোৎপাটন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য করণীয়।[১]

নিঃস্বার্থ এ লেখনীকে আল্লাহ নাচীয লেখকের ও তার পরিবারবর্গের এবং তার মরহূম পিতা-মাতার জান্নাতের অসীলা হিসাবে কবুল করুন! অনিচ্ছাকৃত ভুল সমূহের জন্য সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে অত্র বইটি প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত-

২৭শে অক্টোবর ২০২০ মঙ্গলবার। লেখক।

১. ২০০০ সালের ২রা ডিসেম্বর নওগাঁ যেলার বদলগাছী থানার 'চকআতিথা' গ্রামে হিল্লা-র একটি ঘটনা ঘটে। যা নিয়ে দেশব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি হয়। হাইকোর্ট 'হিল্লা'সহ সকল প্রকারের ফৎওয়া অবৈধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে রায় দেয় *(রিট আবেদন নং ৫৮৯৭/২০০০, রায় ১.১.২০০১ খৃ.)*। এ সময় আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরি এবং তা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর 'তালাক' ও 'হিল্লা প্রথা' নামে **মাসিক আত-তাহরীক** গবেষণা পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় ফেব্রুয়ারী ২০০১-য়ে 'দরসে কুরআন' ও 'দরসে হাদীছ' কলামে আমাদের দু'টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বর্তমান বইটি মূলতঃ উক্ত নিবন্ধদ্বয়ের সমষ্টি। দুর্ভাগ্য, এরপরেও দেশে 'হিল্লা' চলছে। যা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় আসে। সচেতন মুমিনদের উচিত এর বিরুদ্ধে সর্বত্র সোচ্চার হওয়া। *-লেখক।*

# ইসলামে তালাক বিধান
## (حكم الطلاق فى الإسلام)

আল্লাহ বলেন,

اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ط وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئاً إِلَّآ أَن يَّخَافَآ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا ج وَمَن يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ-

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ط فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَّتَرَاجَعَآ إِنْ ظَنَّآ أَن يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ- (البقرة ٢٢٩-٢٣٠)-

অনুবাদ : ‘তালাক হ’ল দু’বার। অতঃপর হয় তাকে ন্যায়ানুগভাবে রেখে দিবে, নয় সদাচরণের সাথে পরিত্যাগ করবে। আর তাদেরকে তোমরা যা সম্পদ দিয়েছ, তা থেকে কিছু ফেরৎ নেওয়া তোমাদের জন্য সিদ্ধ নয়। তবে যদি তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখতে পারবে না বলে আশংকা করে। এক্ষণে যদি তোমরা ভয় কর যে তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখতে পারবে না, তাহ’লে স্ত্রী কিছু বিনিময় দিলে তা গ্রহণে উভয়ের কোন দোষ নেই।[২] এটাই আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব তোমরা তা অতিক্রম করো না। যারা আল্লাহ্র সীমারেখা সমূহ অতিক্রম করে, তারা হ’ল সীমালংঘনকারী’ *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*।

‘অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তাহ’লে সে যতক্ষণ তাকে ব্যতীত অন্য স্বামী গ্রহণ না করে, ততক্ষণ উক্ত স্ত্রী তার জন্য সিদ্ধ হবে না।

২. অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার জন্য স্ত্রী যদি স্বামীকে মোহরানা ফেরৎ দেয়, তাতে কোন দোষ নেই। একে ‘খোলা’ বা ‘ফাস্খে নিকাহ’ বলে।

অতঃপর যদি উক্ত স্বামী তাকে তালাক দেয়, তখন তাদের উভয়ের পুনরায় ফিরে আসায় কোন দোষ নেই, যদি তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা বজায় রাখতে পারবে। এগুলি আল্লাহ্র সীমারেখা। যা তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*।

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ 'তালাক হ'ল দু'বার' অর্থ তালাকে রাজ'ঈ দু'বার। যার পর ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফেরৎ নেওয়া যায়। এর ব্যাখ্যায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ বলেছে, 'এই তালাক' অর্থ যে তালাকের পর 'ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করা যায়, এখানে সেই 'তালাক রাজ'ঈ-র কথা বলা হইয়াছে *(ঐ, বঙ্গানুবাদ, টীকা-১৫৮)*। 'নিষ্কৃতি পাইতে চাহিলে' অর্থ 'মহর' অথবা কিছু অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাহিতে পারে। শরী'আতের পরিভাষায় ইহাকে 'খুলা' বলে' *(টীকা-১৫৯)*। 'অতঃপর যদি সে তালাক দেয়' অর্থ দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাক দিলে স্বামী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করিতে পারে না *(টীকা-১৬০)*।[৩]

**শানে নুযূল** (سبب نزول الآية) :

জনৈক আনছার ব্যক্তি একদা রাগান্বিত হয়ে তার স্ত্রীকে বলে, আল্লাহ্র কসম! তোমাকে আমি কখনোই আশ্রয় দেব না এবং বিচ্ছিন্নও করব না। স্ত্রী বলল, কিভাবে? লোকটি বলল, তোমাকে তালাক দেব। তারপর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই তোমাকে ফিরিয়ে নেব। এভাবে চলতে থাকবে। তখন উক্ত মহিলা রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর নিকটে এসে অভিযোগ করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াত নাযিল হয়।[৪]

'আমর বিন মুহাজির স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনছারী সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তালাক প্রাপ্তা

৩. বঙ্গানুবাদ আল-কুরআনুল করীম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশনা-২, ৭ম মুদ্রণ ১৯৮৩ খৃ.) ৫৭ পৃ.।

৪. তিরমিযী হা/১১৯২; হাকেম হা/৩১০৬; তাফসীর ইবনু জারীর, কুরতুবী হা/১২১০; ইবনু আবী হাতেম হা/২২০৬; ইবনু কাছীর, বাক্বারাহ ২২৯ আয়াতের তাফসীর।

হন। সে সময় তালাকের কোন ইদ্দত ছিল না। তখন আল্লাহ পাক ইদ্দতকাল বর্ণনা করে (উপরোক্ত) আয়াত নাযিল করেন *(আবুদাঊদ হা/২২৮১)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, বাক্বারাহ ২২৯ ও ২৩০ আয়াত নাযিলের পর ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ইদ্দত বিহীন তালাকের নিয়ম বাতিল করা হয়। ঐ সময় ইদ্দতের মধ্যে শতবার তালাক দিলেও স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হ'ত না। তাতে স্ত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত। অতঃপর অত্র আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তালাকের সংখ্যা তিনে সীমিত করে দেন। এমতাবস্থায় স্বামী প্রথমবার এবং দ্বিতীয়বার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার তথা রাজ'আত করার সুযোগ পায়। কিন্তু তৃতীয়বার তালাক দিলে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

**আয়াতের ব্যাখ্যা (تفسير الآية) :**

অত্র আয়াতদ্বয়ে ইসলামের তালাক বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। জাহেলী আরবে মহিলাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হ'ত। তাদেরকে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে বারবার তালাক দেওয়া হ'ত। অতঃপর ফিরিয়ে নেওয়া হ'ত। ফলে মহিলাদের ইয্যতের সুরক্ষা, তাদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা এবং নারী-পুরুষের পারিবারিক জীবনে স্থিতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে উক্ত তালাক বিধান নেমে আসে। যেখানে বলে দেওয়া হয় যে, তালাক দিবে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে দু'মাসে দু'বার। এরপর তৃতীয় মাসে তৃতীয় তালাক দিলে চূড়ান্তভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। এখানে এক সাথে তিন তালাক দেওয়ার কোন সুযোগ রাখা হয়নি। এক্ষণে তালাকের আলোচনার পূর্বে আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করব।-

## ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব (أهمية النكاح فى الإسلام) :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক নেককার নারী-পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(নূর ২৪/৩২)*। অন্য আয়াতে বিবাহ বন্ধনকে আল্লাহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন হিসাবে বর্ণনা করেছেন *(রূম ৩০/২১)*। তিনি

এই বন্ধনকে ‘কঠিন বন্ধন’ (مِيْثَاقًا غَلِيْظًا) হিসাবে বর্ণনা করেছেন *(নিসা ৪/২১)*। হাদীছে বলা হয়েছে, ‘দুনিয়া একটি সম্পদ। আর তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ’ল নেককার স্ত্রী’।[৫] অন্য হাদীছে বিবাহকে ‘দ্বীনের অর্ধাংশ’ বলা হয়েছে।[৬]

ইসলাম নারী-পুরুষের বৈবাহিক বন্ধনকে একটি পবিত্র বন্ধন হিসাবে বিবেচনা করে। এই বন্ধনের পবিত্রতার উপরে তার ভবিষ্যৎ বংশধারার পবিত্রতা নির্ভর করে *(নিসা ৪/১)*। এর ভিত্তিতে তাদের সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণীত হয় *(নিসা ৪/১১)*। এই গুরুত্বপূর্ণ বন্ধনেও অনেক সময় ছেদ পড়ে। ফলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে বিচ্ছেদ। যা তালাকের মাধ্যমে কার্যকর হয়। এক্ষণে ইসলামের তালাক বিধান আলোচনার পূর্বে আমরা অন্যান্য ধর্মের তালাক বিধান যাচাই করব।-

৫. মুসলিম হা/১৪৬৭; মিশকাত হা/৩০৮৩ ‘বিবাহ’ অধ্যায়-১৩, পরিচ্ছেদ-১।
৬. বায়হাক্বী শু‘আব হা/৫১০০; মিশকাত হা/৩০৯৬ ‘বিবাহ’ অধ্যায়; ছহীহাহ হা/৬২৫।

# বিভিন্ন ধর্মে তালাক

## (الطلاق فى الأديان الأخرى)

**ইহূদীদের নিকটে তালাক (الطلاق عند اليهود) :**

ইহূদীদের নিকটে কোন ওযর ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া সিদ্ধ। যেমন অধিক সুন্দরী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। তবে এটাকে তারা ভালো মনে করে না। তাদের নিকটে গ্রহণযোগ্য ওযর বা ত্রুটি হ'ল দু'ধরনের : (ক) দৈহিক ত্রুটি। যেমন চোখে কম দেখা, চোখ টেরা হওয়া, মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া, পিঠ কুঁজো হওয়া, ল্যাংড়া হওয়া, বন্ধ্যা হওয়া ইত্যাদি। (খ) চরিত্রগত ত্রুটি। যেমন বেশরম হওয়া, বাজে কথা বলা, অপরিচ্ছন্ন থাকা, কৃপণ ও কঠোর প্রকৃতির হওয়া, অবাধ্য হওয়া, অপব্যয়ী হওয়া, লোভী ও পেটুক হওয়া, মিথ্যা বিষয়ে দাম্ভিক হওয়া ইত্যাদি। তবে যেনা হ'ল তাদের নিকট সবচেয়ে বড় ত্রুটি। এজন্য কেবল যেনার প্রচার হওয়াই যথেষ্ট, প্রমাণের দরকার পড়েনা। পক্ষান্তরে স্বামীর যত ত্রুটিই থাকুক না কেন, স্ত্রী তার কাছ থেকে তালাক নিতে পারে না। এমনকি যদি স্বামীর যেনা প্রমাণিত হয়, তবুও নয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ)*। এভাবে স্ত্রীরা আমরণ দুষ্ট স্বামীর নিগড়ে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়।

**খ্রিষ্টান মাযহাব সমূহে তালাক (الطلاق في المذاهب المسيحية) :**

খ্রিষ্টান মাযহাবগুলির মধ্যে প্রধান হ'ল তিনটি: ক্যাথলিক, অর্থোডক্স ও প্রটেস্ট্যান্ট। ক্যাথলিক মাযহাবে তালাক নিষিদ্ধ। স্ত্রী চরিত্রে অবিশ্বাস বা খেয়ানত জনিত কারণ ঘটলে তাদের বিছানা পৃথক করা হয় এবং তিলে তিলে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়। তবুও তালাকের মাধ্যমে উভয়ে পৃথক হয়ে যায় না। একাধিক বিবাহ তাদের ধর্মীয় গাম্ভীর্যের বিরোধী। কেননা ইনজীলের কথিত আয়াতের বর্ণনা মতে 'স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে একটি দেহ। অতএব আল্লাহ যাদের একত্রিত করেছেন, মানুষ তাদের পৃথক করতে পারে না'।[৭] খ্রিষ্টানদের বাকী দু'টি মাযহাবে সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্রে

---

৭. وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ، فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ– ইনজীল মারকুছ ৮ ও ৯ শ্লোক।

তালাক সিদ্ধ। যার প্রধান হ'ল পারস্পরিক অবিশ্বাস বা খেয়ানত। কিন্তু এই অবস্থায় তাদের মধ্যে তালাক সিদ্ধ হ'লেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ। এমনকি বলা হয়েছে, যদি তারা যেনা ব্যতীত অন্য কারণে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয় ও অন্যকে বিয়ে করে, তবে তারা যেনা করল' *(ইনজীল মাত্তা ও মারকুছ)*। এতে দেখা যায় যে, খ্রিষ্টান ধর্মেও ইহূদীদের ন্যায় স্ত্রীদের পৃথক হয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

## জাহেলী যুগে তালাক (الطلاق فى الجاهلية) :

প্রাক-ইসলামী যুগে জাহেলী আরবে নারীদের নির্যাতন করার জন্য তালাককে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিত। আবার ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিত। এইভাবে শতাধিকবার তালাক ও রাজ'আতের ঘটনা ঘটত। কখনো কোন স্বামী বলে বসতো, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে কখনোই তালাক দিব না, ঘরে আশ্রয়ও দেব না। স্ত্রী বলত, সেটা কিভাবে সম্ভব? স্বামী বলত, তোমাকে তালাক দিব। তারপর ইদ্দত শেষ হবার আগেই ফিরিয়ে নেব। আবার তালাক দেব। আবার ফিরিয়ে নেব। এভাবেই চলবে। তোমাকে শান্তিতে থাকতেও দেব না, যেতেও দেব না। এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানানো হ'লে তিনি চুপ থাকেন। অতঃপর সূরা বাক্বারাহ ২২৯ আয়াতটি নাযিল হয় *(তিরমিযী হা/১১৯২)*। যাতে বলা হয় যে, 'তালাক মাত্র দু'বার'...অর্থাৎ মাত্র দু'বারই তালাক দিয়ে ফেরত নেওয়া যাবে। তৃতীয় বারে আর নয়। তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে *(বাক্বারাহ ২২৯-৩০)*।[৮]

## হিন্দু ধর্মে তালাক (الطلاق فى الهندوسية) :

হিন্দু ধর্মে তালাকের অধিকার কেবলমাত্র স্বামীর জন্য নির্ধারিত। ফলে স্ত্রীকে মুখ বুঁজে সবকিছু সহ্য করতে হয়। কেননা এ ধর্মে বিবাহকে চিরস্থায়ী বন্ধন হিসাবে গণ্য করা হয়। সেখানে নারীদের দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের অধিকার নেই। তারা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকেও

৮. সাইয়িদ সাবিক্ব মিসরী (১৩৩৫-১৪২০ হি./১৯১৫-২০০০ খৃ.), ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো : ১৪১২ হি./১৯৯২ খৃ.) 'তালাক' অধ্যায় ২/২৮০-৮২ পৃ.; তাফসীর ইবনু কাছীর।

বঞ্চিত। সেকারণ বিয়ের সময় পিতা যৌতুক হিসাবে কন্যাকে সাধ্যমত সবকিছু দিয়ে দেয়। সেখানে বিধবা বিবাহের সুযোগ নেই। ফলে স্বামীর মৃত্যু হ'লে তার জ্বলন্ত চিতায় সদ্য বিধবা স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয় এবং উলুধ্বনি করে তাকে স্বর্গে পাঠানো হয়। যা 'সতীদাহ প্রথা' বলে প্রসিদ্ধ। যার বিরুদ্ধে ১৮৩০ খৃস্টাব্দে বৃটিশ ভারতে আইন করা হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের সহজ সুযোগ না থাকায় ইহূদী-খ্রিষ্টানদের ন্যায় হিন্দু ধর্মেও যেনা-ব্যভিচার সঙ্গত কারণেই ব্যাপক আকার ধারণ করে।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক স্বেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার প্রথম স্বামীর নিকট পুনরায় ফিরে আসার অনুমতি প্রদান *(বাক্বারাহ ২৩০)* আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নারী সমাজের প্রতি একটি বড় ধরনের অনুগ্রহ। কেননা তাওরাতের বিধান মতে সে আর বিবাহ করতে পারে না। ইনজীলের বিধান মতে তাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে তালাক নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাদের শরী'আত বান্দার কল্যাণ বিচারে পূর্ণাংগ ও স্থিতিশীল। ফলে ঐ স্বামীকে চতুর্থবারের সুযোগ দিয়েছে'। অর্থাৎ সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে বিদায় করার পরে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলেও সেই স্বামী কর্তৃক স্বেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা হ'লে পুনরায় প্রথম স্বামী তাকে গ্রহণ করতে পারে' *(বাক্বারাহ ২৩০)*। তবে কোন অপকৌশলের আশ্রয় নিলে দ্বিতীয় স্বামী 'ভাড়াটে ষাঁড়' হবে।[৯] তাদের ঐ বিয়ে বাতিল হবে এবং পূর্বতন স্বামীর জন্য তা হালাল হবে না।[১০]

৯. ইবনু মাজাহ হা/১৯৩৬; হাকেম হা/২৮০৪ রাবী ওক্বা বিন 'আমের (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/২৫৯৬।

১০. ছালেহ বিন ফাওযান, আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব (জন্ম : ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ খৃ.), আল-মুলাখখাছুল ফিক্বহী (কায়রো : দার ইবনুল জাওযী, ৫ম মুদ্রণ ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.), ৩১৭-১৮ পৃ.।

# ইসলামে তালাকের পদ্ধতি

## (نظام الطلاق فى الإسلام)

‘তালাক্ব’ (الطلاق) অর্থ : বন্ধনমুক্তি। যেমন বলা হয়, أُطْلِقَ الْأَسِيْرُ ‘বন্দী মুক্ত হয়েছে’। শারঈ পরিভাষায় তালাক অর্থ : স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা। ইসলামে তালাককে অপসন্দ করা হয়েছে। যদিও বেদ্বীনী, অবাধ্যতা, যেনা প্রভৃতি চূড়ান্ত অবস্থায় এটাকে জায়েয রাখা হয়েছে এবং তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে।

তালাক হ’ল ‘মুবাহ’ (المباح)। যা বিশেষ অবস্থায় করাতে দোষ নেই। ইসলামে তালাকের অধিকার সীমিত করা হয়েছে তিনবারের মধ্যে। প্রথম দু’বার ‘রাজ‘ঈ’ ও শেষেরটি ‘বায়েন’। অর্থাৎ ইসলামে তালাকের বিধান রাখা হ’লেও স্বামীকে ভাববার ও সমঝোতা করার সুযোগ দেওয়া হয় স্ত্রীর তিন ঋতুকাল বা তিন মাস যাবত। এর মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। যাকে ‘রাজ‘আত’ বলা হয়। কিন্তু সার্বিক চিন্তা-ভাবনার পর ঠাণ্ডা মাথায় তৃতীয় বার তালাক দিলে তখন আর ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে না। ইসলামে তালাক দানের এখতিয়ার কেবল স্বামীর। তবে স্ত্রী পৃথক হ’তে চাইলে মোহরানা ফেরৎ দানের মাধ্যমে বা কোন কিছুর বিনিময়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে। যাকে ‘খোলা’ বলা হয় *(বাক্বারাহ ২২৯)*।

**রাজ‘ঈ তালাক (الطلاق الرجعىّ) :**

(১) স্ত্রীকে তার ঋতুমুক্তির পর পবিত্র অবস্থার শুরুতে মিলন ছাড়াই স্বামী প্রথমে এক তালাক দিবে। অতঃপর সহবাসহীন অবস্থায় তিন ঋতুর ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে রাজ‘আত করতে পারে। অর্থাৎ ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার পরে ফেরত নিতে চাইলে তাকে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিতে হবে *(বাক্বারাহ ২৩২)*। ইদ্দতকালে স্ত্রী স্বামীগৃহে স্বামীর সাথে অবস্থান করবে *(তালাক ৬৫/১)*। অবস্থানকালে স্বামী স্ত্রীকে খোরপোষ দিবে। এটিই হ’ল তালাকের সর্বোত্তম পন্থা।

(২) সহবাসহীন তোহরে প্রথম তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে পরবর্তী তোহরে ২য় তালাক দিবে এবং ইদ্দতকাল গণনা করবে। অতঃপর পরবর্তী তোহরের শুরুতে তৃতীয় তালাক দিবে ও ঋতু আসা পর্যন্ত সর্বশেষ ইদ্দত পালন করবে। তৃতীয়বার তালাক উচ্চারণ করলে স্ত্রীকে আর ফেরৎ নেওয়া যাবে না। অতএব ২য় তোহরে ২য় তালাক দিলে ৩য় তোহরের শেষ পর্যন্ত তালাক না দিয়ে অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এখানেও পূর্বের ন্যায় যাবতীয় বিধান বহাল থাকবে।[১১] যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ، لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط لاَ تَدْرِيْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا–

‘হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন তাদেরকে ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত গণনা করতে থাক। আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। তালাকের পর স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বিতাড়িত করো না এবং তারাও যেন স্বামীগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে না যায়। যদি না তারা স্পষ্ট ফাহেশা কাজে লিপ্ত হয়। এগুলি হ’ল আল্লাহ্র সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সীমারেখা লংঘন করে, সে নিজের উপর যুলুম করে। তুমি জানো না, হয়ত আল্লাহ এরপর কোন (সমঝোতার) পথ বের করে দিবেন’ *(তালাক্ব ৬৫/১)*।

উক্ত আয়াতের তাৎপর্য এই যে, তালাক হ’ল মূলতঃ ইদ্দত গণনার তালাক, একসাথে তিন তালাক নয়। স্বামী ও স্ত্রীকে অবশ্যই নির্ধারিত ইদ্দত গণনা করতে হবে। এজন্য কমপক্ষে তিন ঋতুমুক্তির তিন মাস স্বামী অবকাশ পাবেন যে, তিনি স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতে পারবেন কি-না। এছাড়া স্ত্রীকে

১১. বাক্বারাহ ২/২২৯; তালাক ৬৫/১।

স্বামীগৃহেই অবস্থান করতে হবে। এর দ্বারা উভয়কে পুনর্মিলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, এগুলি হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত 'হুদূদ' বা সীমারেখা, যা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।

(৩) ২য় তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا، 'আর যদি তারা পরস্পরে মীমাংসা চায়, তবে তাদের স্বামীরাই তাদের ফিরিয়ে নেবার অধিক হকদার' *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। আর ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে সম্মত হ'লে পুনরায় নতুন বিবাহের মাধ্যমে ঘর-সংসার করতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، 'আর যখন তোমরা স্ত্রীদের (রাজ'ঈ) তালাক দাও। অতঃপর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তখন তারা উভয়ে যদি ন্যায়ানুগভাবে পরস্পরে সম্মত হয়, সে অবস্থায় স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*।

মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ)-এর বোন জুমাইলা (جُمَيْلَة بِنْتِ يَسَار) তালাকপ্রাপ্তা হ'লে ইদ্দত চলে যাওয়ার পর তার পূর্ব স্বামী আবুল বাদ্দাহ আনছারী পুনরায় তাকে বিয়ের পয়গাম পাঠালে মা'ক্বিল উক্ত বিয়েতে অস্বীকৃতি জানান। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়।[১২] এর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, অলী ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ নয়। কেননা মা'ক্বিলের বোন বালেগা ছিলেন। যদিও বালেগা নারী নিজের মতামত দানে স্বাধীন এবং অবশ্যই তার মতামত অগ্রগণ্য। তথাপি তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী নন।[১৩] কেননা অত্র আয়াত অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। এখানে জুমাইলার ভাই মা'ক্বিল বিয়েতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

১২. ফাৎহুল বারী শরহ বুখারী হা/৫১৩০।
১৩. কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৩২ আয়াত।

আয়াত নাযিলের পর তিনি পুনরায় স্বীকৃত হন ও বিবাহ দেন। অবশ্য অভিভাবক বেদ্বীন ও ফাসেক হ'লে এবং কন্যা দ্বীনদার হ'লে এরূপ ক্ষেত্রে দ্বীন বাঁচানোর স্বার্থে সরকার অলি হ'তে পারে *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১)*।

**বায়েন তালাক (الطلاق البائن) :**

তিন তোহরে তিন তালাক প্রদান করলে রাজ'আতের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে ইদ্দত পূর্ণ করে এবং অন্যত্র বিবাহিতা হয়। অতঃপর সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবে তালাকপ্রাপ্তা হয়। আল্লাহ বলেন, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ، 'আর (সহবাসকৃত) তালাকপ্রাপ্তাগণ তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে' *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। অতঃপর আল্লাহ বলেন, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، 'অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তাহ'লে সে যতক্ষণ তাকে ব্যতীত অন্য স্বামী গ্রহণ না করে, ততক্ষণ উক্ত স্ত্রী তার জন্য সিদ্ধ হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*।

উল্লেখ্য যে, ২য় তালাকের ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর ৩য় তালাক প্রদান করলে তা গণ্য হবে না। কারণ তালাক দিতে হয় ইদ্দতকালের মধ্যে। আল্লাহ বলেন, 'আর তাদেরকে ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত গণনা করতে থাক' *(তালাক ৬৫/১)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ফিরিয়ে নিতে বলেন[১৪] এবং ওটাকে কিছুই গণ্য করেননি' *(আবুদাঊদ হা/২১৮৫)*। কেননা ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া জায়েয নয়।[১৫] তবে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ওটাকে এক তালাক রাজ'ঈ গণ্য করা হয় *(বুখারী হা/৫২৫৩)*।

১৪. বুখারী হা/৫২৫১; মুসলিম হা/১৪৭১; মিশকাত হা/৩২৭৫ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।
১৫. বিস্তারিত দ্র. রিয়ায : ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/১৪৭-৪৯, ফৎওয়া নং ৮২৫; মাসিক আত-তাহরীক মার্চ ২০১৫, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২২/২২২।

## এক মজলিসে তিন তালাক

## (الطلقات الثلاث فى مجلس واحد)

**প্রশ্ন হ'ল** এক মজলিসে একসাথে তিন তালাক বায়েন দিলে ইদ্দত গণনার উক্ত সীমারেখা মেনে চলা যায় কি? যেখানে প্রথম তালাকের ইদ্দতকাল এক ঋতু শেষে ২য় তালাক পর্যন্ত। অতঃপর ২য় তালাকের ইদ্দতকাল ২য় ঋতু শেষে ৩য় তালাক পর্যন্ত- এভাবে হিসাব করে বিরতিসহ ইদ্দত গণনার কোন সুযোগ থাকে কি? যদি না থাকে, তাহ'লে সেটা কোন্ ধরনের তালাক হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোথাও এরূপ তালাকের বিধান আছে কি? অতএব এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাকে রাজ'ঈ হবে, তিন তালাকে বায়েন নয়।

### সুন্নী ও বিদ'আতী তালাক (الطلاق السنىّ والبدعىّ) :

কুরআন-হাদীছে বর্ণিত তালাক বিধানকে 'সুন্নী তালাক' বলা হয়। অর্থাৎ সহবাসহীন তিন তোহরে তিন তালাক দেওয়া। এখানে পরপর দু'মাসে প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে রাজ'আতের সুযোগ থাকে *(বাক্বারাহ ২২৯)*। কিন্তু তৃতীয় তালাকের পর ঐ সুযোগ শেষ হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় এবং আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ও ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দুই বা তিন বছর পর্যন্ত এই বিধান চালু ছিল। এই সময় এক মজলিসে তিন তালাককে এক তালাকে রাজ'ঈ গণ্য করা হ'ত।[১৬]

বিভিন্ন ফিক্বহ গ্রন্থে তালাককে 'আহসান' (أحسن), 'হাসান' (حسن) ও 'বেদ'ঈ' (بدعىّ) তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে *(হেদায়া ২/৩৫৪-৫৫ পৃ.)*। সেখানে একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাকে বায়েন গণ্য করা হয়েছে। যা 'বেদ'ঈ তালাক' নামে অভিহিত। যেখানে এক সাথে তিন তালাক পতিত হয় এবং রাজ'আতের কোন সুযোগ থাকেনা। অথচ মুসলমান 'সুন্নাত' মানতে

১৬. মুসলিম হা/১৪৭২ (১৫, ১৬); আহমাদ হা/২৮৭৭; আবুদাঊদ হা/২২০০।

বাধ্য, কিন্তু ‘বিদ‘আত’ মানতে বাধ্য নয়। কেননা (দ্বীনের নামে) সকল প্রকার বিদ‘আত প্রত্যাখ্যাত।[১৭] আর বিদ‘আতের পরিণাম হ’ল জাহান্নাম।[১৮] এই বিদ‘আতী তালাককে আইনসিদ্ধ করার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে পাপের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে। হিল্লা বা ‘তাহলীল’-এর ন্যায় জাহেলী আরবের ফেলে আসা নোংরা প্রথাকে ফাসিদ ক্বিয়াসের মাধ্যমে ইসলামী সমাজে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যার সরাসরি ও অসহায় শিকার হচ্ছে মুসলিম নারী সমাজ।

উল্লেখ্য যে, সূরায়ে তালাক্ব-এর ২য় আয়াতের[১৯] আলোকে ছাহাবীগণের মধ্যে হযরত আলী ও ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ), তাবেঈগণের মধ্যে আত্বা, ইবনু জুরায়েজ ও ইবনু সীরীন এবং ইমামিয়া শী‘আগণ তালাকের ক্ষেত্রেও দু’জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর শর্তারোপ করেন। যেরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। তবে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অন্যান্য বিদ্বানগণের নিকট বিবাহের ন্যায় তালাক কেবলমাত্র স্বামীর অধিকার। সেকারণ তালাক দেওয়ার জন্য কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকেও কোন প্রমাণ নেই’।[২০]

---

১৭. মুসলিম হা/৮৬৭; মিশকাত হা/১৪১ ‘কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ, রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)।

১৮. নাসাঈ হা/১৫৭৮ ‘কিভাবে ঈদায়নের খুৎবা দিতে হবে’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৪১ রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ); ইরওয়া হা/৬০৮।

১৯. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ط ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا– ‘যখন তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছে যায়, তখন তোমরা হয় সুন্দরভাবে তাদেরকে রেখে দিবে, না হয় সুন্দরভাবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। আর তোমাদের মধ্য থেকে দু’জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিয়ো। এর মাধ্যমে তোমাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন’ *(তালাক ৬৫/২)*।

২০. বাক্বারাহ ২/২৩১; আহযাব ৩৩/৪৯; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯০-৯২ পৃ.; ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট রাজ‘আত ও তালাকের ক্ষেত্রে এই সাক্ষী রাখাটা ‘মানদূব’। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখার হুকুম *(বাক্বারাহ ২/২৮২)* মানদূব। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর নিকট রাজ‘আতের সময় ওয়াজিব এবং তালাকের সময় মানদূব। সাক্ষী রাখার ফায়েদা হ’ল, যাতে দু’জনের কেউ মারা গেলে অপরজন বিয়ে অব্যাহত আছে বলে মীরাছ দাবী করতে পারে’ *(কুরতুবী, তালাক ২ আয়াতের তাফসীর)*।

উপরোক্ত তালাক বিধানে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম বাধ্যগত অবস্থায় তালাক জায়েয রাখলেও মূলতঃ সেটা তার কাম্য নয়। বরং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি ও তাদেরকে পুনরায় দাম্পত্য জীবনে ফিরে আসার সকল বৈধ সুযোগ ইসলাম সৃষ্টি করে রেখেছে। তাকে এক মাস, দু'মাস, তিন মাস যাবত চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছে। ইদ্দতকালে স্ত্রীকে স্বামীগৃহে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছে। সবশেষে দ্বিতীয়বার পর্যন্ত 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করলেও কুরআন 'তৃতীয় তালাক' বা 'তালাকে বায়েন' (বিচ্ছিন্নকারী তালাক) কথাটি উচ্চারণ করেনি। বরং ইঙ্গিতে বলেছে, দ্বিতীয়বার তালাক দেওয়ার পরে এক্ষণে সে তার স্ত্রীকে সুন্দরভাবে রাখুক অথবা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় করুক' *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*।

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কুরআনে দু'বার তালাক দেওয়ার কথা পাচ্ছি। কিন্তু তৃতীয় তালাক কোথায়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ، 'অথবা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় করুক'।[২১] আবু উমার বলেন, বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্র বাণী أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ، ('অথবা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় করুক') কথাটিই হ'ল দ্বিতীয় তালাকের পর তৃতীয় তালাক' *(কুরতুবী)*।

অর্থাৎ আল্লাহ চান না যে, বান্দা স্বীয় স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিক। কেননা তৃতীয় তালাক দিলে সে আর স্ত্রীকে ফেরত পাবে না। যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং সেই স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেয়। আর সেটা নিতান্তই কল্পনার বস্তু।

কুরতুবী বলেন, বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ، 'অথবা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় করুক' দ্বারা দুই তালাকের পরে তৃতীয় তালাক বুঝানো হয়েছে। আর এটা বুঝা গেছে পরবর্তী বক্তব্য فَإِنْ طَلَّقَهَا... 'অতঃপর যদি সে (২য় স্বামী) তাকে তালাক দেয়' আয়াতাংশ

২১. ইবনু আবী হাতেম হা/২২১০; ইবনু কাছীর, তাফসীর বাক্বারাহ ২২৯ আয়াত; দারাকুৎনী হা/৩৮৪৪ সনদ 'হাসান'; কুরতুবী হা/১২১৪ সনদ 'হাসান ইনশাআল্লাহ'।

দ্বারা। অতঃপর বিদ্বানগণ এবিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক অথবা দুই তালাক দিবে, সে ব্যক্তি তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু যদি তৃতীয়বার তালাক দেয়, তাহ'লে ঐ স্ত্রী তার জন্য আর হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করবে'। আর এটিই কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্য (محكم القران)। যাতে কারু কোনরূপ মতভেদ নেই'।[২২]

আল্লাহ এতই মেহেরবান যে, সর্বশেষ তৃতীয়বার তালাকের কারণে উক্ত স্বামী ও স্ত্রীকে চিরকালের মত পরস্পরের জন্য নিষিদ্ধ করেননি। বরং যদি কখনও দ্বিতীয় স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেয়, তখন সে পুনরায় তার পূর্বতন স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারে, যদি উভয়ে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে রাযী হয়। এতেই বুঝা যায় যে, বিবাহের পবিত্র বন্ধনকে আল্লাহ পাক কত বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং একে টিকিয়ে রাখার জন্য কতভাবেই না বান্দাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ 'তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِيْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ– 'যে মহিলা তার স্বামীর নিকট থেকে কোন ক্ষতির আশংকা ছাড়াই তালাক প্রার্থনা করল, তার উপরে জান্নাতের সুগন্ধি হারাম হ'ল'।[২৩]

## 'খোলা' (الخلع) :

'খোলা' (اَلْخُلْعُ) অর্থ : মুক্ত করা বা বিচ্ছিন্ন করা। স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীর কোন কিছুর বিনিময়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়াকে শারঈ পরিভাষায় 'খোলা' বলা হয়। স্ত্রী স্বামীর জন্য পোষাক স্বরূপ। যখন সেটি সে খুলে নেয়, তখন সেটাকে 'খোলা' বলে।[২৪]

---

২২. কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২২৯ আয়াত।
২৩. আহমাদ হা/২২৪৩৩; তিরমিযী হা/১১৮৭; মিশকাত হা/৩২৭৯ 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ, রাবী ছাওবান (রাঃ); ইরওয়া হা/২০৩৫।
২৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩১৯ পৃ.।

মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কন্যা জামীলা একদিন ফজরের অন্ধকারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এসে তার স্বামী ছাবিত বিন ক্বায়েস বিন শাম্মাস-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, সে তাকে মেরেছে ও হাত ভেঙ্গে দিয়েছে *(নাসাঈ হা/৩৪৯৭)*। সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তার দ্বীন বা চরিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি না বরং তার বেঁটে দেহ ও কুৎসিত চেহারার অভিযোগ করি। হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আল্লাহ্র ভয় না থাকত, তাহ'লে বাসর রাতে আমি তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম' *(ইবনু মাজাহ হা/২০৫৭, যঈফ)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাবিতকে ডাকালেন ও তার মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাকে 'মোহর' স্বরূপ আমার সবচেয়ে মূল্যবান দু'টি খেজুর বাগান দিয়েছিলাম, যা তার অধিকারে আছে। যদি সেটা আমাকে ফেরত দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন মহিলাকে বললেন, তুমি কি বলতে চাও। মহিলাটি বলল, হ্যাঁ। ফেরৎ দেব। চাইলে আরো বেশী দেব' *(ত্বাবারী হা/৪৮০৭)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাবিতকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে পৃথক করে দাও। অতঃপর তাই করা হ'ল।[২৫] আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইসলামের ইতিহাসে এটাই ছিল 'খোলা'-র প্রথম ঘটনা এবং এটাই হ'ল 'খোলা'-র মূল দলীল।[২৬]

---

২৫. বুখারী হা/৫২৭৩; মুওয়াত্ত্বা হা/২০৮২; আবুদাঊদ হা/২২২৮; নাসাঈ হা/৩৪৬৩; ইবনু মাজাহ হা/২০৫৬; মিশকাত হা/৩২৭৪ 'বিবাহ' অধ্যায়-১৩ 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ-১১, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ); ইরওয়া হা/২০৩৬; ইবনু হাজার দু'টিকে পৃথক ঘটনা মনে করেন। শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (কায়রো : ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খৃ.) 'খোলা' অনুচ্ছেদ ৮/৪৩ পৃ.।

মহিলাটির নামে মতভেদ আছে। কোন বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর 'বোন' *(ত্বাবারী হা/৪৮০৭)*, কোন বর্ণনায় 'কন্যা' *(ত্বাবারী হা/৪৮১০)*, কোন বর্ণনায় 'হাবীবাহ বিনতে সাহ্ল' *(ত্বাবারী হা/৪৮০৮; আবুদাঊদ হা/২২২৮)*। তাফসীর ত্বাবারীর ভাষ্যকার আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (১৩০৯-১৩৭৭ হি./১৮৯২-১৯৫৮ খৃ.) বলেন, উপরোক্ত চারটি হাদীছে *(হা/৪৮০৭-১০)* এবং অন্যান্য ছহীহ বর্ণনা সমূহ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, ছাবেত বিন ক্বায়েস-এর নিকট থেকে যিনি 'খোলা' নিয়েছিলেন, তিনি জামীলা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নাকি হাবীবা বিনতে সাহ্ল? এ বিষয়ে অগ্রাধিকার হ'ল, দু'জন মহিলাই 'খোলা' চেয়েছিলেন। আর এটাকেই ইবনু হাজার অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেন, قُلْتُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ وَقَعَتَا لِامْرَأَتَيْنِ لِشُهْرَةِ الْخَبَرَيْنِ وَصِحَّةِ الطَّرِيقَيْنِ، আমি বলি, যেটি স্পষ্ট হয়েছে তা এই যে, দু'টিই পৃথক ঘটনা দু'জন মহিলার মাধ্যমে যা ঘটেছিল, দু'টি খবরই প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে এবং দু'টি সূত্রই বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে *(ফাৎহ হা/৫২৭৩-এর আলোচনা, ৯/৩৯৯ পৃ.; তাফসীর ত্বাবারী হা/৪৮০৭-এর টীকা)*। হ'তে পারে দু'জনেই আগে-পরে একই ব্যক্তির স্ত্রী ছিলেন। যা ইবনু হাজারের বিস্তারিত আলোচনায় বুঝা যায়।

২৬. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২২৯ আয়াত।

ইবনু জারীর বলেন যে, উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষ্যে অত্র আয়াত *(বাক্বারাহ ২২৯-এর শেষাংশ)* নাযিল হয়। যেখানে আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ-

'এক্ষণে যদি তোমরা ভয় কর যে তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখতে পারবে না, তাহ'লে স্ত্রী কিছু বিনিময় দিলে তা গ্রহণে উভয়ের কোন দোষ নেই। এটাই আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব তোমরা তা অতিক্রম করো না। যারা আল্লাহ্র সীমারেখা সমূহ অতিক্রম করে, তারা হ'ল সীমালংঘনকারী' *(বাক্বারাহ ২/২২৯-এর শেষাংশ)*।

'খোলা' মূলতঃ 'ফাস্খে নিকাহ' বা বিবাহ বিচ্ছেদ। কুরআনে দু'টি তালাক দেওয়ার পরে তৃতীয় তালাক-এর পূর্বে মালের বিনিময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ বা 'খোলা'-র কথা এসেছে। এতে বুঝা যায় যে, 'খোলা' তালাক নয়, বরং বিচ্ছেদ মাত্র। যদি খোলা তালাকই হ'ত, তবে ২৩০ আয়াতে বর্ণিত শেষের তালাকটি চতুর্থ তালাক বলে গণ্য হ'ত। অথচ সকল বিদ্বান একমত যে, শেষে যে তালাক-এর কথা বলা হয়েছে, সেটি তৃতীয় তালাক, চতুর্থ তালাক নয়। নবী করীম (ছাঃ) ছাবেত বিন ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রীকে 'খোলা'-র পর তাকে 'খোলা'র ইদ্দত স্বরূপ এক ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন।[২৭]

---

২৭. فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا- নাসাঈ হা/৩৪৯৭; আবুদাঊদ হা/২২২৯-৩০; তিরমিযী হা/১১৮৫; ইবনু মাজাহ হা/২০৫৮, হাদীছ ছহীহ; নায়লুল আওত্বার ৮/৪১ পৃ.। উল্লেখ্য যে, বুখারী হা/৫২৭৩-এর বর্ণনায় এসেছে, اِقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً 'তুমি বাগিচাটি ফেরৎ নাও এবং স্ত্রীকে এক তালাক দাও'। এর ব্যাখ্যায় উপরে বর্ণিত হাদীছে حَيْضَةً وَاحِدَةً 'এক ঋতুকাল অপেক্ষা কর' বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটি তালাক নয়, স্রেফ 'খোলা' বা বিচ্ছেদ। যেটি *(তিরমিযী হা/১১৮৫)*-এর বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এসেছে, أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ- 'ছাবেত বিন ক্বায়েস-এর স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় তার স্বামীর নিকট থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে এক ঋতুকাল পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে বলেন' *(তিরমিযী হা/১১৮৫)*।

উক্ত হাদীছটিও প্রমাণ করে যে, ‘খোলা’ তালাক নয়। কারণ যদি তালাক হ’ত, তবে উক্ত মহিলাকে তিনি তিন ‘তোহর’ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলতেন। বুখারী শরীফে ‘খোলা’র ক্ষেত্রে যে ‘তালাক’ শব্দ এসেছে, তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।[২৮] কেননা উক্ত হাদীছটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত। পক্ষান্তরে আবুদাঊদ, নাসাঈ, মুওয়াত্ত্বা বর্ণিত খোলাকারিণী মহিলা ছাবিত-এর স্ত্রী জামীলা-র বর্ণনায় এসেছে وَخَلِّ سَبِيْلَهَا ‘মহিলাকে তার রাস্তায় ছেড়ে দাও’। অতএব এ বিষয়ে উক্ত মহিলার বর্ণনাই অগ্রাধিকারযোগ্য।[২৯] কারণ তিনিই হ’লেন মূল।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘খোলা’ যে তালাক নয়, তার প্রমাণ হ’ল তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহ যে তিনটি বিধানের কথা বলেছেন, সেগুলির সব ক’টি ‘খোলা’-তে পাওয়া যায় না। বিধান তিনটি নিম্নরূপ।-

(১) তালাকে রাজ‘ঈ-র পর স্বামী তার স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে বিনা বিবাহে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ‘খোলা’ হ’লে স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত তা পারবে না।

(২) ‘তালাক’ তিনটি পর্যন্ত সীমিত। সুতরাং তালাকের সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেলে স্ত্রীর অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ ও মিলন না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামী

---

২৮. মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (হেরাত, খোরাসান বর্তমান আফগানিস্তান, মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন, وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ لاَ فَسْخٌ– এর মধ্যে দলীল রয়েছে যে, খোলা হ’ল তালাক, বিচ্ছেদ নয়’ *(মিরক্বাত শরহ মিশকাত হা/৩২৭৪-এর ব্যাখ্যা)*। অথচ আল্লামা ‘আয়নী হানাফী মিসরী (৭৬২-৮৫৫ হি.) বুখারী হা/৩৭২৫-এর ব্যাখ্যায় বলেন, (وطلِّقها) الْأَمر فِيهِ للإرشاد والاستصلاح لاَ للْإِيجَاب والإلزام– এখানে নির্দেশটি হ’ল উপদেশ ও মীমাংসার জন্য, ওয়াজিব বা অপরিহার্য হিসাবে নয়’ *(‘উমদাতুল ক্বারী শরহ বুখারী ২০/২৬২ পৃ.)*। ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী মিসরী (৭৭৩-৮৫২ হি.) বুখারী হা/৫২৭৩-এর ব্যাখ্যায় বলেন, وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً هُوَ أَمْرُ إِرْشَادٍ وَإِصْلاَحٍ لاَ إِيجَاب– ‘তুমি একে এক তালাক দাও’ আদেশটি উপদেশ ও সংশোধন মূলক, ওয়াজিব হুকুম নয়’। তিনি বলেন, لَكِنْ مُعْظَمُ الرِّوَايَات فِي الْبَاب تَسْمِيَته خُلْعًا– ‘কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনায় এটিকে কেবল ‘খোলা’ নামকরণ করা হয়েছে’। যেমন তিরমিযী হা/১১৮৫; আবুদাঊদ হা/২২২৮; নাসাঈ হা/৩৪৯৮; ইবনু মাজাহ হা/২০৮৫ প্রভৃতিতে এসেছে *(ফাৎহুল বারী শরহ বুখারী হা/৫২৭৩-এর ব্যাখ্যা ৯/৪০০-৪০১ পৃ.)*।

২৯. নায়লুল আওত্বার ৮/৪৫-৪৬; নাসাঈ হা/৩৪৯৭ রাবী রুবাইয়ে‘ বিনতে মু‘আওভিয বিন ‘আফরা (রাঃ); যা-দুল মা‘আদ ৫/৬০১।

তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু ‘খোলা’র ক্ষেত্রে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ না করেই নতুন বিবাহের মাধ্যমে প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারে।

(৩) ‘খোলা’র ইদ্দত হ’ল এক ঋতু। পক্ষান্তরে সহবাস কৃত স্ত্রীর জন্য তালাকের ইদ্দত হ’ল তিন তোহর’।[৩০]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, ইমাম তিরমিযী যে বলেছেন, অধিকাংশ ছাহাবী বিদ্বানের নিকট খোলা-র ইদ্দত হ’ল তালাকের ন্যায়’ বক্তব্যটি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াসের বিরোধী। তাছাড়া ইবনুল ক্বাইয়িমের বক্তব্য তিরমিযীর বক্তব্যের বিরোধী। যেখানে তিনি বলেছেন, لاَ يَصِحُّ عَنْ صَحَابِيٍّ أَنَّهُ طَلاَقٌ أَلْبَتَّةَ ‘এটা যে অবশ্যই তালাক, এ ব্যাপারে কোন ছাহাবী থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়নি’। সবচেয়ে বড় কথা হ’ল, যে হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম তিরমিযী উক্ত মন্তব্য করেছেন, সে হাদীছে এক ঋতুর ইদ্দতের কথা বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/১১৮৫)*। অতএব তাঁর বক্তব্য হাদীছের বিরোধী হচ্ছে।[৩১]

ঋতুকালে বা পবিত্রতাকালে, সহবাসকৃত বা সহবাসহীন, সকল অবস্থায় স্ত্রী ‘খোলা’ করতে পারে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩২৩)*। ‘মোহরানা’ ফিরিয়ে দিয়ে বা অন্য কোন মালের বিনিময়ে ‘খোলা’ করাই দলীল সম্মত। তবে মালের

---

৩০. শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ, দিমাশক্ব (৬৯১-৭৫১ হি.), যা-দুল মা‘আদ (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ ২৯তম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খৃ.) الدّلِيلُ عَلَى أَنّ الْخُلْعَ لَيْسَ بِطَلاَق অনুচ্ছেদ ৫/১৮০-৮১ পৃ.। খাত্ত্বাবী বলেন, খোলা যে তালাক নয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ’ল এই যে, তার ইদ্দত হ’ল এক ঋতু। তালাক হ’লে এক ঋতু যথেষ্ট হ’ত না’ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩২৭-২৮ টীকা)*।

৩১. فَأَمَرَهَا النَّبِىُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ– ‘অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে নির্দেশ দিলেন যেন সে এক ঋতুকাল ইদ্দত পালন করে’ *(তিরমিযী হা/১১৮৫)*; অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম তিরমিযী বলেন, وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ النَّبِىِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَغَيْرِهِمْ إِنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ– أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‘বিদ্বানগণ খোলা-র ইদ্দত নিয়ে মতভেদ করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর অধিকাংশ বিদ্বান ছাহাবী ও অন্যান্যগণ বলেন, খোলা-র ইদ্দত হ’ল তালাকপ্রাপ্তাগণের ন্যায় তিন ঋতু’। অথচ বক্তব্যটি তাঁর আনীত হাদীছের বিপরীত এবং এটি ছাহাবীগণেরও বিপরীত।- নায়লুল আওত্বার ৬/২৯৫ ‘খোলা’ অধ্যায়।

বিনিময় ছাড়াও ‘খোলা’ হ’তে পারে। বিশেষ করে স্বামীর পক্ষ থেকে যদি স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কুমতলব থাকে, তবে সেখানে মালের বিনিময় ছাড়াই আদালত উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। কারণ হাদীছে এসেছে, لاَ ضَرَرَ وَلاَضِرَارَ– ‘ক্ষতি করো না এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না’।[৩২]

## এক নযরে বায়েন তালাকের অবস্থা সমূহ

## (حالات الطلقات البائنة فى لمحة)

‘যে তালাক দ্বারা স্ত্রী চূড়ান্তভাবে পৃথক হয়ে যায়, তাকে তালাকে বায়েন বা বিচ্ছিন্নকারী তালাক বলে’। এটি চারটি অবস্থায় হ’তে পারে।-

(১) সহবাসের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া। এই তালাকের কোন ইদ্দত নেই, বরং তালাকের পরেই স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে *(আহযাব ৩৩/৪৯)*।

(২) যখন তৃতীয় তালাক পূর্ণ হবে। যেমন প্রথমবার পবিত্র হওয়ার পরেই সহবাসহীন অবস্থায় এক তালাক দিল। ২য় বার একইভাবে তালাক দিল। তৃতীয় বার একইভাবে তালাক দিল। কিন্তু এবার আর ফেরৎ নিতে পারবে না। কেননা ঐ তালাক এখন ‘বায়েন’ তালাকে পরিণত হ’ল। এরপর তার পক্ষে আর পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরে যাবার পথ নেই। যতক্ষণ না সে তিন মাস ইদ্দত পালন শেষে অন্যত্র স্বেচ্ছায় বিবাহ করে ও স্বেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা হয়।[৩৩]

(৩) মালের বিনিময়ে স্বামীর নিকট থেকে পৃথক হওয়া। যাকে ‘খোলা’ বলা হয় *(বাক্বারাহ ২/২২৯-এর শেষাংশ)*। এ সময় স্বামী কেবল তখনই মালের বিনিময় পাবে, যখন সে স্ত্রীর মোহরানা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে রাখবে। নচেৎ স্ত্রীর নিকট থেকে বিনিময়ের দাবী করা যাবে না।

(৪) স্বামীর কোন মারাত্মক ত্রুটির কারণে বা দীর্ঘ কারাবাসের কারণে বা দীর্ঘদিন স্বামী নিখোঁজ হওয়ার কারণে আদালতের মাধ্যমে স্ত্রী কর্তৃক বিবাহ বাতিল করা। এটাকে ‘ফাস্খে নিকাহ’ বলে।[৩৪]

---

৩২. ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০ রাবী উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ); ছহীহাহ হা/২৫০।
৩৩. বাক্বারাহ ২/২২৯-এর প্রথমাংশ ও ২৩০।
৩৪. আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আলে মাহমূদ, আত-তালাকুস সুন্নী ওয়াল বেদ‘ঈ (কাতার : সরকারী প্রকাশনা ১৯৮৪ খৃ.) ৬২ পৃ.।

**ইদ্দত (العدة) :**

অর্থ গণনা করা। পারিভাষিক অর্থে স্বামী থেকে বিচ্ছেদের পরে বা স্বামীর মৃত্যুর পরে অন্যত্র বিবাহ ব্যতীত স্ত্রী যে সময়কাল অতিবাহিত করে, তাকে ইদ্দতকাল বলা হয়'। জাহেলী যুগে এটি প্রচলিত ছিল। ইসলামী যুগেও সেটি বহাল রাখা হয়।

ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব' *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। রাসূল (ছাঃ) তালাকপ্রাপ্তা ফাতেমা বিনতে ক্বায়েসকে তার চাচাতো ভাই অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের গৃহে তিন মাস ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেন *(মুসলিম হা/১৪৮০)*।

**ইদ্দত পালনের কল্যাণকারিতা (مصالح العدة) :**

(১) গর্ভে সন্তান আছে কি-না তা নিশ্চিত হওয়া *(বাক্বারাহ ২/২২৮)* এবং যাতে অন্যের ঔরস তার সাথে যুক্ত না হয়ে যায়।

(২) স্বামী-স্ত্রী পুনরায় সংসার করতে পারবে কি-না, তা চিন্তা করার অবকাশ পাওয়া।

(৩) বিবাহের গুরুত্ব বুঝানো এই মর্মে যে, বিবাহ করা ও তা ছিন্ন করা দু'টিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি খেল-তামাশার বিষয় নয় যে, যখন খুশী গ্রহণ করবে ও যখন খুশী ছেড়ে দিবে।

(৪) বিবাহ একটি স্থায়ী বিষয়। এর দূরবর্তী সামাজিক কল্যাণকারিতা অনুধাবন করা।[৩৫]

**ইদ্দতের প্রকারভেদ (أنواع العدة) :**

(১) সহবাসকৃত স্ত্রীর জন্য তিন ঋতু *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*।

(২) নাবালিকা অথবা ঋতু বন্ধ হওয়া নারীর জন্য তিন মাস *(তালাক ৬৫/৪)*।

৩৫. অলিউল্লাহ আহমাদ বিন আব্দুর রহীম দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ (তাহকীক : সাইয়িদ সাবিক্ব, বৈরূত : দারুল জীল, ১ম সংস্করণ ১৪২৬ হি./২০০৫ খৃ.) 'ইদ্দত' অনুচ্ছেদ ২/২১৯-২০ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৪১।

(৩) সহবাসকৃত বা সহবাসহীন বিধবা স্ত্রীর জন্য ৪ মাস ১০ দিন *(বাক্বারাহ ২/২৩৪)*।

(৪) গর্ভবতী নারীর জন্য গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত *(তালাক ৬৫/৪)*।

(৫) তালাকপ্রাপ্তা সহবাসহীন স্ত্রীর জন্য কোন ইদ্দত নেই *(আহযাব ৩৩/৪৯)*।

(৬) 'খোলা'-র ইদ্দত হ'ল এক ঋতু *(নাসাঈ হা/৩৪৯৭)*।

## অসিদ্ধ তালাক

## (الطلاق الباطل)

**(ক) ক্রোধান্ধ ব্যক্তির তালাক :** ক্রোধান্ধ অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সেকারণে দাম্পত্য জীবনের সিদ্ধান্তকারী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ক্রোধান্ধ অবস্থায় দিলে ইসলামী শরী'আত ঐ তালাককে অগ্রাহ্য করেছে। ক্রোধান্ধ বলতে ঐ ক্রোধকে বুঝায়, যে ক্রোধে স্বামী হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়'।[৩৬]

**(খ) পাগল, মাতাল বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির তালাক :** এইরূপ এক ব্যক্তিকে খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হি.) নেশা করার শাস্তি স্বরূপ (আশি) বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর তার স্ত্রীকে তার কাছে ফেরৎ দেন।[৩৭] তবে হানাফী মাযহাব মতে এই অবস্থায় তালাক পতিত হবে *(কুদূরী ১৫৬ পৃ.)*।

**(গ) যবরদস্তি তালাক :** স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে বা প্রতারণা করে তার নিকট থেকে তালাক আদায় করা নিষিদ্ধ।[৩৮] বরং ঐসব স্ত্রী 'খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে।

---

৩৬. ড. ওয়াহবাহ যুহায়লী দিমাশক্বী (১৯৩২-২০১৫ খৃ.), আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ (বৈরূত : দারুল ফিক্র ২য় সংস্করণ ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.) ৭/৩৬৫ পৃ.।

৩৭. যা-দুল মা'আদ ৫/১৯১ পৃ.; আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হাযম আন্দালুসী কুরতুবী (৩৮৪-৪৫৬ হি.), আল-মুহাল্লা বিল আছার, তাহকীক : ড. আব্দুল গাফফার সুলায়মান আল-বান্দারী (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি) ৯/৪৭৩-৭৪ পৃ., মাসআলা ক্রমিক ১৯৬৪-এর আলোচনা।

৩৮. ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩; মিশকাত হা/৬২৮৪; ইরওয়া হা/১০২৭, সনদ ছহীহ; দ্র. আত-তাহরীক, জুলাই ২০১৬, ১৯/১৬ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৩৯৭।

ছাহাবায়ে কেরাম যবরদস্তি তালাককে তালাক হিসাবে গণ্য করতেন না *(যা-দুল মা'আদ ৫/১৮৯)*। জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে যবরদস্তি তালাক পতিত হবে না। তবে হানাফী মাযহাব মতে পতিত হবে। কেননা হাদীছে এসেছে, বিবাহ, তালাক ও রাজ'আত এই তিনটি বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা গ্রহণযোগ্য নয়'।[৩৯]

**জবাব :** হাসি-ঠাট্টা আর যবরদস্তি এক বস্তু নয়। অতএব যবরদস্তি তালাক পতিত না হওয়াটাই হাদীছ ও যুক্তি সম্মত।[৪০]

**(ঘ)** ঋতুকালে বা নেফাস অবস্থায় তালাক, সহবাসকৃত পবিত্র অবস্থায় তালাক, সহবাসহীন একই তোহরে একত্রিত বা পৃথকভাবে তিন তালাক প্রদান করা।

যবরদস্তি, ক্রোধান্ধ, পাগল, বেহুঁশ, অজ্ঞান, নাবালক বা নিদ্রাবস্থায় উচ্চারিত বা প্রদত্ত তালাক পতিত হবে না। যার দলীল সমূহ নিম্নরূপ :

(১) আল্লাহ বলেন, مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ، 'যার উপরে (কুফরীর জন্য) যবরদস্তি করা হয়, অথচ তার হৃদয় ঈমানের উপর অটল থাকে, সে ব্যতীত' *(নাহল ১৬/১০৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ– 'তিনটি ব্যাপারে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে (ক) ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয় (খ) নাবালক শিশু যতক্ষণ না বালেগ হয় (গ) জ্ঞানহারা ব্যক্তি যতক্ষণ না সুস্থ জ্ঞান ফিরে পায়'।[৪১] তিনি আরও বলেন, لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِى إِغْلاَقٍ– 'তালাক নেই ও দাসমুক্তি

৩৯. ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ– তিরমিযী হা/১১৮৪; আবুদাঊদ হা/২১৯৪; ইবনু মাজাহ হা/২০৩৯ সনদ হাসান; মিশকাত হা/৩২৮৪ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ইরওয়া হা/১৮৬২, ৬/২২৪ পৃ.।

৪০. আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ ৭/৩৬৭ পৃ.।

৪১. আবুদাঊদ হা/৪৪০৩; তিরমিযী হা/১৪২৩; মিশকাত হা/৩২৮৭, রাবী আলী (রাঃ)।

নেই ‘ইগলাক্ব’ অবস্থায়’।[৪২] ‘ইগলাক্ব’ বা ‘গালাক্ব’ অর্থ বন্ধ হওয়া। ক্রোধান্ধ, পাগল ও যবরদস্তির অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি লোপ পায় ও নিজের ইচ্ছাশক্তি অকার্যকর হয়। সেকারণ এ অবস্থাকে ‘ইগলাক্ব’ বলা হয়।[৪৩]

উপরে বর্ণিত অবস্থার তালাক সমূহকে কুরআন ও সুন্নাহ্র কোথাও শারঈ তালাক বলে গণ্য করা হয়নি। তথাপি একে পরবর্তীতে ‘তালাক্বে বেদ‘ঈ’ বা বিদ‘আতী তালাক নামে অভিহিত করে বৈধ করা হয়েছে এবং একত্রিতভাবে তিন তালাক দিলে ‘ঐ ব্যক্তি গোনাহগার হবে’ বলা সত্ত্বেও তালাক পতিত হবে বলে ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে।[৪৪] যা শরী‘আত বিরোধী এবং যুক্তি বিরোধী।

---

৪২. ইবনু মাজাহ হা/২০৪৬; আবুদাঊদ হা/২১৯৩; মিশকাত হা/৩২৮৫ রাবী আয়েশা (রাঃ)।

৪৩. আবুদাঊদ বলেন, الْغِلاَقُ أَظُنُّهُ فِى الْغَضَبِ ‘গিলাক্ব অর্থ আমি মনে করি ক্রোধের অবস্থায় হয়ে থাকে’। যায়লাঈ বলেন, وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَعُمُّ الْإِكْرَاهَ وَالْغَضَبَ وَالْجُنُونَ، وَكُلَّ أَمْرٍ انْغَلَقَ عَلَى صَاحِبِهِ عِلْمُهُ وَقَصْدُهُ، مَأْخُوذٌ مِنْ غَلَقَ الْبَابَ– ‘সঠিক কথা হ’ল, এটি যবরদস্তি, ক্রোধ, পাগল ও অন্য সকল অবস্থাকে শামিল করে। যখন ব্যক্তির জ্ঞান ও সংকল্প বন্ধ হয়ে যায়। যা غَلَقَ الْبَابَ ‘দরজা বন্ধ করা’ হ’তে গৃহীত’ (জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ যায়লাঈ আছ-ছূমালী (মৃ. ৭৬২ হি.), নাছবুর রা’য়াহ লে আহাদীছিল হেদায়াহ (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রাইয়ান, ১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খৃ.) ‘আস-সুন্নাহ ফিত-তালাক’ অনুচ্ছেদ ৩/২২৩ পৃ.)।

৪৪. وَطَلاَقُ الْبِدْعَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلاَثًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَبَانَتْ مِنْهُ وَكَانَ عَاصِيًا– আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আবুল হোসায়েন আল-কুদূরী আল-বাগদাদী (৩৬২-৪২৮ হি.), মুখতাছারুল কুদূরী ফিল ফিক্বহিল হানাফী (দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খৃ.) ‘তালাক’ অধ্যায় ১৫৪ পৃ.; ঐ, দিল্লী ছাপা, ১৩৩৩ হি./১৯১৫ খৃ. ১৭০ পৃ.; আবুল হোসায়েন আলী বিন আবুবকর আল-মারগীনানী আল-ফারগানী (৫১১-৫৯৩ হি.) সমরকন্দ, উযবেকিস্তান, আল-হেদায়া শারহু বেদায়াতিল মুবতাদী (বৈরূত : দারু এহইয়াইত তুরাছিল ‘আরাবী, তাবি) ‘তালাক’ অধ্যায় প্রথমাংশ ১/২২১ পৃ.; ঐ, দেওবন্দ ছাপা, ১৩৮০ হি./১৯৬০ খৃ. ‘সুন্নী তালাক’ অনুচ্ছেদ, ২/৩৫৫ পৃ.।

## উপসংহার (الخاتمة)

সূরা বাক্বারাহ ২২৮ হ'তে ২৩২ পাঁচটি আয়াতে ও সূরা তালাক ১ হ'তে ৪ পর্যন্ত চারটি আয়াতে এবং সূরা আহযাব ৪৯ আয়াতে আল্লাহ পাক সকল প্রকার তালাকের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।[৪৫] যেমন (১) সহবাসহীন স্ত্রীকে তালাক প্রদান। এই তালাকের কোন ইদ্দতকাল নেই *(আহযাব ৩৩/৪৯)*। (২) সহবাসকৃত স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক প্রদান। এই স্ত্রী তার স্বামীর উপরে হারাম হয়ে যাবে, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে ও সেখান থেকে স্বেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা হয় *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*। (৩) খোলা, যা তিন তালাকের বাইরে এবং স্ত্রীর পক্ষ হ'তে মোহরানা ফেরতের বিনিময়ে স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয় *(বাক্বারাহ ২২৯-এর শেষাংশ)*। (৪) তালাকে রাজ'ঈ, যেখানে এক বা দুই তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে সরাসরি বা ইদ্দতের পর নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্বামী ফেরৎ নিতে পারে।

প্রত্যেক তালাকেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। সেইসব পদ্ধতির বাইরে তালাক দিলে তা বিদ'আত হবে, যা প্রত্যাখ্যাত। ঋতুকাল বা নেফাস অবস্থায় তালাক দেওয়া, এক মজলিসে তিন তালাক বায়েন দেওয়া বা একই তোহরে পৃথকভাবে তিন তালাক দেওয়া, উপরে বর্ণিত চার প্রকার তালাকের বাইরে সম্পূর্ণ বিদ'আতী প্রথা। তালাক কোন খেলনার বস্তু নয় যে, একে ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায়। তবুও যদি কেউ এরূপ করে, তাহ'লে সেটি এক তালাকে রাজ'ঈ হবে। যেমনটি রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় গণ্য করা হ'ত। যাতে অনুতপ্ত স্বামী-স্ত্রী পুনরায় একত্রিত হ'তে পারে এবং সংশোধন ও সমঝোতার সুযোগ নিতে পারে। কিন্তু ঐ বিদ'আতী তালাককে বায়েন তালাকের কঠোর সিদ্ধান্ত প্রদান করার ফলে মুসলিম পারিবারিক জীবনে নেমে এসেছে অশান্তির গাঢ় অমানিশা। আর তা থেকে নিষ্কৃতির জন্য তাহলীল-এর যে পথ বাৎলানো হয়েছে,[৪৬] তা আরও অন্ধকার ও আরও নিকৃষ্ট। মাযহাবের দোহাই দিয়ে প্রকাশ্য

৪৫. যা-দুল মা'আদ ৫/২২৪-২৬ পৃ.।
৪৬. দ্র. আল-'আরফুশ শাযী শরহ তিরমিযী, 'তাহলীল' অধ্যায় ২/৩৭৮ পৃ.।

ব্যভিচারের এই নোংরা প্রথা বন্ধ করার জন্য দায়িত্বশীল ওলামায়ে কেরাম, সমাজ ও সরকারকে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

সবশেষে বলা চলে যে, বর্তমানে বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশে এই বিদ'আতী তালাকই প্রায় সর্বত্র চালু রয়েছে। সুন্নাতী তালাকের খবরই অনেকে জানে না। **অতএব 'তাহলীল'-এর কুপ্রথা বন্ধ করতে চাইলে এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক বায়েন গণ্য করার বিদ'আতী প্রথা আগে বন্ধ করতে হবে** এবং জনগণকে শারঈ তালাকের কল্যাণ বিধান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। -আমীন!

# তাহলীল*(مسائل التحليل)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ- وَفِى رِوَايَةٍ عَنْهُ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ-

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ-

**অনুবাদ :** (১) আব্দুল্লাহ বিন মাস‘ঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ লা‘নত করেছেন হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয় ব্যক্তিকে’। একই রাবী থেকে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা‘নত করেছেন’...।[৪৭] (২) ওক্ববা বিন ‘আমের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ষাঁড় সম্পর্কে খবর দিব না? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, সে হ’ল ঐ হালালকারী ব্যক্তি। আল্লাহ লা‘নত করেছেন হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয় ব্যক্তিকে’।[৪৮]

---

* ‘প্রচলিত হিল্লা প্রথা’ নামে অত্র নিবন্ধটি মাসিক আত-তাহরীক গবেষণা পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় ফেব্রুয়ারী ২০০১ সালে ‘দরসে হাদীছ’ কলামে প্রকাশিত হয়।

৪৭. আবুদাঊদ হা/২০৭৬; ইবনু মাজাহ হা/১৯৩৫; তিরমিযী হা/১১২০; দারেমী হা/২২৫৮; মিশকাত হা/৩২৯৬ রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

৪৮. ইবনু মাজাহ হা/১৯৩৬, সনদ হাসান; বায়হাক্বী হা/১৩৯৬৫, ৭/২০৮ পৃ.; হাকেম হা/২৮০৪, ২/১৯৯ পৃ. রাবী ওক্ববা বিন ‘আমের (রাঃ); ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৯৭, ৬/৩০৯-১০।

‘তাহলীল’ (التحليل) অর্থ : হালাল করা। প্রচলিত অর্থে একত্রিত তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে তার পূর্ব স্বামীর নিকটে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় একজনকে সাময়িকভাবে স্বামীত্বে বরণ করে সহবাস শেষে তালাক নিয়ে প্রথম স্বামীর জন্য তাকে হালাল করা। এদেশে এই ধরনের বিবাহকে ‘হিল্লা বিবাহ’ বলা হয়।

বুলূগুল মারামের ভাষ্যগ্রন্থ সুবুলুস সালাম-এর লেখক আমীর ছান‘আনী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ হ’ল ‘তাহলীল’ হারাম হওয়ার দলীল। কেননা হারাম কর্মকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের উপর লা‘নত করা হয় না। আর প্রত্যেক হারাম বস্তু নিষিদ্ধ। এখানে নিষিদ্ধতার দাবী হ’ল বিবাহ ভঙ্গ হওয়া। ...তাহলীল-এর অনেকগুলি পদ্ধতি লোকেরা বর্ণনা করেছেন।...লা‘নত-এর কারণে সব পদ্ধতির তাহলীল বা হিল্লা বিবাহ বাতিল (ফাসিদ)।[৪৯]

তিরমিযীর ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, তাবেঈগণ ছাড়াও মুজতাহিদ ফক্বীহগণের মধ্যে শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক, সুফিয়ান ছওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রমুখ সবাই উক্ত হাদীছের উপরে আমল করে তাহলীলকে হারাম বলেছেন ও এর উপরেই তাঁদের ফৎওয়া রয়েছে *(তুহফা ৪/২২৩ পৃ.)*।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ তাহলীলকে জায়েয রেখেছেন এবং মাননীয় ‘হেদায়া’ লেখক উক্ত হাদীছ দ্বারা দলীল এনেছেন। অতঃপর হেদায়া-র ভাষ্যকার যায়লা‘ঈ তার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন যে,

لَمَّا سَمَّاهُ مُحَلِّلاً دَلَّ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الْمُحَلِّلَ هُوَ الْمُثْبِتُ لِلْحَلِّ فَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمَا سَمَّاهُ مُحَلِّلاً– ‘যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে হালালকারী বলেছেন, তখন এটাই ‘তাহলীল’-এর বিবাহ সিদ্ধ হওয়ার দলীল। কেননা হালালকারী ব্যক্তি পূর্ব স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে প্রতিষ্ঠিত

৪৯. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আমীরুল ইয়ামন আছ-ছান‘আনী (১০৯৯-১১৮২ হি./১৬৮৮-১৭৬৮ খৃ.), সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম (কায়রো : দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.) হা/৯৩৬, ৩/২৬৮ পৃ. রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

করে। অতএব যদি তাহলীল-এর বিবাহ বাতিল হ'ত, তাহ'লে ঐ ব্যক্তিকে হালালকারী বলা হ'ত না'।[৫০]

জামে' তিরমিযীর অন্যতম ভাষ্যকার দেউবন্দের সাবেক মুহতামিম আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী তিরমিযীর শরহ আল-'আরফুশ শাযীতে বলেন, وَالْمَشْهُوْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الشَّرْطَ مَعْصِيَةٌ وَإِثْمٌ؛ وَالنِّكَاحُ صَحِيْحٌ– 'আমাদের নিকট প্রসিদ্ধ কথা এই যে, তাহলীল-এর শর্তটি পাপযুক্ত। তবে বিবাহ সিদ্ধ'। ...তিনি বলেন, وَفِي بَعْضِ كُتُبِنَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي اللَّفْظِ فَالْمُحِلُّ لَهُ ثَوَابٌ، لِأَنَّهُ نَفَعَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمَ– 'আমাদের কোন কোন কিতাবে রয়েছে যে, যদি শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত না করা হয়, তাহ'লেও একজন মুসলমান ভাইয়ের উপকার করায় হালালকারী ব্যক্তির জন্য তাতে ছওয়াব রয়েছে'।[৫১] বরং কোন কোন হানাফী গ্রন্থে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে,

وَهُوَ أَنَّهُ مَأْجُورٌ وَإِنْ شَرَطَ لِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ، وَتَأْوِيلُ اللَّعْنِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ إِذَا شَرَطَ الْأَجْرَ عَلَى ذَلِكَ–

'উভয়ের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত থাকলেও হালালকারী ব্যক্তি ছওয়াবের অধিকারী হবে তাদের মধ্যকার (পারিবারিক) 'ইছলাহ' বা সংশোধনের জন্য। তাদের নিকটে লা'নতের অর্থ হ'ল যখন তাহলীলের মাধ্যমে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার শর্ত থাকবে। যেমন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভাড়াটে ষাঁড় আনা হয়, যা হারাম'।[৫২] বলতেকি এ প্রথাই এদেশে (উপমহাদেশে)

৫০. জামালুদ্দীন ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ যায়লা'ঈ হানাফী মিসরী (মৃ. ৭৬২ হি./১৩৬০ খৃ.), নাছবুর রা'য়াহ লি আহাদীছিল হিদায়াহ ৩/২৪০ পৃ.।

৫১. আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (১২৯২-১৩৫২ হি./১৮৭৫-১৯৩৩ খৃ.), আল-'আরফুশ শাযী শরহ সুনানুত তিরমিযী (বৈরূত : দারুত তুরাছিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি./২০০৪ খৃ.) ২/৩৭৮ পৃ., মাসআলা ক্রমিক ১১১৯।

৫২. মুহাম্মাদ আমীন বিন ওমর বিন আব্দুল আযীয আবেদীন দিমাশক্বী (১১৯৮-১২৫২ হি./১৭৮৪-১৮৩৬ খৃ.), আর-রাদ্দুল মুহতার শরহ দুর্রুল মুখতার (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খৃ.) ৩/৪১৫ পৃ.।

চালু আছে এবং তারা এর মাধ্যমে নেকীর কাজ করছেন বলে ধারণা করেন। আল্লাহ তাদেরকে সঠিক তাহকীকের দিকে পথ প্রদর্শন করুন'![৫৩]

কি মর্মান্তিক কথা! বিনা ভাড়ায় তাহলীল করালে সেটি জায়েয হবে, আর ভাড়া করে আনলে সেটি নাজায়েয! এর চাইতে নোংরা প্রথা ধর্মের নামে আর কি হ'তে পারে? অথচ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এ থেকে মুক্ত। কি জবাব দিবেন ক্বিয়ামতের মাঠে ওলামায়ে কেরাম? কোন মুখে তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হাউয কাউছারের পানির পেয়ালা নিতে যাবেন? সেদিনতো তিনি বলবেন, সুহকান সুহকান, লেমান গাইয়ারা বা'দী ('দূর হও দূর হও! যারা আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছ')।[৫৪]

অতঃপর বলা চলে যে, হাদীছে 'হালালকারী' কথাটি বলা হয়েছে হালালকারী ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী। যদিও এটি আল্লাহ্র নিকটে হারাম। যেমন মুশরিক ও বিদ'আতীরা নেকীর কাজ মনে করেই শিরক ও বিদ'আত সমূহ করে থাকে। অথচ সেগুলি আল্লাহ্র নিকটে হারাম। যেমন কুরআনে এসেছে, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ– 'সেদিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বললেন, কোথায় আমার সেই শরীকরা। যাদেরকে তোমরা ধারণা করতে?' *(ক্বাছাছ ২৮/৬২, ৭৪)*। এখানে 'আমার শরীক' বলা হয়েছে মুশরিকদের ধারণা অনুযায়ী। কারণ আল্লাহ্র তো কোন শরীক নেই।

এক্ষণে যে ব্যক্তি তাহলীল করে, সে স্রেফ এই নিয়তেই করে যে, এর মাধ্যমে ঐ মহিলাটির জন্য তার পূর্ব স্বামীর নিকটে ফিরে যাবার পথ খুলে যাবে এবং তাকে তার জন্য আইনসিদ্ধ করে দেবে। মুখে বলুক বা না বলুক, শর্ত করুক বা না করুক, প্রচলিত তাহলীল বা হিল্লা বিবাহ মানেই হ'ল এটা। তাহলীল কখনোই বিবাহ নয়। এটি স্রেফ অস্থায়ী ও সাময়িক কর্ম।

অতএব শরী'আতের দৃষ্টিতে একে বিবাহ বলা অন্যায়। কেননা বিবাহ হ'ল স্থায়ী ব্যবস্থা এবং তার বিপরীত হ'ল যেনা, যা অস্থায়ী ও সাময়িক কর্ম। হিল্লা-

---

৫৩. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (মৃ. ১৩৫৩ হি./১৯৩৪ খৃ.), তুহফাতুল আহ্ওয়াযী শরহ জামে' তিরমিযী (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি) হা/১১২০-এর ব্যাখ্যা, ৪/২২২-২৪ পৃ. রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ); আরবী মিশকাত (দিল্লী ছাপা, প্রকাশক : এমদাদিয়া লাইব্রেরী ঢাকা, তাবি) ২৮৪ পৃ. টীকা-১৩।

৫৪. বুখারী হা/৬৫৮৪; মুসলিম হা/২৯৯১; মিশকাত হা/৫৫৭১, রাবী সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ)।

ও সেটাই। আমাদের প্রশ্ন : ঐ হালালকারী ব্যক্তি যদি ঐ মহিলাকে আর তালাক না দিয়ে নিজের জন্য রেখে দেয়, তখন সেটি তাদের ক্বিয়াস অনুযায়ী জায়েয হবে তো? কেননা সমাজে এমন অনেককে দেখে গেছে, তারা এমনটি করেছে এবং একাধিক সন্তান লাভ করেছে।

**তাহলীল-এর হুকুম (حكم التحليل) :**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَالَ: لاَ يَزَالاَ زَانِيَيْنِ وَإِنْ مَكَثَا عِشْرِيْنَ سَنَةً إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يُّحِلَّهَا– 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এটিকে ব্যভিচার হিসাবে গণ্য করতাম'। তিনি বলেন, 'এরা দু'জনেই ব্যভিচারী। যদিও তারা এভাবে ২০ বছর অতিবাহিত করে। যখন পুরুষ লোকটি জানবে যে, মহিলাটিকে হালাল করার জন্য সে এ কাজ করছে'।[৫৫] ওমর ফারূক (রাঃ) বলতেন, لاَ أُوتَى بِمُحِلٍّ وَلاَ مُحَلَّلٍ لَهُ إِلاَّ رَجَمْتُهُمَا– 'হালালকারী' ব্যক্তি বা যার জন্য হালাল করা হয়েছে, এমন কাউকে আনা হ'লে আমি ঐ দু'জনকে স্রেফ 'রজম' করব।[৫৬] অর্থাৎ ব্যভিচারীর দণ্ডবিধি অনুযায়ী বুক পর্যন্ত মাটিতে জীবন্ত পুঁতে পাথর মেরে মাথা ফাটিয়ে শেষ করে দেব।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, তাহলীল-এর সময় মুখে শর্ত করুক বা না করুক, মদীনাবাসী বিদ্বানমণ্ডলী এবং আহলুল হাদীছ ও তাদের ফক্বীহদের নিকটে ঐ বিবাহ বাতিল। কেননা এই সাময়িক ও বাহ্যিক

৫৫. মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হি./১৯১৪-১৯৯৯ খৃ.), ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজে আহাদীছে মানারিস সাবীল (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.) হা/১৮৯৮, ৬/৩১১; হাকেম হা/২৮০৬, ২/২১৭ পৃ.; বায়হাক্বী হা/১৩৯৬৭, ৭/২০৮; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১০৭৭৮ রাবী আব্দুল্লাহ বিন শারীক আল-'আমেরী (রহঃ); ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১৩৪, ঐ শামেলাহ ২/৪৭ পৃ. 'হিল্লা বিবাহ' অনুচ্ছেদ।

৫৬. বায়হাক্বী হা/১৩৯৬৯, ৭/২০৮; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/৩৭৩৪৪; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১০৭৭৭ রাবী ক্বাবীছা বিন জাবের আল-আসাদী (রহঃ); সনদ ছহীহ, التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل লেখক : আব্দুল আযীয বিন মারযূক্ব আত-ত্বারীফী ২৬০ পৃ.।

বিবাহ মিথ্যা ও ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ প্রেরিত শরী'আতে এটা সিদ্ধ নয় এবং এটা কোন কিছুকে সিদ্ধ করতে পারে না। কেননা এর অকল্যাণ কারু নিকটে গোপন নয়' *(যা-দুল মা'আদ ৫/১০১ পৃ.)*।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র দ্বীন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। তা কখনোই হারাম পন্থায় কোন নারীকে হালাল করার অনুমতি দেয় না। যতক্ষণ না কোন পশু স্বভাবের পুরুষকে 'ভাড়াটে ষাঁড়' হিসাবে উক্ত কাজে লাগানো হয়। তিনি বলেন, কিভাবে কোন হারাম বস্তু অন্যকে হালাল করতে পারে? কিভাবে কোন অপবিত্র বস্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারে? কিভাবে ঐ ব্যক্তি নির্ভীক হ'তে পারে, যার হৃদয়কে আল্লাহ ইসলামের জন্য প্রসারিত করেছেন এবং অন্তরকে ঈমানের নূরে আলোকিত করেছেন? এটি হ'ল নিকৃষ্ট বিষয় সমূহের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট। যা কোন জ্ঞানীর বিবেচনায় আসতে পারে না, নবীগণের শরী'আত দূরে থাক। সর্বোপরি ইসলামে, যা হ'ল শ্রেষ্ঠতম শরী'আত?[৫৭]

সাইয়িদ সাবিক্ব বলেন, 'এটাই সঠিক কথা এবং একথাই বলেন, ইমাম মালেক, আহমাদ, ছওরী, আহলুয যাহের ও অন্যান্য ফক্বীহগণ। যেমন হাসান বছরী, ইব্রাহীম নাখাঈ, ক্বাতাদাহ, লাইছ বিন সা'দ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রমুখ বিদ্বানগণ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা ও যুফার (রহঃ) বলেন, তাহলীল-এর সময় যদি শর্ত করে, তাহ'লে বিবাহ সিদ্ধ হবে। তবে তা মাকরূহ হবে। কেননা অন্যায় শর্তের জন্য বিবাহ বাতিল হ'তে পারে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে উক্ত বিবাহ বাতিল (ফাসিদ) হবে। কেননা এটি সাময়িক বিবাহ (যা শারঈ বিবাহের উদ্দেশ্য বিরোধী)। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর মতে বিবাহ সিদ্ধ হবে। কিন্তু এতে পূর্ব স্বামীর জন্য তার স্ত্রী হালাল হবে না'।[৫৮]

মোটকথা কুরআনে বর্ণিত নিয়মানুসারে তিন তোহরে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী স্বেচ্ছায় অন্য স্বামী গ্রহণ করবে। অতঃপর যদি কখনো সেই স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দেয় এবং পূর্ব স্বামী তাকে পুনরায় আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে চায়, তখনই কেবল ঐ স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর নিকটে নতুন বিবাহের

৫৭. আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ দিমাশ্ক্বী (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খৃ.), ইক্বামাতুদ দলীল 'আলা ইবত্বালিত তাহলীল (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ৩৪৭ পৃ.।

৫৮. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১৩৫-৩৬, ২/৪৮ পৃ. 'হিল্লা বিবাহ' অনুচ্ছেদ।

মাধ্যমে ফেরত আসতে পারে *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*। এটা ব্যতীত অন্য কোন হীলা-বাহানা ও কৌশল করে 'তাহলীল' নামক নোংরা পন্থার আশ্রয় নিয়ে পূর্ব স্বামীর নিকটে ফিরে আসার কোন সুযোগ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) দেননি। যদিও উপমহাদেশে এই নোংরা প্রথাই চলছে ইসলামের নামে ও কুরআন-সুন্নাহ্র দোহাই দিয়ে। অথচ এটি হ'ল জাহেলী যুগের মন্দ রীতি। যা মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় চালু হয়েছে উম্মতের কিছু বিদ্বানের হাদীছ বিরোধী সিদ্ধান্তের কারণে এবং মাযহাবী তাক্বলীদের দুঃখজনক পরিণতি হিসাবে।

**তাহলীলের পক্ষে দূরবর্তী তাবীল সমূহ (التأويلات البعيدة للتحليل) :**

(১) মিশকাতের বাংলা অনুবাদক নূর মোহাম্মাদ আ'জমী ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অপর হাদীছে হালালকারীকে ধারের ষাঁড় বলা হইয়াছে। কেহ কাহারো তিন তালাক দেওয়া নারী এ শর্তে বিবাহ করিল যে, সে সহবাস করিয়া ছাড়িয়া দিবে যাহাতে প্রথম স্বামী বিবাহ করিতে পারে- এই ব্যক্তিকে 'মুহাল্লেল' বা হালালকারী বলে। ইমাম আবু হানিফার মতে এইরূপ বিবাহ জায়েজ, তবে মাকরূহ তাহরিমী। কিন্তু ইমাম আবু ইউছুফ, মালেক (একমত অনুসারে শাফেয়ী) ও ইমাম আহমদের মতে এইরূপ বিবাহ ফাছেদ। প্রথম স্বামীর পক্ষে ঐ নারীর বিবাহ জায়েজ নহে। হাঁ, শর্তে আবদ্ধ না হইয়া যদি কেহ প্রথম স্বামীর উপকারার্থে বিবাহ করে এবং পরে ছাড়িয়া দেয় তাহাতে সে পুণ্য লাভ করিবে। হাদীছ তাহার প্রতি প্রযোজ্য নহে'।[৫৯]

কি মারাত্মক ভ্রান্তি। হাদীছ প্রযোজ্য হবে না, ইমামের রায় প্রযোজ্য হবে। অথচ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলে গেছেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِى– 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটিই আমার মাযহাব'।[৬০]

৫৯. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, নোয়াখালী (১৯০০-১৯৭২ খৃ.), বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২য় মুদ্রণ ১৯৮৭ খৃ.) হা/৪০৬২ (২)-এর ব্যাখ্যা, ৬/৩২৩ পৃ.।

৬০. ইবনু আবেদীন, শামী রাদ্দুল মুহতার শরহ দুর্রুল মুখতার (দেওবন্দ ছাপা : ১২৭২ হি.) ১/৪৬ পৃ.; ঐ, (বৈরূত: দারুল ফিক্র ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খৃ.) ১/৬৭-৬৮ পৃ.; আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪ হি./১৮৪৮-৮৬ খৃ.), মুক্বাদ্দামা শরহ বেক্বায়াহ (দেওবন্দ ছাপা, তাবি) ১৪ পৃ. ৬ষ্ঠ লাইন।

(২) সৈয়দ আবুল আ'লা মওদূদী 'তাহলীল' বা পাতানো বিয়ে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, 'এ ধরনের বিয়েতে আগে থেকেই শর্ত থাকে যে, নারীকে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল করার নিমিত্তে এক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করবে এবং সহবাস করার পর তালাক দিবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে এ ধরনের শর্তযুক্ত বিয়ে আদৌ বৈধ হয় না। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে এভাবে তাহলীল হয়ে যাবে, তবে কাজটি মাকরূহ তাহরিমী বা হারাম পর্যায়ের মাকরূহ'। এরপরে তিনি (দরসে বর্ণিত তাহলীল বিরোধী) দু'টি হাদীছ এনে কোনরূপ মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত ছাড়াই আলোচনা শেষ করেছেন।[৬১]

দু'জন আলেমই স্ব স্ব মাযহাবী তাক্বলীদের নিগড়ে আবদ্ধ এবং স্বাধীনভাবে হাদীছ অনুসরণে ব্যর্থ।

### তাহলীল-এর কারণ (سبب التحليل) :

সাময়িক উত্তেজনা বশে অথবা অজ্ঞতা বশে স্বামী কখনো স্ত্রীকে তিন তালাক একত্রে দিয়ে বসে। ফলে তালাকের সংখ্যাগত সীমা শেষ হওয়ার কারণে তার অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। এমতাবস্থায় স্ত্রীর প্রেম, সন্তানের মায়া ও সংসারের শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে সে স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একসময় মরিয়া হয়ে ওঠে। ওদিকে স্ত্রীর অবস্থা হয় আরো করুণ! চোখের পানি ছাড়া তার আর কিছুই বলার থাকে না। নিজ হাতে গড়া সংসারের মায়া তাকে পাগলিনী করে ফেলে। উভয়ের এই নাযুক মানসিক অবস্থায় তারা স্বামী-স্ত্রী পুনর্মিলনের জন্য যেকোন কাজ করতে রাযী হয়ে যায়। আর এসময়েই 'তাহলীল'-এর নোংরা পদ্ধতি পেশ করা হয় ধর্মের নামে। যা তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কবুল করে নিতে বাধ্য হয়।

### সমঝোতার বিধান (حكم الإصلاح بين الزوجين) :

তালাকের শারঈ পদ্ধতি হিসাবে কুরআন ও হাদীছে স্বামীকে কমপক্ষে তিন মাস ভাববার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। যাতে ইদ্দতের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে

৬১. আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খৃ.) জন্ম : আওরঙ্গাবাদ, মহারাষ্ট্র-হায়দরাবাদ, ব্রিটিশ ভারত; হিজরত : লাহোর, পাকিস্তান; মৃত্যু : বাফেলো, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র; বঙ্গানুবাদ তাফহীমুল কুরআন (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.) সূরা তালাক ১ আয়াতের ব্যাখ্যা, ১৭/২০৭-৮ পৃ.।

একটা সমঝোতার পথ বেরিয়ে যায়। এছাড়াও উভয় পরিবারের বা পরিবারের বাইরে এক এক জন প্রতিনিধি নিয়ে সমঝোতা বৈঠক করার নির্দেশও সূরা নিসা ৩৫ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِنْ يُّرِيْدَآ إِصْلاَحاً يُّوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْماً خَبِيْراً-

‘আর যদি তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তাহ’লে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিস নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে মীমাংসা চায়, তাহ’লে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে (সম্প্রীতির) তাওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও ভিতর-বাহির সবকিছু অবগত’ *(নিসা ৪/৩৫)*। বস্তুতঃ উভয় পক্ষের দূরদর্শী ও আল্লাহভীরু অভিভাবকগণ অথবা কোন শক্তিশালী নিরপেক্ষ সংস্থা এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এই দায়িত্ব পালন করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَّ وَلِىَّ لَهَا- ‘যদি তারা আপোষে ঝগড়া করে, তাহ’লে শাসক অলি হবেন ঐ ব্যক্তির জন্য, যার কোন অলি নেই’।[৬২]

তালাকের উক্ত শারঈ পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্বামী-স্ত্রীকে এভাবে চোরাপথ তালাশ করতে হ’ত না। এক বা দুই তালাক দিয়ে রেখে দিলে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে বা ইদ্দত চলে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে তারা পুনরায় মিলিত হ’তে পারত *(বাক্বারাহ ২৩১-২৩২)*। বস্তুতঃ ইসলামের দেওয়া এই বিধানই কেবল যুক্তি সম্মত ও ভদ্রোচিত পন্থা। এক্ষণে প্রশ্ন হ’ল যদি কেউ শারঈ পন্থা বাদ দিয়ে বিদ‘আতী পন্থায় এক মজলিসে তিন তালাক একত্রিতভাবে বা একই তোহরে তিন তালাক পৃথক পৃথকভাবে দিয়ে দেয়, তা’হলে তার স্ত্রী বায়েন তালাক বা স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হবে কি-না।

৬২. তিরমিযী হা/১১০২; আবুদাঊদ হা/২০৮৩; ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৯; মিশকাত হা/৩১৩১, রাবী আয়েশা (রাঃ); ইরওয়া হা/১৮৪০, ৬/২৪৩ পৃ.।

## একসাথে তিন তালাক পর্যালোচনা

### (مراجعة إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة)

কুরআনী নীতি অনুযায়ী তিন তোহরে তিন তালাক না দিয়ে যদি কেউ নিয়ম বহির্ভূতভাবে একই সাথে তিন তালাক দেয়, তবে সে তালাক পতিত হবে কি-না, এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মতভেদকে চারভাগে ভাগ করা যায়। (১) এর ফলে কিছুই বর্তাবে না। (২) তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি গোনাহগার হবে। (৩) সহবাসকৃত নারীর উপরে তিন তালাক বর্তাবে ও সহবাসহীন নারীর উপরে এক তালাক বর্তাবে। (৪) এক তালাক রাজ'ঈ হবে। নিম্নে চার দলের বিদ্বানগণের বক্তব্য সমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হ'ল।-

**১ম পক্ষের দলীল সমূহ (حجج الفريق الأول) :**

যারা বলেন, একত্রিত তিন তালাকে কোন তালাকই বর্তাবে না। তাঁদের মূল দলীল হ'ল (ক) সূরা বাক্বারাহ ২২৮ ও ২২৯ আয়াত এবং সূরা তালাক ১ম ও ২য় আয়াত। অতঃপর (খ) হাদীছের দলীল হ'ল-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَّمَسَّ، فِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

وَفِي رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لِّأَبِي دَاؤُوْدَ: قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ–

'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুকালীন সময়ে তালাক দেন। তখন ওমর (রাঃ)

উক্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি ওমর (রাঃ)-কে বলেন, তুমি আব্দুল্লাহকে বল যেন সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় ও ঘরে রাখে পরবর্তী তোহর পর্যন্ত। অতঃপর সে পুনরায় ঋতুবতী হবে ও পবিত্র হবে। তখন ইচ্ছা করলে সে তাকে রেখে দিবে অথবা সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। এটাই হ'ল তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য ইদ্দত, যা আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন'।[৬৩] ছহীহ বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে 'ঋতুকালীন অবস্থার উক্ত তালাককে আমার উপর এক তালাক গণ্য করা হয়' *(বুখারী হা/৫২৫৩)*। অর্থাৎ সেটি রাজ'ঈ তালাক। আবুদাঊদ-এর বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) স্ত্রীকে আমার নিকটে ফিরিয়ে দিলেন এবং 'তিনি এটাকে কিছুই গণ্য করলেন না'। অতঃপর বললেন, যখন সে পবিত্র হবে, তখন তাকে তালাক দাও অথবা রেখে দাও' *(আবুদাঊদ হা/২১৮৫)*।

অর্থাৎ ইবনু ওমর (রাঃ) ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রীকে তালাক দিলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে ফিরিয়ে নিতে বলেন এবং 'তিনি এটাকে কিছুই গণ্য করেননি' *(আবুদাঊদ হা/২১৮৫)*। কেননা এটি নিয়ম বহির্ভূত ছিল। নিয়ম হ'ল স্ত্রীকে তার পবিত্রতার শুরুতে সহবাসহীন অবস্থায় তালাক দিবে।[৬৪] অনুরূপভাবে সুন্নাতী তরীকার বাইরে একসাথে তিন তালাক দিলে তাকে কিছুই গণ্য করা হবে না। অথবা কেবল এক তালাকে রাজ'ঈ গণ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ)-এর নিজস্ব রায় একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার পক্ষে ছিল বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পরে তার উক্ত রায় হ'তে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করেন' (যেমন উপরে উল্লেখিত ছহীহ বুখারীর অপর বর্ণনায় *(হা/৫২৫৩)* ঋতুকালীন তালাককে এক তালাক গণ্য করার কথা এসেছে)।[৬৫] তাছাড়া 'ছাহাবীর মরফূ রেওয়ায়াত তার নিজস্ব মতামতের বিপরীতে গ্রহণীয় হয়ে থাকে'।[৬৬]

---

৬৩. বুখারী হা/৫২৫১; মুসলিম হা/১৪৭১; মিশকাত হা/৩২৭৫ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ); বুলূগুল মারাম হা/১০৭০।
৬৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৬, ২/২৭৩ পৃ. 'হিল্লা বিয়ে' অনুচ্ছেদ।
৬৫. মুহাল্লা ৯/৩৯৪ পৃ. টীকা-১।
৬৬. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৬ পৃ.।

(গ) এটা বিদ'আত বলে গণ্য হবে, আর বিদ'আত সর্বদা প্রত্যাখ্যাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ– 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে বিষয়ে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৬৭] তাছাড়া وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِىْ النَّارِ– 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। আর ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'।[৬৮]

**মন্তব্য :** যেহেতু একত্রিত তিন তালাক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বহির্ভূত, সেহেতু তা বিদ'আত ও প্রত্যাখ্যাত। তবে وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا 'কিছুই গণ্য করেননি' অর্থ বিচ্ছিন্নকারী তালাক হিসাবে গণ্য করেননি। বরং এক তালাকে রাজ'ঈ হিসাবে গণ্য করেছেন, যা বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে *(বুখারী হা/৫২৫৩)* এবং যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, هَذَا قَوْلٌ مُبْتَدَعٌ لاَ يُعْرَفُ لِقَائِلِهِ سَلَفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ– 'কিছুই পতিত হবে না' কথাটি সম্পূর্ণ নতুন কথা। ছাহাবা ও তাবেঈনের কারু নিকট থেকে এরূপ কথা জানা যায়নি'।[৬৯]

**২য় পক্ষের দলীল সমূহ (حجج الفريق الثانى) :**

এই দল বলেন, একত্রিত তিন তালাকে তিন তালাকই সাথে সাথে পতিত হবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি গোনাহগার হবে (وَكَانَ عَاصِيًا)। অবশ্য ইমাম যুফার-এর মতে তিন তালাক পতিত হবে না। বরং পৃথক পৃথকভাবে পতিত হবে। কেননা একত্রিত তিন তালাক দেওয়া বিদ'আত। আর বিদ'আত হ'ল সুন্নাতের বিপরীত' (يقع الثلاث فى الحال خلافًا لزفر لأنه بدعىّ وهو ضد السنىّ)।[৭০]

---

৬৭. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

৬৮. নাসাঈ হা/১৫৭৮ 'ঈদায়নের খুৎবা কিভাবে দিতে হবে' অনুচ্ছেদ, রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ), সনদ ছহীহ; ইবনু মাজাহ হা/৪৫; ইরওয়া হা/৬০৮।

৬৯. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া (কায়রো : ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.) ৩৩/৮২ পৃ.।

৭০. কুদূরী ১৫৪ পৃ.; হেদায়া ১/২২১ পৃ., ২/৩৫৫; ওবায়দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ ছাদরুশ শারী'আহ (মৃ. ৭৪৭ হি./১৩৪৬ খৃ.), শরহ বেকায়া, উমদাতুর রে'আয়াহ সহ (দেওবন্দ ছাপা, তাবি) ২/৬৩; মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃ. ১০১৪ হি.), মিরক্বাত (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি./২০০২ খৃ.), হা/৩২৯৩-এর আলোচনা, 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ; ঐ, (মুলতান ছাপা, পাকিস্তান, তাবি) ৬/২৯৩ পৃ.।

তারা কুরআনী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দেন এভাবে যে, কুরআনে উত্তম পন্থাটি বর্ণিত হয়েছে। তার অর্থ এটা নয় যে, এর বিপরীতটা করলে তালাক হবে না। কুরআনী নির্দেশের বিরোধী হ'লেও কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা, আছার ও ক্বিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ অবস্থায় তিন তালাক হবে।[৭১] যেমন-

**(১)** সূরা বাক্বারাহ ২৩০ আয়াতে বলা হয়েছে, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، 'অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তাহ'লে সে যতক্ষণ তাকে ব্যতীত অন্য স্বামী গ্রহণ না করে, ততক্ষণ উক্ত স্ত্রী তার জন্য সিদ্ধ হবে না'।

অত্র আয়াতে একত্রিত তিন তালাক বা পৃথক পৃথক তিন তালাক বলে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।[৭২] তাছাড়া ২২৯ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ– 'যারা আল্লাহ্র সীমারেখা অতিক্রম করে, তারা যালেম' এবং সূরা তালাকের ১ম আয়াতে বলা হয়েছে, وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সীমারেখা লংঘন করে, সে তার নিজের উপর যুলুম করে'। কিন্তু একত্রিতভাবে তিন তালাক দেওয়াকে 'হারাম' বলা হয়নি।[৭৩] অতএব এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাক-ই পতিত হবে।

**জবাব :** (ক) সূরা বাক্বারাহ ২২৯-৩০ এবং সূরা তালাক ১-২ আয়াত ইদ্দত অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে তালাক দেওয়ার স্পষ্ট দলীল। (খ) ছহীহ হাদীছ সমূহে পৃথক পৃথকভাবে তালাক দেওয়ার স্পষ্ট বিধান ও ব্যাখ্যা এসেছে।

---

৭১. আল-ফিক্বহুল ইসলামী ৭/৪১০ পৃ.।

৭২. যা-দুল মা'আদ ৫/২৩০ পৃ.।

৭৩. আলী বিন সুলতান বিন মুহাম্মাদ ওরফে মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (হেরাত, খোরাসান বর্তমান আফগানিস্তান, মৃ. ১০১৪ হি./১৬০৫ খৃ.) আল-মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতুল মাছাবীহ (মুলতান, পাকিস্তান, মাকতাবা এমদাদিইয়াহ, তাবি) হা/৩২৯২-এর আলোচনা, ৬/২৯৩ পৃ.।

(গ) সীমালংঘন করাটাই নিষিদ্ধ হওয়ার বড় দলীল। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ- فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ- 'তবে তাদের স্ত্রীগণ ও মালিকানাধীন দাসীরা ব্যতীত। কেননা এতে তারা নিন্দিত হবে না'। 'অতএব যারা এদের ব্যতীত অন্যদের কামনা করবে, তারা হবে সীমালংঘনকারী' *(মুমিনূন ২৩/৬-৭)*। এর অর্থ কি তাহ'লে সীমালংঘনের মাধ্যমে অন্য মহিলার সাথে যেনা করা হালাল হবে? (নাঊযুবিল্লাহ)।

(ঘ) তালাক দিলেই যদি স্ত্রী হারাম হয়ে যায়, তাহ'লে উক্ত আয়াতের অধীনে ঋতু অবস্থার তালাক, সহবাসকৃত পবিত্র অবস্থার তালাক গণ্য হবে কি? নিশ্চয়ই হবে না। তাহ'লে এক মজলিসে তিন তালাক কিভাবে গণ্য হবে?

**(২)** 'ওয়াইমির 'আজলানী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপস্থিতিতে তাঁর নির্দেশের পূর্বেই স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দেন।[৭৪] এক্ষণে যদি এক সাথে তিন তালাক দেওয়াটা গুনাহের কাজ হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা স্বীকার করে নিতেন না।

**জবাব :** এখানে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ ছিল এবং এটি লে'আনের ঘটনা ছিল। নিয়ম হ'ল, উভয়পক্ষে লে'আন হ'লে সাথে সাথে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। পৃথকভাবে তালাক দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। অতএব সাধারণ অবস্থার তালাকের সঙ্গে লে'আনকে তুলনা করা চলে না। এ সময় 'তিন তালাক' বলাটা বাহুল্য কথা মাত্র। তাছাড়া ছহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশের আগেই তিনি তিন তালাক দেন'। অতএব এ যুক্তি ধোপে টিকে না।

**(৩)** আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রিফা'আহ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেন। অতঃপর স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করে। কিন্তু সেখানেও তালাকপ্রাপ্তা হয়। তখন ঐ মহিলা তার পূর্ব স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহিত হ'তে পারবে কি-না,

৭৪. বুখারী হা/৪৭৪৫; মুসলিম হা/১৪৯২; মিশকাত হা/৩৩০৪ 'লি'আন' অনুচ্ছেদ, রাবী সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ)।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস করবে'।[৭৫]

**জবাব :** উক্ত হাদীছে এক মজলিসে তিন তালাকের কথা নেই। বরং সে তাকে স্বাভাবিক নিয়মে তিন তোহরে তিন তালাক দিয়েছিল বলেই বুঝতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় 'বায়েন তালাক' বলতে তিন তোহরে তিন তালাকই বুঝাতো।

**(৪)** আবু হাফ্ছ ইবনুল মুগীরাহ আল-মাখযূমী তার স্ত্রী ফাতেমা বিনতে ক্বায়েসকে তিন তালাক দিয়ে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ)-এর সাথে ইয়ামন চলে যান। তখন উক্ত স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন ইদ্দত পালনকালে তার খোরপোষ সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই সময়ে তার জন্য কোন খোরপোষ নেই (لاَ نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً)। তবে যদি তুমি গর্ভবতী হও' (অর্থাৎ সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তুমি খোরপোষ পাবে)।[৭৬]

**জবাব :** (ক) অত্র হাদীছে এক মজলিসে তিন তালাকের কোন কথা নেই। বরং অন্য বর্ণনায় 'আলবাত্তাতা' (الْبَتَّةَ) শব্দ এসেছে *(মুসলিম হা/১৪৮০ (৩৬)*। যা দ্বারা বায়েন তালাক বুঝানো হয়। আর তিন তালাক বায়েন প্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য স্বামীর পক্ষ হ'তে কোন খোরপোষের দায়িত্ব নেই।

(খ) ছহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় পরিষ্কার এসেছে اَخِرَ ثَلاَثِ تطليقاتٍ 'শেষ তৃতীয় তালাক' বলে *(হা/১৪৮০ (৪০)*। অতএব এটি যে তিন মাসে তিন তালাক ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই'।[৭৭] অতএব এর মধ্যে একসাথে তিন তালাক প্রদানের কোন দলীল নেই।

**(৫)** 'উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) বলেন, আমার দাদা তার স্ত্রীকে একসঙ্গে এক হাযার তালাক দেন। তখন আমার আব্বা রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে

৭৫. বুখারী হা/২৬৩৯; মুসলিম হা/১৪৩৩; মিশকাত হা/৩২৯৫ রাবী আয়েশা (রাঃ)।
৭৬. মুসলিম হা/১৪৮০ (৪১); আবুদাঊদ হা/২২৯০; মিশকাত হা/৩৩২৪ রাবী ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ)।
৭৭. যা-দুল মা'আদ ৫/২৪০ পৃ.।

গেলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার দাদা তালাক দেওয়ার সময় আল্লাহকে ভয় করেনি। তার অধিকারে মাত্র তিনটি তালাক। বাকী ৯৯৭টি বাড়াবাড়ি ও যুলম হয়েছে। আল্লাহ চাইলে তাকে আযাব দিবেন, চাইলে ক্ষমা করবেন'।

**জবাব :** হাদীছটি 'যঈফ' ও 'মওযূ'।[৭৮]

**(৬)** আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দেন। অতঃপর বাকী দুই ঋতুর সময় বাকী দুই তালাক দিতে উদ্যত হন। এখবর রাসূল (ছাঃ)-এর কানে গেলে তিনি বলেন, হে আব্দুল্লাহ! এভাবে আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দেননি। নিশ্চয়ই তুমি নিয়মে ভুল করেছ (অর্থাৎ স্ত্রীকে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিতে হবে)। ...তখন ইবনে ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমি তিন তালাক দিতাম, তাহ'লে কি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারতাম? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। সে পৃথক হয়ে যেত এবং তোমার গোনাহ হ'ত'।

**জবাব :** হাদীছটি 'মুনকার'। ছহীহ হাদীছ সমূহে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে।[৭৯]

**(৭)** আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বিদ'আতী পন্থায় তালাক দিবে, আমরা তার বিদ'আতকে তার উপর অপরিহার্য করে দেব'।

**জবাব :** হাদীছটি 'মুনকার'।[৮০]

**(৮)** ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে বলেন, إِنْ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْا فِىْ أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ–

৭৮. দারাকুৎনী হা/৩৮৯৮ 'তালাক' অধ্যায় (তাহকীক : মাজদী বিন মানছূর, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.) হাদীছ যঈফ; সিলসিলা যঈফাহ হা/১২১১; মুহাল্লা ৯/৩৯২ পৃ. টীকা-১।

৭৯. দারাকুৎনী হা/৩৯২৯, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ); মুহাল্লা ৯/৩৯২ টীকা-৩; ইরওয়া হা/২০৫৪, ৭/১১৯ পৃ.।

৮০. দারাকুৎনী হা/৩৮৯৯, রাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ); মুহাল্লা ৯/৩৯৩ টীকা-১।

লোকেরা তালাকের ব্যাপারে ব্যস্ততা দেখাচ্ছে। অথচ এতে তাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এখন যদি কেউ এরূপ করে, তাহ'লে আমরা তার উপরে সেটা জারি করে দেব'।[৮১]

**জবাব :** এটি ছিল ওমর (রাঃ)-এর ইজতিহাদ ও অস্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা মাত্র। তা দ্বারা রাজ'ঈ তালাক-এর চিরন্তন কুরআনী পদ্ধতিকে বাতিল করা হয়নি। আর সে অধিকারও কোন মানুষের নেই। ওমর (রাঃ) এটি করেছিলেন লোকদের ভীত করার জন্য সাময়িক কঠোরতা হিসাবে। কিন্তু এতে তাঁর উদ্দেশ্য মোটেই সফল হয়নি। সেকারণ মৃত্যুর পূর্বে তিনি অনুতপ্ত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।[৮২]

উপরে বর্ণিত ওমর (রাঃ)-এর তালাক বিষয়ের ঘটনাটি ছাড়াও আরও অনেক ইজতিহাদী ঘটনা রয়েছে। যেমন মদ্যপায়ীকে তিনি ৮০ বেত মারেন। তার মাথা মুণ্ডন করেন ও দেশছাড়া করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্রেফ ৪০ বেত মেরেছিলেন।[৮৩] আবুবকর (রাঃ) জনৈক পায়ুকামীকে এবং আলী (রাঃ) তাঁকে 'আল্লাহ্র অবতার' দাবীকারী একদল যিন্দীককে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন। অথচ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কোন প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে নিষেধ করেছেন। ছাহাবায়ে কেরাম গর্ভাবস্থা দেখেই যেনার শাস্তি এবং মদের গন্ধ পেয়েই মদ্যপানের শাস্তি দিয়েছিলেন সাক্ষীর অপেক্ষা করেননি।[৮৪]

মদীনার বাজারে লোক সমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায় ওছমান গণী (রাঃ) জুম'আর দিন খুৎবার মূল আযানের পূর্বে 'যাওরা' বাজারে আরেকটি আযানের প্রচলন করেন।[৮৫] এমনিভাবে খেলাফতে রাশেদাহ্র যুগে সময় ও প্রেক্ষিত বিবেচনায় ইজতিহাদের ভিত্তিতে অনেক কিছু প্রশাসনিক নির্দেশ সাময়িকভাবে জারি

৮১. মুসলিম হা/১৪৭২ (১৫); আহমাদ হা/২৮৭৭; হাকেম হা/২৭৯৩, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।
৮২. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান (কায়রো : দারুত তুরাছিল 'আরাবী ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খৃ.) ১/২৭৬ পৃ.।
৮৩. 'আওনুল মা'বূদ শরহ সুনান আবুদাঊদ হা/২১৭১-এর ভাষ্য, রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ); ৬/২৪২ পৃ.।
৮৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরূত : দারুল জীল ১৯৭৩ খৃ.) ৪/৩৭২-৭৪; 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' (ডক্টরেট থিসিস) ১৯০ পৃ.।
৮৫. বুখারী হা/৯১২; তিরমিযী হা/৫১৬; মিশকাত হা/১৪০৪, রাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ)।

করা হয়েছিল। চিরস্থায়ী বিধান হিসাবে নয়। অথচ এলাহী বিধান চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।

**(৯)** ইবনু মাস'ঊদ ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা এসেছে যে, যদি কেউ তালাক দেয় একথা বলে যে, আমার স্ত্রীর উপর আসমানের তারকারাজির সংখ্যায় তালাক দিলাম। তাঁরা বলেন, এর দ্বারা কেবল প্রয়োজনীয় সংখ্যক তিন তালাকই পতিত হবে। বাকী সব অনর্থক হবে। ক্বাযী শুরাইহ (মৃ. ৭৮ হি.) বলেন, যদি কেউ পৃথিবীর সকল নারীর স্বামী হয় ও এভাবে তালাক দেয়, তবে তার উপরে সকল স্ত্রীই হারাম হয়ে যাবে।[৮৬]

**(১০)** ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য একটি 'আছারে' বলা হয়েছে যে, একত্রিত তিন তালাক দানকারী স্বামীকে তিনি বলতেন, যদি তুমি আল্লাহ্কে ভয় করতে, তাহ'লে তোমার জন্য তিনি একটা পথ বের করে দিতেন।[৮৭] অর্থাৎ তিন তালাক একত্রে দেওয়ার ফলে এখন তোমার জন্য সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

**জবাব :** এমনিতরো বহু 'আছার' মুওয়াত্ত্বা মালেক, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, দারাকুৎনী প্রভৃতিতে এসেছে। যার অধিকাংশ যঈফ, মুনকার, মওযূ' ও কয়েকটা 'ছহীহ' কিন্তু অগ্রহণযোগ্য। কারণ বুখারী ও মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকেই এর বিরোধী বক্তব্য এসেছে। যেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় এবং আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দুই বা তিন বছর একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত বলে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।[৮৮]

**ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর রায় পর্যালোচনা (مراجعة رأى ابن عباس رضـــ) :**

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে ত্বাঊস প্রমুখাৎ আবুছ ছাহবা বর্ণিত পূর্বে উল্লেখিত হাদীছ *(মুসলিম হা/১৪৭২ (১৫, ১৬)* আলোচনা শেষে শায়েখ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, একত্রিত তিন তালাক বিষয়ে ইবনু

৮৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭৮১১-১৩; দারাকুৎনী হা/৩৯০৩, সনদ যঈফ।
৮৭. ত্বাহাভী, শারহু মা'আনিল আছার হা/৪১৪৩; সনদ যঈফ ও মুনকার, মুহাল্লা ৯/৩৯৩ টীকা-৩।
৮৮. মুসলিম হা/১৪৭২ (১৫, ১৬); আহমাদ হা/২৮৭৭; আবুদাঊদ হা/২২০০।

আব্বাস (রাঃ)-এর দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়। এক- তিন তালাকই পতিত হবে। অধিকাংশ বর্ণনা এর পক্ষেই। দুই- একটিমাত্র তালাক পতিত হবে। যেমন ইকরিমা হ'তে ছহীহ সূত্রে আবুদাঊদ বর্ণনা করেন, إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا. بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِىَ وَاحِدَةٌ– 'যখন স্বামী এক সাথে বলবে, 'তোমাকে তিন তালাক' তখন তা একটি বলে গণ্য হবে' *(আবুদাঊদ হা/২১৯৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। কারণ এর পক্ষে ত্বাঊস প্রমুখ হ'তে মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে মরফূ ও ছহীহ হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আবুদাঊদ বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাঁর প্রথম মত হ'তে শোষোক্ত মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন' *(আবুদাঊদ হা/২১৯৮)*।[৮৯]

**যুক্তির দলীল (حجة العقل) :**

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্পষ্ট বিধান মওজুদ থাকতে সেখানে কারু কোন রায় বা যুক্তি চলে না। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

তালাকের স্পষ্ট বিধান পবিত্র কুরআনে মওজুদ থাকা সত্ত্বেও এবং রাসূল (ছাঃ)-এর যামানা, আবুবকর (রাঃ)-এর পুরা খেলাফতকাল এবং ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালের প্রথম দুই বা তিন বছর কুরআনী তালাকের বাস্তব প্রচলন থাকার পরেও একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক বায়েন গণ্য করার প্রথা চালু হয় মূলতঃ ওমর (রাঃ)-এর সাময়িক যুক্তির অনুসরণে। যা পূর্বের আলোচনায় বিধৃত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, আমরা কি যুক্তির অনুসরণ করব? না কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসরণ করব?

৮৯. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/২০৫৫-এর আলোচনা, ৭/১২১-২২ পৃ.।

ওমর ফারূক (রাঃ) নিজে হজ্জে তামাত্তুকে অপসন্দ করতেন। অথচ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হজ্জে তামাত্তু করেন। তখন লোকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, أَأَمْرَ أَبِى نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ 'আমার পিতার আদেশের আমরা অনুসরণ করব, না রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশের?'[৯০]

অনুরূপভাবে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ– 'দ্বীন যদি মানুষের রায় অনুযায়ী হ'ত, তাহ'লে মোযার উপরে মাসাহ করার চেয়ে মোযার নীচে মাসাহ করা অধিক উত্তম হ'ত'।[৯১]

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর প্রথম দিকের ফৎওয়া এবং ওমর (রাঃ)-এর প্রশাসনিক নির্দেশ-এর বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় তিন মাসে তিন তালাকের যে রীতি চালু ছিল, সেটাই মরফূ' হুকুমের মর্যাদা রাখে। অতএব অনুসরণের ব্যাপারে 'হক' সর্বদা অগ্রাধিকার যোগ্য (وَالْحَقُّ أَحَقُّ بِالْإِتِّبَاعِ)। অতঃপর তিনি বলেন, এমন কোন্ মুসলমান আছে যার জ্ঞান ও ইলম রাসূল (ছাঃ)-এর কথার উপরে কোন ছাহাবীর কথাকে অগ্রাধিকার দিবে?[৯২]

ওমর ফারূক (রাঃ) নিঃসন্দেহে ভাল নিয়তে কাজটি করেছিলেন ও তালাকের বাড়াবাড়ি বন্ধের জন্য আইনী কঠোরতা আরোপ করেছিলেন। শাসক হিসাবে এরূপ করার সাময়িক অধিকার ইসলামী আমীরদের রয়েছে। কিন্তু এটাতো মানতেই হবে যে, এলাহী বিধান চিরন্তন। তাই যত

৯০. তিরমিযী হা/৮২৩ 'তামাত্তু' অনুচ্ছেদ, রাবী সালেম বিন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)।
৯১. আবুদাঊদ হা/১৬২; মিশকাত হা/৫২৫; ছহীহাহ হা/১৮২।
৯২. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার, ৮/২৩ পৃ.
ثُمَّ أَيُّ مُسْلِمٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَحْسِنُ عَقْلُهُ وَعِلْمُهُ تَرْجِيحَ قَوْلِ صَحَابِيٍّ عَلَى قَوْلِ الْمُصْطَفَى؟ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ أَلْبَتَّةَ وَجَمْعِ الثَّلاَثِ وَاخْتِيَارِ تَفْرِيقِهَا–

কঠোরতাই দেখানো হৌক না কেন, দুর্বল মানুষ যেকোন সময় সীমালংঘন করতে পারে এবং বাস্তবে সেটাই হয়েছে। ফলে উক্ত কঠোরতার পরিণামে নিস্কৃতির পথ না পেয়ে তাহলীল-এর ন্যায় নোংরা পথ বেছে নিতে অনেক মুসলিম দম্পতি বাধ্য হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। অতএব আমাদের উচিত ছিল কুরআনী তালাক বিধানের দিকে ফিরে যাওয়া। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার কঠোর ও বিদ'আতী প্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের ওলামায়ে কেরাম নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করেছেন। যেমন-

**বিদ'আতী তালাকের পক্ষে যুক্তি সমূহ (إحتجاجات فى حماية الطلاق البدعى) :**

**(১)** পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মুফতী মুহাম্মাদ শফী স্বীয় তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে উক্ত আয়াতের সুন্দর আলোচনা শেষে 'একত্রে তিন তালাক' শিরোনামে বলেন, 'এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর এই যে, কোন কাজের পাপ কাজ হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না। অন্যায়ভাবে হত্যা করা পাপ হ'লেও যাকে গুলী করে বা কোন অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়, সে নিহত হয়েই যায়। এই গুলী বৈধভাবে করা হ'ল, কি অবৈধভাবে করা হ'ল, সেজন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। চুরি সব ধর্মমতেই পাপ, কিন্তু যে অর্থ-সম্পদ চোরাই পথে পাচার করা হয়, তা তো হাতছাড়া হয়েই যায়। এমনিভাবে যাবতীয় অন্যায় ও পাপের একই অবস্থা যে, এর অন্যায় ও পাপ হওয়া এর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। এই মূলনীতির ভিত্তিতে শরী'আত প্রদত্ত নীতি-নিয়মের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে প্রয়োজন ব্যতীত স্বীয় সমস্ত ক্ষমতাকে শেষ করে দেয়া এবং একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে নিস্কৃতি লাভ করা যদিও রাসূল (সাঃ)-এর অসন্তুষ্টির কারণ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এজন্য সমগ্র উম্মত একবাক্যে একে নিকৃষ্ট পন্থা বলে উল্লেখ করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েযও বলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয়, তবে এর ফলাফলও তাই হবে, বৈধ পথে অগ্রসর হ'লে যা হয়। অর্থাৎ তিন তালাক হয়ে যাবে এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহ বন্ধন নবায়নের সুযোগও আর

থাকবে না। হুযূর (সাঃ)-এর মীমাংসাই এ ব্যাপারে বড় প্রমাণ যে, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েও তিন তালাকই কার্যকরী করেছেন। হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ বহু ঘটনার বর্ণনা রয়েছে'।[৯৩]

**জবাব :** অথচ আমরা দেখতে পাই যে, কুরআনে বর্ণিত প্রথম দু'টি তালাককে তালাক বলা হ'লেও তা বন্দুকের গুলীর মত ছিল না। বরং তা ছিল রাজ'ঈ তালাক। যা দিলে স্ত্রীকে ফেরৎ পাওয়া যায়। অথচ বন্দুকের গুলীতে কারু রাজ'আত হয় না বরং মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ) অসন্তুষ্ট হ'লেও তিন তালাক কার্যকরী করেছেন- এমন কোন বিশুদ্ধ দলীল কোথাও নেই, যা ইতিপূর্বের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে।

**(২)** পাকিস্তানের অন্যতম খ্যাতনামা আলেম ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর মাওলানা মওদূদী স্বীয় তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে উক্ত বিষয়ের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, 'এর উপমা দেওয়া যায় এভাবে যে, কোন এক পিতা তার ছেলেকে তিন শত টাকা দিয়ে বললেন ঃ তুমিই এ টাকার মালিক, যেভাবে ইচ্ছা তুমি এ টাকা খরচ করতে পার। এরপর তিনি তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন ঃ যে অর্থ আমি তোমাকে দিলাম তা তুমি সতর্কতার সাথে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে খরচ করবে, যাতে তা থেকে যথাযথ উপকার পেতে পার। আমার উপদেশের তোয়াক্কা না করে তুমি যদি অসতর্কভাবে অন্যায় ক্ষেত্রে তা খরচ করো কিংবা সমস্ত অর্থ একসাথে খরচ করে ফেল তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর আমি খরচ করার জন্য আর কোন টাকা পয়সা তোমাকে দিব না। এখন পিতা যদি এই অর্থের পুরোটা ছেলেকে আদৌ না দেয় তাহলে সে ক্ষেত্রে এসব উপদেশের কোন অর্থই হয় না। যদি এমন হয় যে, উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়াই ছেলে তা খরচ করতে

৯৩. মুফতী মুহাম্মাদ শফী (১৯৩০-১৯৮৪ খৃ.) জন্ম : সাহারানপুর, ইউপি, ভারত। দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে চলে যান। অতঃপর ১৯৫১ সালে পাকিস্তানে দারুল উলূম করাচী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৯৬ হি./১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে করাচীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রায় দেড় শতাধিক বই লেখেন। মৃত্যুর চার বছর আগে উর্দূ ভাষায় ৮ খণ্ডে তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন শেষ করেন।
বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষেপায়িত তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (১৯৩৫-২০১৬ খৃ.), (প্রকাশক : বাদশাহ ফাহ্দ কুরআন কমপ্লেক্স, মদীনা মুনাউওয়ারাহ ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খৃ.) ১২৮ পৃ.।

চাচ্ছে, কিন্তু টাকা তার পকেট থেকে বেরই হচ্ছে না, অথবা পুরো তিন শত টাকা খরচ করে ফেলা সত্ত্বেও মাত্র একশত টাকাই তার পকেট থেকে বের হচ্ছে এবং সর্বাবস্থায় দুইশত টাকা তার পকেটেই থেকে যাচ্ছে, তাহলে এই উপদেশের আদৌ কোন প্রয়োজন থাকে কি?'।[৯৪]

**জবাব :** এই উপদেশের প্রয়োজন আছে এজন্য যে, আল্লাহ চাচ্ছেন না সে তিন তালাক এক সঙ্গে দিয়ে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিক। বরং তিনি চাচ্ছেন স্বামী ভেবে-চিন্তে তিন মাসে তিন তালাক দিক। দুই তালাক দেওয়ার পরেও তৃতীয় তালাকটি হাতে রেখে দিক, যাতে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য! মাওলানা তিনটি তালাককে তিনশত টাকার সাথে তুলনা করেছেন। টাকা যদি হারিয়ে যায় বা কেউ চুরি বা ছিনতাই করে নেয়, বা কাউকে হাদিয়া দেওয়া হয়, তাহ'লে কি টাকার উপরে কোন মালিকানা থাকে? এছাড়া টাকা একটি বস্তু মাত্র, যা ফেলে দিলে চুকে গেল। কিন্তু তালাক কি তাই? তালাকের নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি আছে, যা না মানলে সেটি তালাক হিসাবে গণ্য হয় না। তাছাড়া এর সঙ্গে দু'টি জীবন, সংসার ও সন্তান পালনের দায়বদ্ধতা জড়িত আছে। একে ফেলনা মনে করার কোন অবকাশ নেই।

সেযুগে একসাথে তিন তালাক দেওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে কি খেলা করা হচ্ছে? *(নাসাঈ হা/৩৪০১)*। এযুগে আমরা কি সেটাই করছি না? রাসূল (ছাঃ)-এর এই ক্রোধকে সোজা অর্থে গ্রহণ না করে আমরা বাঁকা অর্থে গ্রহণ করেছি এবং তাঁর ক্রোধের কারণ একত্রিত তিন তালাককে আমরা তিন তালাকই গণ্য করেছি। কাল ক্বিয়ামতের মাঠে রাসূল (ছাঃ) যদি ক্রুদ্ধ হয়ে শাফা'আত না করেন, তখন বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম কি জওয়াবদিহী করবেন, ভেবে দেখেছেন কি?

---

৯৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খৃ.), তাফহীমুল কুরআন, অনুবাদ : মাওলানা মুজাম্মিল হক (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ ১৯৯৭ খৃ.), ১৭/২১০ পৃ.।

উল্লেখ্য যে, মাওলানা মওদূদী স্বীয় তাফহীমুল কুরআনে সূরা তালাক ১ম আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেছেন[৯৫] এবং একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার পক্ষে ৩টি হাদীছ ও অন্যূন ১১টি আছার পেশ করেছেন। পেশকৃত হাদীছ সমূহের মধ্যে তিনটিই 'যঈফ' ও 'মুনকার'। এরপর ছাহাবায়ে কেরামের উক্তি বা 'আছার'গুলির প্রায় সবই মুছান্নাফে আবদুর রাযযাক, মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ, মুওয়াত্ত্বা, দারাকুৎনী, আবুদাঊদ, ত্বাহাভী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। যার মধ্যে (ক) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে চারটি আছার-এর তিনটি 'ছহীহ' ও একটি 'যঈফ' (খ) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে দু'টি আছার-এর একটি 'যঈফ' ও একটি 'ছহীহ' (গ) হযরত ওছমান ও আলী (রাঃ) থেকে দু'টি আছার-এর একটি 'যঈফ' ও একটি 'মওযূ' বা জাল। বাকীগুলির অবস্থাও অনুরূপ। যে সমস্ত আছার ছহীহ সূত্রে বর্ণিত সেগুলি বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত ছহীহ মওকূফ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। মাওলানা মওদূদী ওমর (রাঃ)-এর যুগের শেষ দিকের কথিত ইজমা দ্বারা রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর যুগের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহকে অগ্রহণযোগ্য বলতে চেয়েছেন।[৯৬] যা নিতান্তই অযৌক্তিক ও দুঃখজনক।

পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ও বুখারী-মুসলিম সংকলিত ছহীহ মরফূ হাদীছগুলি, যেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমরের যুগের প্রথম দুই বা তিন বছরে একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত। তার পক্ষে মাওলানা কোন কথা বলেননি। তিনি বিদ'আতী তালাকের পক্ষে যুক্তি পেশ করলেও কুরআন ও সুন্নাতে নববীর পক্ষে যুক্তি পেশ করেননি। বরং ছহীহ হাদীছ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'কিন্তু কয়েকটি কারণে এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়'। অতঃপর তিনি কয়েকটি দুর্বল, উদ্ভট ও বিস্ময়কর যুক্তি পেশ করেছেন *(ঐ, ২০৩-৪ পৃ.)*। অথচ তাঁর ও তাঁর দলের আন্দোলন ছিল দেশে কুরআন ও সুন্নাহ্র হুকুমত কায়েম করা। কিন্তু তাঁর লেখনী পরিচালিত হয়েছে মাযহাবী তাক্বলীদের পক্ষে এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র বিপক্ষে।

---

৯৫. ঐ, ১৭/১৯৯-২১০ পৃ.।
৯৬. ঐ, ১৭/২০৩-৪ পৃ.।

**(৩)** মেশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদক মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদের পরিশিষ্টে 'একসাথে তিন তালাক' শীর্ষক আলোচনায় বলেন, মাহমুদ বিন লবীদের হাদীছ (১৮নং) হইতে বুঝা যায় যে, একসাথে তিন তালাক দেওয়া বেদাআত ও হারাম। তাবেয়ীনদের মধ্যে হজরত তাউছ ও ইকরেমা বলেন, যেহেতু ইহা সুন্নাতের বিপরীত অতএব ইহাকে সুন্নাত অনুসারে এক তালাকই (রজয়ী) গণ্য করিতে হইবে। ছাহাবীদের মধ্যে হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাছ বলেন, রছুলুল্লাহ *ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া ছাল্লাম* ও আবুবকর ও ওমরের খেলাফতের দুই বছর কাল (একসাথে) তিন তালাক এক তালাকই ছিল। অতঃপর হজরত ওমর বলিলেন,.. সুতরাং এখন হইতে আমাদের ইহাকে (তিন তালাক রূপে) কার্যকরী করিয়া দেওয়াই উচিত'। রাবী বলেন, 'অতঃপর তিনি উহাকে কার্যকরী করিয়া দিলেন।

কিন্তু জম্হুরে ছাহাবা, তাবেয়ীন ও ইমামগণ সকলেই বলেন, একসাথে তিন তালাক দেওয়া বেদাআত ও গোনাহ্র কাজ, তবে ইহাতে তিন তালাকই হইয়া যাইবে' *(পৃ. ৩১৯)*।... মোটকথা, এ আলোচনা দ্বারা... দেখা গেল যে, ইহার উপর মুজতাহিদ ছাহাবীগণের ইজমা হইয়া গিয়াছে এবং পরবর্তী ইমামগণও ইহার উপর একমত হইয়াছেন' *(পৃ. ৩২০)*।[৯৭]

**জবাব :** ইজমা-এর দাবী অগ্রহণযোগ্য। কেননা 'ইজমা' বলতে উম্মতের ঐক্যমত বুঝায়। অথচ সকল ছাহাবী এ বিষয়ে একমত হননি। যা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। দ্বিতীয়তঃ ইজমায়ে ছাহাবা সুন্নাতে নববীকে বাতিল করতে পারে না। তৃতীয়তঃ পরবর্তী সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত হওয়ার ধারণা ভিত্তিহীন। অতএব ইজমা-র দাবী ও অনুবাদকের যুক্তি দু'টিই অগ্রহণযোগ্য।

**(৪)** বোখারী শরীফের বাংলা অনুবাদক মাওলানা আজিজুল হক 'বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ' শিরোনামে বলেন, 'এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক প্রবর্তিত হওয়া ইহাই পূর্বাপর সকল ইমামগণের স্থির সিদ্ধান্ত।... বিশিষ্ট ইমামগণের

৯৭. মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী, নোয়াখালী (১৯০০-১৯৭২ খৃ.), বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৭ খৃ.) ৬/৩১৯-২০ পৃ.।

পর উক্ত বিষয়ে ভিন্ন মতামতও দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুর্বল ও সমর্থনহীন এবং অতি ক্ষুদ্র একটি লা-মজহাবী উপদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দুঃখের বিষয় আখেরী যামানার ধর্মীয় বিপর্যয়ের স্রোতে ঐ দুর্বল মতামতও ভাসিয়া আসিয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সহজ সুলভ হওয়ায় তাহাও এক শ্রেণীর লোকের সহায়তা পুষ্ট হইয়া বহু মুখের চর্চার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে'।[৯৮]

ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'এ স্থলে একটি বিষয় অতি সুস্পষ্ট যে, এক সঙ্গে তিন তালাক যদি শুধু এক তালাক গণ্য হইত, তবে এখানে হযরতের ঐরূপ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কোন কারণই ছিল না; এক তালাক দেওয়ার কোন ঘটনায় হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐরূপ রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কোথাও দেখা যায় না। ...সুতরাং একত্রে তিন তালাক দেওয়া কোরআনের বিধানে প্রাপ্ত অধিকার অনাবশ্যক প্রয়োগ করাই সাব্যস্ত হয়, যাহা কোরআন নিয়া খেলা করারই নামান্তর। কিন্তু খেলা করতঃ কাহারও উপর আঘাত করিলে সেই আঘাতের পরিণাম প্রতিক্রিয়া অবশ্যই প্রবর্তিত হয় এবং সেই জন্যই ঐরূপ খেলা রাগ ও অসন্তুষ্টির কারণ হইয়া থাকে' *(বঙ্গানুবাদ ঐ, ৯/৭১ পৃ.)*।

**জবাব :** 'পূর্বাপর সকল ইমামগণের স্থির সিদ্ধান্ত' কথাটি ভিত্তিহীন এবং স্রেফ আবেগতাড়িত।[৯৯] আর এ বিষয়ে যে ভিন্নমত ছিল এবং আছে, সেকথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাদেরকে 'লা-মজহাবী' উপদল বলে আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। তবুও প্রশংসা করতে হয় যে, তিনি তাদেরকে মুসলমানদের মধ্যকার একটি 'উপদল' বলেছেন। অন্যদের মত তাদেরকে 'বেদ্বীন' বলেননি।[১০০]

বরং তিনি নিজেই হাদীছ নিয়ে খেলা করেছেন। কেননা আমরা দেখে এসেছি যে, একসাথে তিন তালাক দেওয়ায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে

৯৮. মাওলানা আজিজুল হক (১৯১৯-২০১২ খৃ.) লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ; বঙ্গানুবাদ : বোখারী শরীফ (ঢাকা : রশিদিয়া লাইব্রেরী, ৪/৫ চক সার্কুলার রোড, ঢাকা-১২১১, ৯/৭০ পৃ.; ঐ, (ঢাকা : হামিদিয়া লাইব্রেরী, ৫ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.) ৬/১৬৭ পৃ.।

৯৯. অত্র বই 'চার ইমামের প্রতি সম্বন্ধ পর্যালোচনা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১০০. দ্রষ্টব্য : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ডক্টরেট থিসিস, ৩য় অধ্যায়, শিরোনাম : 'আহলেহাদীছ বিভিন্ন নামে' টীকা সমূহ-২, টীকা-৫৯ (ক)।

এক তালাক গণ্য করেছেন।[১০১] অথচ শায়খুল হাদীছ নিজের থেকে যুক্তি দিয়েছেন, 'খেলা করতঃ কাহারও উপর আঘাত করিলে সেই আঘাতের পরিণাম প্রতিক্রিয়া অবশ্যই প্রবর্তিত হয়'। এরূপ যুক্তি দিয়ে হাদীছ রদ করার অধিকার তাঁকে কে দিল? অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ ও কর্ম তার বিপরীত। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ক্রোধকে পরোয়া না করলেও আমরা আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের ক্রোধ থেকে বাঁচতে চাই।

**(৫)** মাওলানা আশরাফ আলী থানভী বলেন, এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহাও তালাক। যেমন, যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে যে, তোকে তিন তালাক বা এইরূপ বলে 'তোকে তালাক' 'তোকে তালাক' 'তোকে তালাক', তবে তিন তালাক হইয়া বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে'।[১০২]

**জবাব :** তাঁর এই ফৎওয়া কুরআনের স্পষ্ট লংঘন। অতএব তা অগ্রহণযোগ্য।

**(৬)** মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম[১০৩] বলেন, স্বামী স্ত্রীকে এক সঙ্গে কিংবা সুন্নতী নিয়মে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখার কোনো উপায় থাকে না। সে তার জন্যে হারাম হয়ে যায়, হারাম হয়ে যায়- বলতে হবে- চিরতরে, তবে শরীয়তে একটি মাত্র উপায়ই উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তা হলোঃ 'সে স্ত্রীলোকটি অপর স্বামীকে বিয়ে করবে' *(বাক্বারাহ ২৩০)*। তারপর সেই দ্বিতীয় স্বামী যদি তালাক দেয় তার পরে যদি তারা পুনর্মিলিত হতে চায় এবং আল্লাহ্র বিধান কায়েম রাখতে পারবে বলে যদি মনে করে,

---

১০১. মুসলিম হা/১৪৭২; আবুদাঊদ হা/২১৯৬; বুলূগুল মারাম হা/১০৭৩-৭৪-এর ভাষ্য, ৩২২ পৃ.।

১০২. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (১৮৬৩-১৯৪৫ খৃ.) থানাভবন, উত্তর প্রদেশ, ভারত; বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর, অনুবাদ : মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৬-১৯৬৯ খৃ.) গওহরডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৯ম মুদ্রণ ১৯৯০ খৃ.), দ্বিতীয় ভলিউম, ৪/৩২ পৃ.।

১০৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭ খৃ.) কাউখালী, পিরোজপুর; পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর ছিলেন। পরে মতবিরোধ ঘটলে ১৯৭৮ সালে তিনি ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ (আই.ডি.এল) গঠন করেন ও তার চেয়ারম্যান হন। অতঃপর তিনি ১৯৭৬ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জীবন সন্ধ্যায় তিনি 'গণতন্ত্র' থেকে ফিরে আসেন এবং 'গণতন্ত্র নয়, জিহাদই কাম্য' বলে পুস্তিকা লেখেন। অতঃপর তিনি 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন' নামে ১৯৮৪ সালে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে আমৃত্যু তিনি ইসলামী ঐক্য আন্দোলন-এর চেয়ারম্যান ছিলেন।

তাহলে তাদের দু'জনের পুনরায় বিবাহিত হতে কোন দোষ নেই' *(পৃ. ৫৯৭, শিরোনাম : 'হীলা বিয়ে' জায়েয নয়)*।

'কিন্তু যদি রাগের বশবর্তী হয়ে অথবা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একসঙ্গে তিন তালাকই দিয়ে দেয়,...এরপর যে দুঃখ ও অনুতাপ জাগে স্বামীর অন্তরে, তার প্রতিকারের কোনো উপায়ই থাকে না তার হাতে। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, তিন তালাক দেওয়ার পরও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তারা বসবাস করতে থাকে। এ হচ্ছে সুস্পষ্টরূপে জ্বিনার অবস্থা, নিঃসন্দেহে তা' হারাম। তাই কোনো লোকেরই এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া উচিত নয়। এর পরিণাম তালাকদাতা স্বামীকেই ভোগ করতে হয়। আর সে পরিণাম অত্যন্ত দুঃখময়, নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় এবং অত্যন্ত মর্মান্তিক।'[১০৪]

**জবাব :** এক সঙ্গে তিন তালাক ও সুন্নাতী নিয়মে তিন মাসে তিন তালাককে তিনি সমান গণ্য করেছেন, যা ভুল। তিনি একসাথে তিন তালাকের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কিন্তু সেটি যে এক তালাকে রাজ'ঈ হবে এবং হালালভাবে পুনরায় তারা ঘর-সংসার করতে পারবে, সেকথা বলেননি।

**মন্তব্য :** উপরে বর্ণিত উপমহাদেশের বিখ্যাত ৬ জন হানাফী আলেমের সকলের একই মাযহাবী সুর। তাছাড়া এঁরা সবাই ছিলেন রাজনৈতিক আলেম। ভোটারদের মনস্তুষ্টিই ছিল তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ফলে অহি-র বিধানকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার অপচেষ্টা হয়েছে মাত্র। অথচ ঈমানের দাবী হ'ল, অহি-র বিধানের পক্ষে যুক্তি পেশ করা, বিপক্ষে নয়। অহেতুক বিতর্ক নয়, আজ্ঞাবহ হওয়া। কেননা কিতাব ও সুন্নাতের প্রতি অটুট আনুগত্যের মধ্যেই মুমিনের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নিহিত।

উল্লেখ্য যে, মাওলানা আবদুর রহীম 'এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রী তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায়' বললেও তিনি কিন্তু 'হীলা' বিয়ে জায়েয বলেননি। বরং 'হীলা বিয়ে জায়েয নয়' শিরোনামে আলোচনায়

১০৪. মাওলানা আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৩ খৃ.), ৫৯৭, ৫৯৬ পৃ.।

তিনি বলেছেন, হানাফী মাযহাবের লোকদের মতে এরূপ বিয়ে মকরুহ' *(পৃ. ৬০২)*। পরেই তিনি নিজস্ব মন্তব্যে বলেন, কিন্তু প্রথমোক্তদের মত যে এ ব্যাপারে খুবই শক্তিশালী এবং অকাট্য দলিলভিত্তিক তাতে সন্দেহ নেই। যে- 'তাহলীল' বিয়ে এবং 'হালালকারী' সম্পর্কে রসূলে করীম (সঃ) লা'নত ঘোষণা করেছেন, তাকে শুধু মকরুহ বলে ছেড়ে দেওয়া কিছুতেই সমীচীন হতে পারে না' *(পৃ. ৬০২)*।

তিনি আরও বলেন, এ হচ্ছে সম্পূর্ণ মনগড়া, নিজদের প্রয়োজনে আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত এক জঘন্য পন্থা। পরিভাষায় এরূপ বিয়েকে বলা হয় 'হিলার বিয়ে'। এ বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু অপর একজনের জন্যে স্ত্রীলোকটিকে হালাল করে দেওয়ার বাহানা করা। তার মানে এই যে, দ্বিতীয় বারে যে লোক বিয়ে করে তার মনে এ ভাব জাগ্রত থাকে যে, সে এ স্ত্রীলোকটিকে দাম্পত্য জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে বিয়ে করছে না। সে শুধু এক রাতের স্বামী। রাত শেষ হওয়ার পরেই সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে,... ঠিক স্ত্রীলোকটির মনেও এ অবস্থাও এ কথাই জাগ্রত থাকে।... বস্তুত এ চিন্তা ও এরূপ কথা যে কত লজ্জাষ্কর, কত জঘন্য, বীভৎস, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এরূপ কাজ কুরআন হাদীস সমর্থিত হতে পারে না, হতে পারে না ইসলামের উপস্থাপিত বিধান। অথচ তাই আজ নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে সমাজের যত্রযত্র, শরীয়ত সম্মত (?) বিধানরূপে!' *(পৃ. ৫৯৯)*।

মাওলানা কথা সবই বলেছেন। কিন্তু এর মূল কারণ যে একসাথে তিন তালাককে তিন তালাকে বায়েন গণ্য করা, সে বিষয়ে কিছু বলেননি। 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক পরবর্তীতে তাঁর 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন' বইটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়ার পিছনে মাওলানার উক্ত স্পষ্ট কথা দায়ী কি-না আল্লাহ ভাল জানেন। কেননা তাঁর 'সুন্নাত ও বিদয়াত' বইটির কারণে ভোট কমে যাওয়ার অজুহাতে তাঁকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'জামায়াতে ইসলামী' থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে।

## চার ইমামের প্রতি সম্বন্ধ পর্যালোচনা

## (مراجعة نسبة المسائل إلى الأئمة الأربعة)

এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার বিষয়টি অনুসরণীয় চার ইমামের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিষয়টিতে আমরা নিশ্চিন্ত নই। কেননা পরবর্তীকালে এমন বহু কিছু তাঁদের মাযহাব হিসাবে চালু হয়েছে, যে বিষয়ে তাঁদের থেকে কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা সূত্র নেই। কেননা চার ইমামের মধ্যে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ব্যতীত বাকী তিনজনের কেউই ফিক্বহী বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করে যাননি। এক্ষণে তাঁদের মাযহাব বলে গৃহীত মাসআলা সমূহের সংকলন হিসাবে যেসব বিরাট বিরাট ফিক্বহগ্রন্থ পরবর্তীকালে রচিত ও প্রচারিত হয়েছে, পরীক্ষায় দেখা যাবে যে, সেগুলিতে সংকলিত অধিকাংশ মাসআলা কিংবা সবগুলোই তাঁদের অনুসারী পরবর্তী বিদ্বানগণের রচিত। আবুল ফাৎহ মুহাম্মাদ বিন আবুল হাসান ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (মৃ. ৭০২ হি./১৩০৩ খৃ.) চার মাযহাবে প্রচলিত ছহীহ হাদীছ বিরোধী ফৎওয়া সমূহের একটি বিরাট সংকলন তৈরী করেছিলেন। যার শুরুতে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, أَنَّ نِسْبَةَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِلَى الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ حَرَامٌ– ‘মুজতাহিদ ইমামগণের প্রতি এইসব মাসআলাগুলিকে সম্পর্কিত করা হারাম’। কেননা এগুলির মাধ্যমে তাঁদের উপরে স্রেফ মিথ্যারোপ করা হয়েছে মাত্র। তিনি বলেন, وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْفُقَهَاءِ الْمُقَلِّدِيْنَ لَهُم مَعْرِفَتَهَا لِئَلاَّ يَعْزُوْهَا إِلَيْهِمْ فَيُكَذَّبُوا عَلَيْهِمْ– ‘মুক্বাল্লিদ ফক্বীহদের উপর ওয়াজিব হ’ল এগুলি জানা। যাতে বিষয়গুলি তাদের দিকে সম্পর্কিত না হয়ে যায় এবং তাদের উপর মিথ্যারোপ করা না হয়’।[১০৫] তাফ্তাযানী, শা‘রাবী, অলিউল্লাহ দেহলভী, মোল্লা মুঈন সিন্ধী, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী প্রমুখ বিদ্বানগণ সকলেই একথা স্বীকার করেছেন।[১০৬]

---

১০৫. ছালেহ বিন মুহাম্মাদ ফুল্লানী (১১৬৬-১২১৮ হি./১৭৫২-১৮০৩ খৃ.), পূর্বপুরুষ : ফুল্লান, সূদান; জন্ম ও মৃত্যু : মদীনা; ঈক্বায়ু হিমাম (বৈরূত : দারুল মা‘রিফাহ, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খৃ.) পৃ. ৯৯; ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ (ডক্টরেট থিসিস) ১৭২ ও ১৮০ পৃ. টীকা-৫৯।

১০৬. ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ (ডক্টরেট থিসিস) ১৮০-৮২ পৃ., টীকা-৬০।

(১) উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হানাফী আলেম আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪ হি./১৮৪৮-১৮৮৭ খৃ.) একত্রিত তিন তালাক সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এই অবস্থায় হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তিন তালাক পতিত হবে এবং 'তাহলীল' ব্যতীত তার সাথে পূর্ব স্বামীর পুনর্বিবাহ সিদ্ধ হবে না।

কিন্তু এমন যরূরী অবস্থায় যেমন স্বামীর নিকট থেকে উক্ত মহিলার পৃথক হওয়া কঠিন কিংবা তাতে ক্ষতির আশংকা বেশী, সেই অবস্থায় অন্য কোন ইমামের তাক্বলীদ করায় ক্ষতি নেই। যেমন এর দৃষ্টান্ত রয়েছে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর ক্ষেত্রে। এখানে হানাফীগণ ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মাযহাব (চার বছর)-এর উপরে আমল করা জায়েয মনে করেন। তবে তিন তালাকের ক্ষেত্রে এটাই উত্তম হবে যে, ঐ ব্যক্তি যেন কোন শাফেঈ আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিয়ে তার উপরে আমল করে'।[১০৭]

(২) অন্যতম ও সেরা হানাফী আলেম রশীদ আহমাদ গাংগোহী (১২৪৪-১৩২৩ হি./১৮২৯-১৯০৫ খৃ.) একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করেন এবং 'তাহলীল' ব্যতীত পুনর্বিবাহের কোন পথ খোলা নেই বলে ফৎওয়া দেন'। কিন্তু তাঁর নিজস্ব মত বা মাসলাক হিসাবে বর্ণনা করেন যে, যে মাসআলায় ছাহাবা ও মুজতাহিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, সে মাসআলায় নিজের তাহকীক অনুযায়ী বা কোন হকপন্থী মুজতাহিদ-এর তাক্বলীদকে অগ্রগণ্য মনে করে তার উপরে আমল করবে। বিরোধী মতকে কোনরূপ তিরষ্কার করবে না। বরং যরূরী অবস্থায় তার উপরে আমল করবে। এ কারণে এ দুর্বল বান্দা হানাফী মাযহাবের হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোন মাযহাবের অনুসারীকে তিরষ্কার করে না এবং নিজের মাযহাবকেও অযথা অন্যের উপরে প্রাধ্যন্য দিতে চেষ্টিত হয় না।... প্রয়োজনে শাফেঈ মাযহাবের উপরে আমল করায় কোন দোষ নেই। তবে সেটা যেন নফসের খাহেশ পূরণের উদ্দেশ্যে না হয়। বরং যদি শারঈ দলীলের ভিত্তিতে হয় তাহ'লে তাতে কোন দোষ নেই' *(ফাতাওয়া রশীদিয়াহ ৪৬২ পৃ.)*।

১০৭. ফাতাওয়া রশীদিয়াহ (করাচী : মুহাম্মাদ আলী কারখানায়ে কুতুব, তাবি) ৪৬২ পৃ.।

দেখা গেল যে, তালাকের ব্যাপারে উপরোক্ত হানাফী আলেমগণ তাদের অনুসারীদের হানাফী মাযহাবের ফৎওয়ার উপর আমল না করে শাফেঈ মাযহাবের উপর আমল করার উপদেশ দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি প্রশংসার যোগ্য।

**৩য় পক্ষের দলীল সমূহ (حجج الفريق الثالث) :**

এই দল বলেন, সহবাসকৃত নারীর উপরে তিন তালাক বর্তাবে ও সহবাসহীন নারীর উপরে এক তালাক বর্তাবে। তাঁদের দলীল নিম্নরূপ :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে তালাকের রীতি কেমন ছিল, আবুছ ছাহবা নামক জনৈক ব্যক্তির এমন একটি প্রশ্নের উত্তরে ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا جَعَلُوْهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوْا فِيْهَا قَالَ: أَجِيْزُوْهُنَّ عَلَيْهِمْ، رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ-

‘কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বেই তিন তালাক দিত, লোকেরা তাকে এক তালাক গণ্য করত। এই নিয়ম জারি ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকরের যামানায় এবং ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দিকে। অতঃপর যখন ওমর উক্ত ব্যাপারে লোকদের ব্যস্ততা দেখতে পান, তখন বলেন, একত্রিত তিন তালাককে ওদের উপরে জারি করে দাও’।[১০৮]

**জবাব :** উক্ত হাদীছে قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا অর্থাৎ ‘সহবাসের পূর্বেই’ বাক্যটি বর্ধিতভাবে সংযুক্ত। এ সম্পর্কে শায়খ আলবানী এ অংশটিকে ‘বর্ধিত ও অপরিচিত’ (وهي زيادة منكرة) বলেছেন।[১০৯] কেননা এই অংশটি একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ মুসলিম-এর রেওয়ায়াতের এবং আবুদাঊদের অন্য

১০৮. আবুদাঊদ হা/২১৯৯, হাদীছটি যঈফ; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৩৪।
১০৯. ইরওয়া হা/২০৫৫-এর আলোচনা।

বর্ণনার বিপরীত। যেখানে উক্ত বর্ধিত অংশটি নেই।[১১০] অতএব এর অর্থ হ'ল এই যে, সহবাসকৃত হউক বা না হউক সকল বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রে সে যুগে একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত।[১১১]

(২) ওমর (রাঃ) কর্তৃক তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার সিদ্ধান্তটি সহবাসকৃত নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আবুছ ছাহবা প্রমুখাৎ ইবনু আব্বাস বর্ণিত হাদীছটি সহবাসহীন নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এভাবেই উভয় হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব এবং এটাই ক্বিয়াসের অনুকূলে'।

**জবাব :** ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত আবুদাঊদের হাদীছের উক্ত অংশটি 'মুনকার' এবং হাদীছটি 'যঈফ'। যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর ওমর ফারূক (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তটি ইজতেহাদী। যা কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত শারঈ তালাক বিধানকে বাতিল করতে পারে না। অতএব এই দলের বক্তব্য দলীল সম্মত নয় এবং বিশুদ্ধ ক্বিয়াসেরও অনুকূলে নয়।

## ৪র্থ পক্ষের দলীল সমূহ (حجج الفريق الرابع) :

এই দল বলেন যে, একত্রিত তিন তালাক এক তালাকে রাজ'ঈ হিসাবে গণ্য হবে। ইদ্দতকালের মধ্যে রাজ'আতের মাধ্যমে এবং ইদ্দত শেষ হ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। তাঁদের দলীল সমূহ নিম্নরূপ :

(১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْا فِىْ أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর-এর যামানায় এবং ওমর-এর খেলাফতের প্রথম দু'বছর একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত। অতঃপর

১১০. মুসলিম হা/১৪৭২ (১৬); আবুদাঊদ হা/২২০০।
১১১. উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ইরওয়াউল গালীল হা/২০৫৫-এর আলোচনা, ৭/১২০-২২ পৃ.; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৩৪-এর আলোচনা।

ওমর বললেন, লোকেরা এমন এক বিষয়ে ব্যস্ততা দেখাচ্ছে, যে বিষয়ে তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। আমরা যদি এটা তাদের উপরে জারি করে দিতাম! অতঃপর তিনি এটা তাদের উপরে জারি করে দিলেন'।[১১২]

**মন্তব্য :** এ হাদীছে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, একত্রিত তিন তালাক এক তালাক বলে গণ্য হ'ত রাসূল (ছাঃ)-এর যামানা থেকেই। উক্ত সরল বিধান-এর অপব্যবহার দেখে ওমর ফারূক (রাঃ) কঠোরতা অবলম্বন করার মনস্থ করেন ও সে মতে আইন জারি করেন। রাষ্ট্রনেতা হিসাবে সামাজিক শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য তিনি সাময়িকভাবে এই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি এর দ্বারা আল্লাহ্র বিধানকে পরিবর্তন করেননি। বরং তালাক-এর বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ এটিকে ইজমা হিসাবে গণ্য করা যাবে না। কেননা কুরআনী নির্দেশ ও সুন্নাতের স্পষ্ট প্রমাণাদি ও ছাহাবীগণের সম্মিলিত আমল মওজূদ থাকতে তার বিরুদ্ধে ইজমা অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দাবী করলেও তা গ্রাহ্য হবে না।

(২) আবুছ ছাহবা একদিন ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন,

أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبِى بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ-

'আপনি কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর-এর যুগে এবং ওমর (রাঃ)-এর যুগের প্রথম তিন বছর (একত্রিত) তিন তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হ'ত? ইবনু আব্বাস বললেন, হ্যাঁ'।[১১৩]

(৩) মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) বলেন,

أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اَمْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقاتٍ جَمِيْعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بكتاب الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ أَقْتُلُهُ؟ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ-

১১২. মুসলিম হা/১৪৭২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৯।
১১৩. মুসলিম হা/১৪৭২ (১৬); আবুদাঊদ হা/২২০০।

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে খবর দেওয়া হ’ল যে, সে তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, মহান আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে খেলা করা হচ্ছে? অথচ আমি তোমাদের মাঝে বেঁচে আছি। একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি ওকে হত্যা করব না’?[১১৪]

**মন্তব্য :** কনিষ্ঠ ছাহাবী মাহমূদ বিন লাবীদ-এর উক্ত রেওয়ায়াতকে অনেকে ‘মুরসাল’ বলতে চেয়েছেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) দৃঢ়তার সাথে বলেন যে মাখরামাহ তার পিতা হ’তে শোনেননি। তবে তিনি তার পিতার লিখিত কিতাব হ’তে বর্ণনা করেছেন। ইবনু মাঈনও অনুরূপ বলেছেন। তাঁর থেকে ইমাম মুসলিম স্বীয় ছহীহ-তে কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতএব অত্র হাদীছ ‘মুরসাল’ নয়; বরং ‘মুত্তাছিল’। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী স্বীয় ‘বুলূগুল মারামে’ অত্র হাদীছকে ‘ছহীহ’ বলেছেন। তিনি বলেন যে, এর বর্ণনাকারীগণ ‘বিশ্বস্ত’ (رُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ)।[১১৫]

এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি তালাকের সংখ্যা ও পদ্ধতি নিয়ে খেলা করেছে। আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করেছে। কেননা রাজ‘ঈ তালাক হিসাবে এক বা দুই তালাক দেওয়াই হ’ল আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র বিধান। অথচ সে তা ছেড়ে তিন তালাক এক সাথে দিয়ে উক্ত বিধানকে হালকা করে দেখেছে। আর রাসূল (ছাঃ)-এর রাগের কারণ সেটাই। কিন্তু এর ফলে ‘তিন তালাকই প্রযোজ্য হয়েছিল’ এ দাবীর পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে একত্রিত তিন তালাককে এক তালাকে রাজ‘ঈ গণ্য করা হ’ত বলে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছে আমরা দেখে এসেছি।

(৪) কুরআনী আয়াত اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ‘তালাক দু’বার’ কথাটিই একত্রিত তিন তালাকের সরাসরি বিরোধী। কেননা এর অর্থ একটির পর একটি। শুধু

---

১১৪. নাসাঈ হা/৩৪০১; মিশকাত হা/৩২৯২।

১১৫. মুহাল্লা ৯/৩৮৮ টীকা, মাসআলা ১৯৪৫; যা-দুল মা‘আদ ৫/২২০-২১; বুলূগুল মারাম হা/১০৭২। ভাষ্যকার ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (১৯৪৩-২০০৬ খৃ.) বলেন, وَالْحَدِيثُ صَرِيحٌ بِتَحْرِيمِ الثَّلاَث– হাদীছটি একসাথে তিন তালাক পতিত হওয়া হারাম হওয়ার উপরে প্রকাশ্য দলীল’ *(ঐ, হা/১০৭২-এর ভাষ্য)*।

মৌখিক শব্দে নয়; বরং পদ্ধতি ও প্রকৃতিতে। কেননা 'মার্রাতা-ন' অর্থ দু'বার। দু'বার অর্থ একবারের পর দ্বিতীয় বার। অর্থাৎ সহবাসহীন পবিত্র অবস্থার শুরুতে প্রথম তালাক দিবে। অতঃপর একইভাবে দ্বিতীয়বার পবিত্র অবস্থার শুরুতে দ্বিতীয় তালাক দিবে। এই দুই তালাক রাজ'ঈ হবে। অর্থাৎ ইদ্দতকালের মধ্যে স্ত্রীকে বিনা বিবাহে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর ইদ্দতকাল শেষ হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিবে। আয়াতের সারকথা এটাই। এর অর্থ কখনোই এটি নয় যে, একত্রে দুই তালাক বললেই দুই তালাক হয়ে গেল। যেমন কুরআনে এসেছে, ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، 'অতঃপর তুমি তোমার দৃষ্টিকে ফিরাও দ্বিতীয়বার' ... *(মুল্ক ৬৭/৪)*। এর অর্থ প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার। অমনিভাবে আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ– 'একজন মহিলা যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে, রামাযানের ছিয়াম পালন করবে, তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, সে জান্নাতের দরজা সমূহের যেটা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করুক'।[১১৬]

উক্ত হাদীছে 'পাঁচ ছালাত' (صَلَّتْ خَمْسَهَا) অর্থ পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচ বার ফরয ছালাত সুন্নাতী তরীকায় আদায় করা। একত্রে পাঁচবার ছালাত ছালাত ছালাত বলা নয়। দ্বিতীয়তঃ সূরা তালাক্ব-এর ১ম আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে নবী! তোমরা স্ত্রীদের ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত গণনা করতে থাক' *(তালাক্ব ৬৫/১)* অর্থ তিন মাসে তিন তালাক গণনা করা। একত্রে তিনবার তালাক তালাক তালাক বলা নয়।

এক্ষণে একত্রিত তিন তালাক দিলে ইদ্দত গণনা করা ও সে অনুযায়ী তালাক দেওয়ার সুযোগ থাকে কি? এভাবে কুরআনী নির্দেশ লংঘন করে এক সাথে তিন তালাক দিলে সেটি শরী'আত সম্মত তিন তালাক হিসাবে গণ্য হ'তে পারে কি?

---

১১৬. আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৬/৩০৮; আলবানী, মিশকাত হা/৩২৫৪ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ; আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৩১, হাসান লিগায়রিহী; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৬৩, হাদীছ ছহীহ-আরনাঊত্ব।

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيْدَ أَبُوْ رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ فَقَالَ: إِنِّىْ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا وَتَلاَ يَاأَيُّهَا النَبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الأية، رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ- ح ٢١٩٦-

وَفِىْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيْدًا، قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا فَقَالَ: فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، قَالَ: فَرَاجَعَهَا- ح ٢٣٨٧-

‘আব্দু ইয়াযীদ আবু রুকানা স্বীয় স্ত্রী উম্মে রুকানাকে তালাক দেন। এতে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি জানি। ওটা এক তালাক হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও। অতঃপর তিনি সূরা তালাক্ব-এর ১ম আয়াতটি পাঠ করে শুনান।[১১৭] মুসনাদে আহমাদ-এর রেওয়ায়াতের শেষদিকে এসেছে, فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ: فَرَاجَعَهَا- ‘এটি এক তালাক ব্যতীত নয়। অতএব তুমি তাকে ফিরিয়ে নাও, যদি তুমি চাও’। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাকে ফিরিয়ে নেন’ *(আহমাদ হা/২৩৮৭)*। মুহাক্কিক শু‘আইব আরনাঊত্ব বলেন, সনদ ‘যঈফ’। অতঃপর তিনি বলেন, এতদসত্ত্বেও ইবনু তায়মিয়াহ স্বীয় ‘মাজমূ‘উল ফাতাওয়া’র মধ্যে এর সনদকে ‘জাইয়েদ’ বা উত্তম বলেছেন *(৩২/৩১১-১২)*। ইবনুল ক্বাইয়িম স্বীয় ‘যা-দুল মা‘আদ’-এর মধ্যে ও মুসনাদে আহমাদের ভাষ্যকার আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের একে ‘ছহীহ’ বলেছেন *(তা‘লীক্ব মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৮৭)*।

১১৭. আবুদাঊদ হা/২১৯৬ ‘হাসান’; ‘আওনুল মা‘বূদ ‘তালাক’ অধ্যায় ১০ অনুচ্ছেদ; আহমাদ হা/২৩৮৭; আবু ইয়া‘লা হা/২৫০০, মুহাক্কিক হোসাইন সালীম আসাদ বলেন, ‘এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত’ (رِجَالُهُ ثِقَاتٌ); যা-দুল মা‘আদ ৫/২২৯; ইরওয়া হা/২০৬৩-এর আলোচনা, ৭/১৪৪ পৃ.।

উল্লেখ্য যে, রুকানাহ তার উক্ত স্ত্রী সুহায়মাকে দ্বিতীয় তালাক দেন ওমর (রাঃ)-এর যামানায় এবং তৃতীয় তালাক দেন ওছমান (রাঃ)-এর যামানায়।[১১৮]

**মন্তব্য :** ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, রুকানার এ হাদীছকে অনেকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের কারণে। কিন্তু অনুরূপ সনদে তারাই আবার বিভিন্ন আহকাম বিষয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন।[১১৯] তবে অত্র হাদীছ সনদ ও মতন উভয় দিক দিয়ে ছহীহ সূত্রে ইবনু আব্বাস হ'তে বর্ণনা করেছেন আবুদাঊদ স্বীয় সুনানে *(হা/২১৯৬)* এবং আব্দুর রাযযাক স্বীয় 'মুছান্নাফে' *(হা/১১৩৩৪)*। ইবনু হাজার ফাৎহুল বারীর মধ্যে আবু ইয়া'লা হ'তে *(হা/৫২৫৬-এর আলোচনা, ৯/৩৬২ পৃ.)*। ভাষ্যকার ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, রুকানার ঘটনাটি এসেছে মুসনাদে আহমাদে *(হা/২৩৮৭)*। সেখানে বর্ণনাসূত্রে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক থাকায় অনেকে সেটিকে 'যঈফ' বলেছেন। কিন্তু তাঁর উপরে মুদাল্লিস হওয়ার যে দোষের কথা বলা হয়, সেটা এখানে নেই। কেননা তিনি তাঁর উপরের রাবীর নাম স্পষ্ট করেছেন। অতএব সনদটি দোষমুক্ত। ফলে হাদীছটি স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন (نَقِيَّةٌ صَافِيَةٌ)।[১২০]

উল্লেখ্য যে, আবুদাঊদ অন্য সূত্রে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যেখানে (الْبَتَّةَ) 'আলবাত্তাতা' শব্দ এসেছে *(হা/২২০৮, যঈফ)*। যার অর্থ 'নিশ্চিত তালাক'। রাসূল (ছাঃ) তাকে কসম করতে বলেন, তখন তিনি বলেন যে, আমি এক তালাকের নিয়ত করেছিলাম। ফলে রাসূল (ছাঃ) তাকে তার স্ত্রী ফেরৎ নিতে বলেন' *(আবুদাঊদ হা/২২০৮)*।

এক্ষণে প্রশ্ন : যদি ঐ ব্যক্তি একত্রিত তিন তালাক বায়েন দেওয়ার নিয়ত করত, তাহ'লে তাই-ই পতিত হ'ত। জবাব এই যে, হাদীছটি 'মুযত্বারিব'। তাছাড়া এটি ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীত হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। ইমাম আহমাদ বলেন, এর সকল সূত্রই 'যঈফ'। ইমাম বুখারীও একে 'যঈফ' বলেছেন।[১২১] আর বড় কথা হ'ল, সে যে নিয়তই করুক, রাসূল (ছাঃ) তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

১১৮. আবুদাঊদ হা/২২০৬; হাকেম হা/২৮০৮; মিশকাত হা/৩২৮৩।

১১৯. মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ আশ-শাওকানী, ছান'আ, ইয়ামন (১১৭৩-১২৫০ হি.), নায়লুল আওত্বার ৮/২১, শামেলাহ ৬/২৭৫ পৃ.।

১২০. বুলূগুল মারাম হা/১০৭৩-৭৪-এর ভাষ্য ৩২২, (৪২২) পৃ.।

১২১. যা-দুল মা'আদ ৫/২৪১; ইরওয়াউল গালীল হা/২০৬৩-এর আলোচনা দ্র. ৭/১৩৯-৪৫; মুবারকপুরী, বুলূগুল মারাম হা/১০৭৩, ১০৭৪-এর ভাষ্য।

## সার্বিক পর্যালোচনা

## (مراجعة عامة)

**১ম দলের বক্তব্য** পরিষ্কার। তাঁরা কুরআনী আয়াত সমূহ ও হাদীছ সমূহকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং বিদ'আতী তালাককে বাতিল গণ্য করেছেন। **২য় দলের বক্তব্যে** তাবীলের আশ্রয় স্পষ্ট। এখানে স্ব স্ব রায়-এর পক্ষে দলীলকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ওমর (রাঃ)-এর ইজতেহাদী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাময়িকভাবে জারি করা কঠোর প্রশাসনিক নির্দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। **৩য় দলের বক্তব্য** রেওয়ায়াত ও দিরায়াত-এর বিরোধী। **৪র্থ দলের বক্তব্য** কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগের সাথে সামঞ্জস্যশীল। অতএব ৪র্থ দলের বক্তব্যই গ্রহণীয়।

মিসর ও সিরিয়াতে শেষোক্ত দলের বক্তব্য সরকারী আইন হিসাবে স্বীকৃত। যেমন সিরীয় আইনের ৯১ ধারায় বলা হয়েছে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে তিনটি তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে। ৯২ ধারায় বলা হয়েছে যে, শাব্দিকভাবে হৌক বা ইঙ্গিতে হৌক কয়েকটি তালাক একত্রে মিলিতভাবে দিলে তদ্বারা একটির বেশী পতিত হবে না।[১২২]

১৯৬১ সালে পাকিস্তানে প্রবর্তিত মুসলিম পারিবারিক আইনেও এর স্বীকৃতি রয়েছে। বাংলাদেশেও উক্ত আইন সরকারীভাবে চালু আছে। যেমন বলা হয়েছে, '১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশে তালাক আল-আহসান বা তালাক আল-হাসানের সহিত তালাক আল-বিদাতের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। কারণ এই অর্ডিন্যান্সের বিধান অনুযায়ী তালাক যে প্রকারেই ঘোষণা করা হোক না কেন উহা সঙ্গে সঙ্গে বলবৎ হবে না। তালাক ঘোষণার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন

১২২. আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ ৭/৪০৭ পৃ.।

কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে যে দিন নোটিশ প্রদান করা হবে সেদিন হ'তে ৯০ দিন অতিবাহিত হবার পর তালাক বলবৎ হবে'।[১২৩]

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে বলা হয়েছে, 'যে কোন আকারে তালাক ঘোষণার পর যথাশীঘ্র সম্ভব বিষয়টি লিখিতভাবে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়্যারম্যানকে জানাতে হবে এবং চেয়াম্যানকে প্রদত্ত লিখিত নোটিশের এক কপি নকল অপর পক্ষকে (স্বামী বা স্ত্রী) দিতে হবে। এই নোটিশ দেয়ার বিধান অমান্য করলে এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তি হবে'।

তালাক যে পক্ষই দিক না কেন, যেদিন চেয়ারম্যানকে নোটিশ দেয়া হবে, সেদিন থেকে নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক বলবৎ হবে না। তবে স্বামী তালাক দিয়ে থাকলে এবং তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে নব্বই দিন এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত এ দু'টির মধ্যে যে মেয়াদটি দীর্ঘতর, সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তালাক বলবৎ হবে।

নোটিশ পাবার দিন হ'তে তিরিশ দিন সময়ের মধ্যে চেয়ারম্যান একটি শালিশী পরিষদ গঠন করবেন। চেয়ারম্যান, একজন স্বামীর প্রতিনিধি এবং একজন স্ত্রীর প্রতিনিধি এই তিন জনকে নিয়ে শালিশী পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মিটিয়ে তাদেরকে তালাক হ'তে বিরত থাকতে রাজী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্সের এই বিধানটি পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা নিসার ৩৫ নং আয়াতের নির্দেশ অনুসারে প্রণয়ন করা হয়েছে।[১২৪]

---

১২৩. এস,বি. রহিম, মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স, ২য় সংস্করণ ১৯৭৬ খৃ., ১৪৯ পৃ.; 7/(3) Takaq: Sub-section (5), a talaq,...shall not be effective until the expiration of **ninety days** from the day on which notice under sub-section (1) is delivered to the Chairman.
Modes of talaq: Talaq-i-bidaat, as in actual practice now-a-days, consists in the pronouncement of 3 talaqs in one sitting which immediately thereafter severs the marriage tie and the divorce becomes irrevocable (Talaq-i-bain). This form has its sanction under **Hanafi Law** and not recognised by the **Shia** as also the **shafi schools**. *The Muslim Family Laws Ordinance, 1961*, PP. 60-62.

১২৪. ওসমান গণি, মুসলিম আইন (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২য় সংস্করণ ১৯৭৩ খৃ.), পৃ. ১১৬-১৭। 7/(3) Talaq: (4) Within thirty days of the receipt of notice under sub-Section (1). The Chairman shall constitute an **Arbitration Council** for the purpose of bringing about a reconcilliation between the parties, and the Arbitration Council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation. *The Muslim Family Laws Ordinance, 1961*. pp. 60.

**একটি বিচারের নমুনা :**

মনে করুন ২য় দলের (হানাফী) ছেলের সাথে ৪র্থ দলের (আহলেহাদীছ) মেয়ের বিয়ে হ'ল। কিন্তু দু'বছর পরেই স্বামী তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিল এবং স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিল। অল্পদিন পরেই উভয়ের মধ্যে অনুশোচনা জাগলো এবং পুনর্বিবাহের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ২য় দলের ছেলের পিতা 'তাহলীল'-এর শর্ত আরোপ করেন। পক্ষান্তরে ৪র্থ দলের মেয়ের পিতা বিনা তাহলীলেই জামাইয়ের নিকটে মেয়েকে ফেরত দিতে চান। এমতাবস্থায় ইসলামী আদালতের বিচারক কি রায় দিবেন? কারণ ছেলে ও মেয়ের মাযহাব এক নয়। অথচ দু'টি জীবন মিলেই একটি সংসার। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মাযহাবকে অক্ষুণ্ন রাখতে গেলে সংসার জীবন বিপর্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় দেশের অধিকাংশ মুসলমান-এর গৃহীত (হানাফী) মাযহাব অনুযায়ী রচিত সংবিধান মোতাবেক যদি আদালত 'তাহলীল'-এর পক্ষে রায় দেন, তাহ'লে ৪র্থ দলের মেয়ের বাবা রাযী হবেন কি? এর মাধ্যমে তার ধর্মীয় অধিকার রক্ষিত হবে কি? নাকি আদালত দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী 'তাহলীল' ছাড়াই পুনর্বিবাহের আদেশ দিবেন? অধিকাংশের রায়-কে এড়িয়ে আদালত সে ঝুঁকি নিতে যাবেন কি-না, সেটাই বিচার্য বিষয়। দেশে ইসলামী বিধান জারি করতে ইচ্ছুক রাজনৈতিক দলগুলি বিষয়টি আগেই ফায়ছালা করুন।

**উপসংহার (خاتمة) :**

পরিশেষে বলা চলে যে, তালাক দু'বার অর্থ কেবল মুখে দু'বার বলা নয়; বরং সূরা বাক্বারাহ ও সূরা তালাক্বে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী ইদ্দত পালনের উদ্দেশ্যে তালাক দিতে হবে এবং ফিরে পাবার সকল সুযোগ খুলে রাখতে হবে। নইলে স্রেফ মুখে তালাক তালাক তালাক তিনবার বললে 'তালাকে বায়েন' হবে না। যেমন মুখে ছালাত ছালাত ছালাত পাঁচবার বললে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় হয় না।

ইতিপূর্বে বর্ণিত বিদ্বানগণের চারটি দলের মধ্যে প্রথম দল তালাকের সংখ্যাকে কোন গুরুত্ব দেননি। এতে তালাকের সংখ্যাগত গুরুত্বকে লঘু করে

দেখা হয়েছে। ২য় দল তালাক-এর সংখ্যাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এতে তালাকের নিয়ম-পদ্ধতিকে হালকা করে দেখা হয়েছে। ফলে তালাকের অন্তর্নিহিত সামাজিক উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়েছে এবং তালাকের কুরআনী পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। ৩য় দলের আলোচনা অগ্রহণযোগ্য। ৪র্থ দল সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে প্রচলিত তালাক বিধানের দিকে ফিরে গেছেন এবং তাতেই কল্যাণ বেশী।

**ফিরে চলুন কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে (ارجعوا إلى الكتاب والسنة) :**

যেহেতু বিদ্বানগণ একত্রিত তিন তালাক-এর ব্যাপারে মতভেদ করেছেন এবং কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়েছেন, সে কারণ আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যেতে হবে এবং নিরপেক্ষতার দাবীও সেটাই। তাছাড়া তাতে পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ নিঃসন্দেহে বেশী। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ط ذَالِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً– ‘অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ’লে বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম’ *(নিসা ৪/৫৯)*।

অতএব আসুন! আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাই এবং নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে শান্তিময় করে তুলি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। -আমীন!

কবি বলেন,

غَلَوتُمْ فِي دِيَانَتِكُم غُلُوّاً + يَضِيْقُ بِبَعْضِهِ الشَّرْعُ الرَّحِيْبُ

أَرَادَ اللهُ تَيْسِيْرًا وأَنتُمْ + مِنَ التَّعْسِيْرِ عِنْدَكُمْ ضُرُوبُ

(১) ‘তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছ। যার কিছু কিছুর মাধ্যমে প্রশস্ত শরী‘আত সংকুচিত হয়েছে’। (২) ‘আল্লাহ চেয়েছেন সহজ

করতে। অথচ কঠিন করার ব্যাপারে তোমাদের নিকট রয়েছে নানারূপ অজুহাত'।[১২৫]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

إِنْ وَافَقْتَ قَوْلَ الرَّسُولِ وَحُكْمِهِ + فَعَلَى الرُّؤُوْسِ تَشَالُ كَالتِّيْجَانِ

أَو خَالَفْتَ هَذَا رَدَدْنَاهَا عَلَى + مَنْ قَالَهَا مَنْ كَانَ مِنْ إِنْسَانِ

أَوْ أَشْكَلْتَ عَنَّا تَوَقَّفْنَا وَلَمْ + نَجْزِمْ بِلاَ عِلْمٍ وَلاَ بُرْهَانِ

هَذَا الَّذِي أَدَّى إِلَيْهِ عِلْمُنَا + وَبِهِ نَدِيْنُ اللهَ كُلَّ أَوَانِ

(১) 'যদি তুমি রাসূলের বাণী ও নির্দেশের সাথে একমত হও, তাহ'লে তা শিরোধার্য কর মুকুটের ন্যায়'। (২) 'অথবা যদি তুমি এর বিরোধিতা কর, তাহ'লে আমরা তা ফিরিয়ে দিচ্ছি তার দিকে, যিনি সেটা বলেছেন মানুষের মধ্যে'। (৩) 'অথবা তুমি আমাদের উপর জটিল করে তুলেছ। ফলে আমরা থেমে গেছি এবং দৃঢ় হইনি বিনা ইলমে ও বিনা প্রমাণে'। (৪) 'এদিকেই আমাদের ইল্ম আমাদের পথ প্রদর্শন করেছে এবং এর দ্বারা আমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করি প্রতি ক্ষণে'।[১২৬]

সবশেষে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা বলি,

هَذَا أَحْسَنُ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ، وَمَنْ جَاءَنَا بِأَحْسَنَ مِنْهُ قَبِلْنَاهُ مِنْهُ-

'এটাই সর্বোত্তম যতটুকুতে আমরা সক্ষম হয়েছি। অতঃপর যে ব্যক্তি এর চেয়ে উত্তম কিছু আমাদের কাছে নিয়ে আসবে, আমরা তা গ্রহণ করব'।[১২৭]

---

১২৫. কবি মা'রূফ আর-রুছাফী ইরাকী (১৮৭৫-১৯৪৫ খৃ.), দীওয়ান, কবিতা : আল-মুত্বাল্লাক্বাহ, ৪৬তম লাইন; গৃহীত : ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ফী হুকমে তালাকিল গাযবান, তাহকীক : মুহাম্মাদ 'আফীফী (বৈরূত : ২য় সংস্করণ ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ.) ৭৫ পৃ.।

১২৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাতানুল ক্বাছীদা আন-নূনিইয়াহ (কায়রো : মাকতাবা ইবনু তায়মিয়াহ ২য় সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.) ৪০-৪৩ লাইন।

১২৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরূত ১৪১১ হি./১৯৯১ খৃ.) ১/৬০; অলিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ (কায়রো ১৩৫৫ হি./১৯৩৬ খৃ.) ১/১৫৭ পৃ.।

# তালাক ও তাহলীলের বিভিন্ন মাসায়েল

## (مسائل متفرقة فى الطلاق والتحليل)

**(১)** যথাযোগ্য শারঈ কারণ ব্যতীত স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাইলে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি হারাম হয়ে যাবে।[১২৮] অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, যারা স্বামী থেকে পৃথক হ'তে চায় এবং যারা 'খোলা' করতে চায়, তারা মুনাফিক'।[১২৯] তবে চারিত্রিক ত্রুটি, শারীরিক সমস্যা, সাংসারিক ব্যয়ভার বহনে অক্ষমতা ও শারঈ ব্যাপারে অবহেলা বা অবজ্ঞা ইত্যাদি যৌক্তিক কারণে স্ত্রী মোহরানা ফেরৎ দানের মাধ্যমে স্বামীর নিকট থেকে 'খোলা'-র মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।[১৩০]

**(২)** স্ত্রী যদি স্বামীকে রাগ করে বলে, আমি তোমার মা, তুমি আমার নিকট এসো না। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীর পক্ষ থেকে 'যিহার' হয় না। কারণ আল্লাহ পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে' *(মুজাদালাহ ৫৮/২)* এখানে স্বামীর পক্ষ থেকে 'যিহার'-এর কথা বলা হয়েছে। যেমন তালাক পুরুষের পক্ষ থেকে হয় এবং তা স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়না।[১৩১] তবে কেউ করলে তা অবান্তর ও বাজে কথার অন্তর্ভুক্ত হবে, যা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয় *(মুমিনূন ২৩/১-৩)*। অতএব এ ধরনের কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

তবে এতে কাফফারা ওয়াজিব হবে। আয়েশা বিনতে ত্বালহা মুছ'আব বিন যুবায়েরকে বিবাহের পূর্বে বলেছিল, আমি যদি মুছ'আবকে বিবাহ করি,

---

১২৮. আবুদাউদ হা/২২২৬; প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩২৭৯ রাবী ছাওবান (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/২৭০৬।

১২৯. নাসাঈ হা/২৪৬১; মিশকাত হা/৩২৯০ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ছহীহাহ হা/৬৩২।

১৩০. বাক্বারাহ ২/২২৯-শেষাংশ; বুখারী হা/৫২৭৩, ৫২৭৫-৭৬; মিশকাত হা/৩২৭৪ 'খোলা' ও 'তালাক' অনুচ্ছেদ; দ্র. আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০১৯, ২৩/১৯ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৪/১০৪।

১৩১. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, ওনায়যাহ, আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব (১৩৪৭-১৪২২ হি./১৯২৯-২০০১ খৃ.), আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/২৪৩ পৃ.; ইবনু কুদামা নাবলুসী দিমাশক্বী (৫৪১-৬২০ হি.), আল-মুগনী ৮/৪১, মাসআলা ক্রমিক ৬২২৬।

তাহ'লে সে আমার উপর আমার বাপের মত হবে'। এরূপ কথা বলায় ছাহাবায়ে কেরাম তাকে কাফফারা হিসাবে একটি গোলাম আযাদ করতে বলেন। অতঃপর তাদের বিয়ে হয় এবং উক্ত মহিলা কাফফারা স্বরূপ একটি গোলাম আযাদ করে।[১৩২]

উল্লেখ্য যে, কসমের কাফফারা হ'ল ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য বা বস্ত্র প্রদান করা অথবা একটি গোলাম আযাদ করা অথবা তিনদিন ছিয়াম পালন করা।[১৩৩]

**(৩)** মোহরানা সাব্যস্ত হৌক বা না হৌক এবং সহবাস হৌক বা না হৌক, বিবাহের পর স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে এবং স্ত্রী মোহরানাসহ স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে। কারণ সে শরী'আত সম্মতভাবে স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছে।[১৩৪] ঐ স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ীতে বা পিতার বাড়ীতে অথবা যেখানে সে নিরাপদ বোধ করে, সেখানে থেকে ইদ্দত পালন করবে।[১৩৫]

**(৪)** স্ত্রী তালাকনামা পাঠালে কেবল 'খোলা' হয়। আর 'খোলা'-র ইদ্দত হ'ল এক ঋতু।[১৩৬] এক্ষণে উক্ত নারীর সাথে সংসার করতে চাইলে একমাস ইদ্দত পালন শেষে নতুন বিবাহের মাধ্যমে সংসার করবে। 'খোলা' অর্থ মালের বিনিময়ে স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীর পৃথক হওয়া।[১৩৭] আর স্বামী কেবল তখনই মালের বিনিময় পাবে, যখন সে স্ত্রীর মোহরানা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে রাখবে। নচেৎ স্ত্রীর নিকট থেকে বিনিময়ের দাবী করতে পারবে না।

---

১৩২. ইরওয়াউল গালীল হা/২০৮৯।
১৩৩. মায়েদাহ ৫/৮৯; দ্র. মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, ফেব্রুয়ারী ২০২০, ২৩/২০ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৩/১৮৩।
১৩৪. আবুদাউদ হা/২১১৪; তিরমিযী হা/১১৪৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩২০৭ রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।
১৩৫. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৮/১৫৮-৫৯, ক্রমিক ৬৩৯২; আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/৪১২ পৃ.; দ্র. আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০১৯, ২৩/১৯ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৭৩।
১৩৬. নাসাঈ হা/৩৪৯৭।
১৩৭. বাক্বারাহ ২/২২৯ আয়াতের শেষাংশ।

খোলাকারিনী পুনরায় বিবাহে রাযী হ'লে মোহর নির্ধারণপূর্বক নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*। যেখানে অলী ও দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী থাকবেন।[১৩৮]

**(৫)** 'খোলা'-র ক্ষেত্রে রাজ'আতের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে এক ঋতু পর্যন্ত ইদ্দত পালন শেষে উভয়ে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে।[১৩৯]

**(৬)** 'খোলা'র মাধ্যমে পৃথক হয়ে যাওয়া পূর্ব স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরাও 'ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ' হারে সম্পত্তি পাবে এবং তার বর্তমান স্ত্রী এক-অষ্টমাংশ পাবে *(নিসা ৪/১১-১২)*। কেননা পূর্বতন স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হ'লেও তার সন্তানেরা পিতার সন্তান হিসাবে যথারীতি তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে।[১৪০]

**(৭)** শর্তসাপেক্ষে তালাক প্রদানকালে যদি স্বামী তালাকের নিয়ত করে থাকে, তবে দুই বারে দু'টি তালাক হবে এবং একটি তালাক অবশিষ্ট থাকবে। যদি শারঈ পন্থায় ইদ্দতের মধ্যে রাজ'আত না করা হয়, তাহ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে।[১৪১] যদি কেউ তালাকের নিয়ত ছাড়া শাসনের উদ্দেশ্যে 'তালাক' বলে থাকে, তবুও জমহূর বিদ্বানগণের মতে তালাক হয়ে যাবে। কেননা তালাক কোন তুচ্ছ বা তামাশার বিষয় নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি বিষয় রয়েছে যেগুলি বাস্তবে বা ঠাট্টাচ্ছলে করলেও তা ধর্তব্য হবে। আর তা হ'ল বিবাহ, তালাক ও রাজ'আত'।[১৪২] অবশ্য ইবনু তায়মিয়াহ ও উছায়মীন (রহঃ) সহ কতিপয় বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন যে, স্রেফ স্ত্রীকে শাসনের নিয়ত থাকলে এবং

---

১৩৮. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৭৫; ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৯২৯১ রাবী আয়েশা (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৭; দ্র. আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০১৯, ২৩/১৯ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৭/৪৭।

১৩৯. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/৩৩২ পৃ.; দ্র. আত-তাহরীক, আগস্ট ২০১৯, ২২/১৯ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১৮/৪১৮।

১৪০. দ্র. আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০১৮, ২২/১৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩১/১১১।

১৪১. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/৮৬ পৃ.।

১৪২. আবুদাঊদ হা/২১৯৪, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৩২৮৪ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ইরওয়া হা/১৮২৬।

প্রকৃতপক্ষে তালাকের নিয়ত না থাকলে তালাক হবে না। সেক্ষেত্রে তাকে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে।[১৪৩] আর তা হ'ল, দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম মানের খাদ্য বা বস্ত্র প্রদান করা। অথবা একটি ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করা অথবা তিনদিন ছিয়াম পালন করা' *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

**(৮)** শর্ত সাপেক্ষে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমার পিতার বাড়ী গেলে তালাক। অতঃপর সে যদি পিতার বাড়ী যায় তাহ'লে তালাক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে তুমি আগামী মাসের অমুক তারিখে তালাক, তাহ'লে উক্ত মাসের নির্দিষ্ট দিনে তালাক হয়ে যাবে। তবে এর মধ্যে তালাকদাতা তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলে তালাক সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু তাকে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*। সমাজে বর্তমানে তালাক নিয়ে বাড়াবাড়ি চলছে। অতএব এগুলি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।[১৪৪]

**(৯)** স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ দিলেই তা লে'আন হিসাবে গণ্য হবে না এবং এতে বিবাহ বিচ্ছেদও হবে না। বরং এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় হ'ল স্বামী প্রথমতঃ স্ত্রীর যেনার পক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করবে। তাতে ব্যর্থ হ'লে আদালত তাদের উভয়ের লে'আন করাবেন। এ সময় স্বামী আদালতে দাঁড়িয়ে চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে যে, স্ত্রী সম্পর্কে সে যা বলেছে তা সত্য। আর পঞ্চমবারে বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার উপর যেন আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হয় *(নূর ২৪/৬-৭)*।

অতঃপর স্ত্রী আল্লাহ্র নামে চার বার শপথ করে বলবে, স্বামী তার অভিযোগে মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে, যদি স্বামী সত্যবাদী হয় তাহ'লে তার (নিজের) উপর যেন আল্লাহ্র গযব নাযিল হয় *(নূর ২৪/৮-৯)*। অতঃপর আদালত তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবেন।[১৪৫]

---

১৪৩. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/৮৩-৮৪; উছায়মীন, ফাতাওয়া আল-মারআতুল মুসলিমাহ ২/৭৫৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/৮৬ পৃ.; দ্র. আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০১৯, ২৩/১৯ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৩৯।

১৪৪. দ্র. আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০১৮, ২২/১৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৭/১০৭।

১৪৫. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৫০৭ পৃ.।

আর যদি স্বামী বা স্ত্রী একে অপরকে ব্যভিচারের অপবাদ দানের পর সাক্ষী হাযির করতে না পারে এবং লে'আন না করে, তবে বিচারক অভিযোগকারী স্বামী বা স্ত্রীর উপর হদ জারী করবেন। অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদের শাস্তি হিসাবে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন।[১৪৬]

**(১০)** তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য কোন সাক্ষী উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। এমনকি স্ত্রী উপস্থিত থাকা বা তাকে তালাকের কথা শোনানোও শর্ত নয়। স্বামী তালাকের বিষয়টি যে কোন মাধ্যমে স্ত্রীকে জানালে তালাক কার্যকর হবে। এভাবে তিন তোহরে তিন তালাক দিলে স্ত্রী স্থায়ী (বায়েন) তালাক হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে দু'জন সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব।[১৪৭]

**(১১)** তালাকের নিয়তসহ ইঙ্গিতবহ বাক্য উল্লেখ করে তালাক প্রদান করাকে 'কেনায়া তালাক' বলে।[১৪৮] যদি কেউ স্ত্রীকে এরূপ কথা বলে এবং তালাকের নিয়ত করে, তবে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। যেমন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাওনের কন্যাকে (اِبْنَةُ الْجَوْنِ) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট একটি ঘরে পাঠানো হ'ল আর তিনি তার নিকটবর্তী হ'লেন, তখন সে বলল, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তো এক মহামহিমের কাছে পানাহ চেয়েছ। তুমি তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে মিলিত হও'।[১৪৯] আর এটাই ছিল তার জন্য তালাক।[১৫০]

**(১২)** আক্দ হয়েছে কিন্তু মিলন হয়নি এমন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার মাকে বিবাহ করা যাবে না। কেননা আক্দ হওয়ার অর্থই হ'ল বিবাহ হওয়া।

---

১৪৬. নূর ২৪/৪; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৪/২৮৪; দ্র. আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১৯, ২২/১৯ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২/৪৪২।

১৪৭. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/৩০০; আবুদাঊদ হা/২১৮৬; ইরওয়া হা/২০৭৮; দ্র. আত-তাহরীক, মে ২০১৯, ২২/১৯ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৯/২৮৯।

১৪৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/৩০২ পৃ.; ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ফাতাওয়াল ইসলাম, ক্রমিক ২২৮৫০।

১৪৯. বুখারী হা/৫২৫৪; নাসাঈ হা/৩৪১৭; ইবনু মাজাহ হা/২০৫০ রাবী আয়েশা (রাঃ)।

১৫০. দ্র. আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০১৮, ২২/১৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১১/৯১।

সুতরাং মিলন হৌক বা না হৌক উক্ত স্ত্রীর মাকে কোন অবস্থায় বিবাহ করা সিদ্ধ নয়। কেননা বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর মা স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যায়।[১৫১]

**(১৩)** বড় বোনকে বিয়ে করার কিছুদিন পর তাকে তালাক না দিয়েই যদি কেউ তার ছোট বোনকে (অর্থাৎ শ্যালিকাকে) বিয়ে করে এবং একত্রে ঘর-সংসার করে, তবে সেটি হবে ছোট বোনের সাথে স্পষ্ট যেনা। এক্ষণে যদি সে বড় বোনকে তালাক দেয়, তাহ'লে তার ইদ্দত পালন শেষ হ'লে তার ছোট বোনকে বিবাহ করতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর হারাম করা হ'ল ...'দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা'।[১৫২]

**(১৪)** বিদেশে থাকার কারণে অভিভাবক যদি ফোনের মাধ্যমে কাউকে তার পক্ষ থেকে অলী নিযুক্ত করেন এবং দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীর উপস্থিতিতে ঈজাব ও কবুল হয়, তাতে বিবাহ হয়ে যাবে।[১৫৩]

**(১৫)** বিবাহের পূর্বে তালাক দেওয়ার বিধান ইসলামী শরী'আতে নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বিয়ের আগে তালাক নেই'।[১৫৪] এ ব্যাপারে আলী (রাঃ)-সহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বিয়ের পূর্বে তালাক বর্তায় না'।[১৫৫]

**(১৬)** সিজোফ্রেনিয়া রোগের কারণে চরম রাগান্বিত হয়ে তালাক তালাক বললে এগুলি তালাক হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা এটি একটি মানসিক ব্যাধি, যার ফলে ব্যক্তির চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার, অনুভূতি প্রকাশ ইত্যাদির মধ্যে নানা অসঙ্গতি দেখা দেয়। ফলে তার থেকে অবাস্তব চিন্তাধারা, অদ্ভূত কার্যকলাপ, অসংলগ্ন কথাবার্তা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। অতএব এরূপ

---

১৫১. নিসা ৪/২৩; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৬৫২৫, ৪/১৭২; দ্র. থিসিস ১৩৯-৪০ পৃ.; দ্র. আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০১৮, ২২/১৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৩৫।

১৫২. নিসা ৪/২৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ক্রমিক ২০৭৮১।

১৫৩. উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৮৯-৯০; মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আলে শায়েখ, ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ১০/৭৬; দ্র. আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১৮, ২১/১৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৫/৪৬৫।

১৫৪. ইবনু মাজাহ হা/২০৪৮; মিশকাত হা/৩২৮১ রাবী আলী (রাঃ); ইরওয়া হা/২০৬৮, সনদ ছহীহ।

১৫৫. বুখারী তা'লীক্ব ১৭/৪২৭, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; মুগনী ৯/৫২৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/১৯০-৯১ পৃ.; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/১২৮ পৃ.।

ব্যক্তির রাগান্বিত অবস্থায় প্রদত্ত তালাক ধর্তব্য হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্রোধান্ধ অবস্থায় কোন তালাক পতিত হয় না'।[১৫৬]

**(১৭)** স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য পূর্ব স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করা শারঈ দৃষ্টিতে আবশ্যিক নয়। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম পুরুষকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছেন *(নিসা ৪/৩)*। তবে বিবাহ করার চেয়ে স্ত্রীদের মাঝে ইনছাফ করার বিষয়টি বেশী যরূরী ও কঠিন। এজন্য একাধিক বিবাহের অনুমতি থাকলেও ইসলাম সেখানে ইনছাফের শর্তারোপ করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কারু যদি দু'জন স্ত্রী থাকে, আর সে তাদের মধ্যে ইনছাফ না করে, তাহ'লে সে ক্বিয়ামতের দিন এক অঙ্গ পতিত অবস্থায় উঠবে'।[১৫৭]

অতএব পারিবারিক শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে পূর্ব স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করা উত্তম। আর দ্বিতীয়া স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য স্বামীকে বাধ্য করা বৈধ নয়।[১৫৮]

**(১৮)** কারণ ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দেওয়া এবং তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া নিঃসন্দেহে অন্যায়। তবে তা নাজায়েয নয়।[১৫৯] এক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকে বায়েন দিলে এবং মোহরানার টাকা পূর্বে না দিয়ে থাকলে স্ত্রী কেবল সেটিই পাবে।[১৬০] কিন্তু খোরপোষ পাবে না।[১৬১]

**(১৯)** তালাক প্রদানের নিয়তে সাময়িক বিবাহ বৈধ নয়। কেননা বিবাহ করা হয় স্থায়ীভাবে বসবাসের নিয়তে। তালাকের নিয়তে বিবাহ করা হারাম। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাময়িক বিবাহ বা নিকাহে মুৎ'আ জায়েয ছিল। কিন্তু ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত চিরতরে হারাম করা হয়।[১৬২]

---

১৫৬. ইবনু মাজাহ হা/২০৪৬; আবুদাউদ হা/২১৯৩; মিশকাত হা/৩২৮৫ রাবী আয়েশা (রাঃ)।
১৫৭. তিরমিযী হা/১১৪১; হাকেম হা/২৭৫৯; মিশকাত হা/৩২৩৬ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৫৮. দ্র. আত-তাহরীক, ফেব্রুয়ারী ২০১৮, ২১/১৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১৫/১৭৫।
১৫৯. ছহীহাহ হা/২০০৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
১৬০. তিরমিযী হা/১১০২; মিশকাত হা/৩১৩১ রাবী আয়েশা (রাঃ); ইরওয়া হা/১৮৪০।
১৬১. মুসলিম হা/১৪৮০; আবুদাউদ হা/২২৮৪ রাবী ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ)।
১৬২. মুসলিম হা/১৪০৬ (২১)।

ভ্রান্ত ফের্কা রাফেযী শী'আরা এখনও এই বিবাহকে জায়েয মনে করে। অথচ তাদেরই অন্যতম ইমাম জা'ফর ছাদেক (৮০-১৪৮ হি.) এটিকে 'যেনা' বলে অভিহিত করেছেন।[১৬৩]

**(২০)** দীর্ঘদিনের জন্য স্বামী কারান্তরীণ থাকলেও তাতে স্ত্রী তালাক হয়না। এমতাবস্থায় প্রয়োজনে স্ত্রী তার স্বামীর নিকটে তালাক চাইতে পারে।[১৬৪] অথবা নিজে 'খোলা'-র মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করতে পারে *(বুখারী হা/৫২৭৬)*।

**(২১)** বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে তার পূর্বস্বামীর সন্তানের খরচ বহন করা অপরিহার্য নয়। বরং মায়ের অধীনে থাকলে অভিভাবক হিসাবে মা তাদের খরচ বহন করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবে। তবে মা যেহেতু ব্যক্তির স্ত্রী হিসাবে তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সেহেতু অশেষ ছওয়াবের আশায় উক্ত সন্তানদের খরচ বহন করা উচিৎ। রাসূল (ছাঃ) তাঁর স্ত্রী সাওদা (রাঃ)-এর পূর্ব স্বামীর পাঁচটি বা ছয়টি সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বসহ তাকে বিবাহ করেন।[১৬৫] এছাড়া তিনি অপর স্ত্রী উম্মে সালামার পূর্ব স্বামীর সন্তানদের লালন-পালন করেছিলেন।[১৬৬]

**(২২)** শারঈ কারণের প্রেক্ষিতে দ্বীনদার পিতা-মাতা যদি স্ত্রীকে তালাক দিতে নির্দেশ দেন, তবে তা মান্য করতে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা ওমর তাকে ঘৃণা করতেন এবং আমাকে তালাক দিতে বলেন। কিন্তু আমি তালাক দিতে অস্বীকার করি। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেন'।[১৬৭] এক ব্যক্তি ছাহাবী আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমার মা আমাকে

১৬৩. বায়হাক্বী ৭/২০৭ পৃ., হা/১৪৫৬৭ রাবী বাস্সাম ছায়রাফী; ছহীহাহ হা/২৪০২।
১৬৪. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪৮১-৪৮২ পৃ.।
১৬৫. আহমাদ হা/২৯২৬; ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৩০১৪ রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ); সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫২৩।
১৬৬. বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/২০২২; মিশকাত হা/৪১৫৯, রাবী ওমর বিন আবু সালামাহ (রাঃ)।
১৬৭. আবুদাঊদ হা/৫১৩৮; তিরমিযী হা/১১৮৯; মিশকাত হা/৪৯৪০, সনদ ছহীহ, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।

আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (আমি কি করব?) আবুদ্দারদা (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, পিতা-মাতা হচ্ছেন জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যম দরজা। তুমি যদি চাও, তাহ'লে দরজাটিকে বিনষ্ট কর অথবা সেটিকে সংরক্ষণ কর।[১৬৮]

তবে যদি স্ত্রী দ্বীনদার ও ন্যায়পরায়ণ হয় এবং কোন মারাত্মক অপরাধে অপরাধী না হয়, তাহ'লে পিতা-মাতাকে অবশ্যই সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ চায় না। বরং সংসার অক্ষুণ্ন রাখতে চায়।[১৬৯]

**(২৩)** কোন মহিলা তার স্বামী থাকা অবস্থায় অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে না। কিন্তু স্বামী তালাক দিতে না চাইলে বাধ্যগত অবস্থায় স্ত্রী মোহরানা ফেরৎ দিয়ে 'খোলা' বা 'ফাস্খে নিকাহ' করবে এবং এক ঋতুকাল ইদ্দত পালন শেষে অন্যের সাথে বিবাহ করবে।[১৭০]

**(২৪)** স্ত্রীকে এক তালাক দেওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজ'আত না করে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলেও স্বামী পুনরায় তিন তালাকের অধিকারী হবেনা। বরং এক্ষেত্রে চারটি পদ্ধতি রয়েছে। (ক) যদি স্বামী এক তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে রাজ'আত করে, তাহ'লে সে দুই তালাকের অধিকারী থাকবে। আর দুই তালাক দিয়ে থাকলে এক তালাকের অধিকারী থাকবে।

(খ) অনুরূপ অবস্থায় যদি স্বামী স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে রাজ'আত না করে এবং নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে তত তালাকের মালিক হবে যত তালাক অবশিষ্ট রয়েছে। (গ) অনুরূপ অবস্থায় যদি স্ত্রীর অন্যত্র

১৬৮. তিরমিযী হা/১৯০০ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪৯২৮; রাবী আবুদ্দারদা (রাঃ); ছহীহাহ হা/৯১০।

১৬৯. দ্র. আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০১৬, ২০/১৬ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩১/৩১।

১৭০. নাসাঈ হা/৩৪৯৭ 'খোলা কারিনীর ইদ্দতকাল' অনুচ্ছেদ, রাবী রুবাইয়ে' বিনতে মু'আওভিয বিন 'আফরা (রাঃ); দ্র. আত-তাহরীক, জুলাই ২০১৬, ১৯/১৬ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৩৯৪।

বিবাহ হয়। অতঃপর সেখান থেকে তালাকপ্রাপ্তা হয় এবং প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করে, তাহ'লে স্বামী তত তালাকেরই মালিক হবে যত তালাক অবশিষ্ট ছিল। (ঘ) যদি স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হয় এবং সেখান থেকে তালাকপ্রাপ্তা হয় ও প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করে, তাহ'লে সে পূর্ণ তিন তালাকের অধিকারী হবে।[১৭১]

**(২৫)** যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক ইনশাআল্লাহ। তাহ'লে ঐ স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। 'ইনশাআল্লাহ' বলাটা অনর্থক হবে।[১৭২]

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

১৭১. উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/১৯৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/১৬২ পৃ.।
১৭২. ইরওয়াউল গালীল হা/২০৭১, ৭/১৫৪ পৃ.।

## এক নযরে তিন তালাক ও হিল্লা

* কুরআনী বিধান অনুযায়ী তিন মাসে তিন তালাক দেওয়াকে ‘সুন্নী তালাক’ বলা হয়। তার বিপরীতে এক মজলিসে একত্রে বা এক তোহরে তিন তালাক দেওয়াকে হানাফী মাযহাব মতে ‘বেদ‘ঈ তালাক’ বলা হয়। অথচ মুসলমান সুন্নাত মানতে বাধ্য, বিদ‘আত মানতে বাধ্য নয়।

* তিন তালাক এক সাথে বা এক তোহরে দিলে তা এক তালাকে রাজ‘ঈ বলে গণ্য হবে। তাতে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে। এটি কখনই তিন তালাক বায়েন বলে গণ্য হবে না। যাতে স্ত্রী পুরাপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন এক সাথে পাঁচবার ছালাত ছালাত বললে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় হয় না। বরং সঠিক সময়ে সঠিক নিয়মে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পাঁচবারে আদায় করতে হয়।

* প্রচলিত ‘হিল্লা প্রথা’ ইসলাম-পূর্বকালের জাহেলী যুগ থেকে চলে আসা নারী নির্যাতনের একটি নিকৃষ্টতম প্রথা। কুরআন-হাদীছ নয়, স্রেফ মাযহাবের দোহাই দিয়ে হানাফী মুসলিম সমাজে অনেকের মধ্যে এটি চালু আছে। এই কুপ্রথা বন্ধ করতে চাইলে এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক বায়েন গণ্য করার বিদ‘আতী প্রথা আগে বন্ধ করতে হবে। এই বিদ‘আতী তালাকের মন্দ প্রতিক্রিয়ায় সমাজে হিল্লা বা তাহলীলের নোংরা রীতি চালু হয়েছে। যা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। সরকার ও বিচার বিভাগের এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া কর্তব্য।

# ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

**লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১**. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (৩৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৪র্থ সংস্করণ (৩৫/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩৫/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা, ৩য় সংস্করণ (২৬০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম (৬৫/=)।

**লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১.** আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

**লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১.** সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

**লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১.** সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

**লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১.** একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

**লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১.** ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

**লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১.** ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)। **৮.** মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে? (৩০/=)।

**লেখক : শামসুল আলম ১.** শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। ৩ শিশুর গণিত (৩০/=)।

**অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১.** ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। ১২. তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

**লেখক : নূরুল ইসলাম ১.** ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

**লেখক : রফীক আহমাদ ১.** অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

**লেখিকা : শরীফা খাতুন ১.** বর্ষবরণ (১৫/=)।

**অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১.** আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

**অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১.** বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

**অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১.** আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

**অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১.** হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

**গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১.** হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১২.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৩.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।